

182 No 303 7

কাল্য-গ্রন্থ ।

৮ম ভাগ ।

গান ।

শ্রীবরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

শ্রীমোহিত চন্দ্র বেন এম্ব, এ,
মালিক ।



গান ।



প্রকাশক—এস. সি. মজুমদার ।

৪১১

২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা ।

মজুমদার লাইব্রেরী ।



কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,

দ্বিতীয় প্রেসে প্রথম প্রকাশিত পাবলিশার দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩১০ সন ।

পান।

গান ।



ললিত—খেমটা ।

শুন, নলিনী খোল গো আঁখি
যুঝ এখনো ভাঙিল না কি ?
দেখ তোমারি ছুয়ার পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি ।
শুনি প্রভাতের গাথা যোর
দেখ ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ জগৎ জেগেছে নয়ন মেলিয়া
 নূতন জীবন লভি !
তবে তুমি কি রূপসি আগিবে না কো,
 আমি যে তোমারি কবি !
শুন আমার কবিতা তবে
আমি গাহিব নীরব রবে
তবে নব জীবনের গান ।
 প্রভাত নীরদ, প্রভাত সখীর,

প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির,
সম্বরে তারা সকলে মিলিয়া
মিশাবে মধুর তান ।

তবে শিশিরে সু'ধানি মাজ,
সখি লোহিত বসনে সাজি,
দেখ বিমল সরসী আরসির পরে
অপরূপ রূপ রাশি ।

তবে, থেকে থেকে ধীরে হুইয়া পড়িয়া
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরসের মুছ হাসি ।

স্তন নলিনী খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি !
সখি গাহিছে তোমারি রবি
আজি তোমারি ছায়ে আসি !

বেহাগ—খেম্‌টা ।

বলি ও আমার গোলাপ বালা,
তোল' সু'ধানি, তোল সু'ধানি
কুহন-কুহন কর আলা !

বলি, কিসের সরম এত !
 সখি, কিসের সরম এত !
 সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মু'খানি
 কিসের সরম এত !
 হের ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
 হের ঘুমায় চক্রে তারা,
 প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা,
 প্রিয়ে ঘুমায় অগণ্য বত ।
 সখি বলিতে মনের কথা
 বল এমন সময় কোথা !
 প্রিয়ে তোল মু'খানি আছে গো আমার
 প্রাণের কথা কত !
 আমি এমন সুধীর স্বরে
 সখি কহিব তোমার কানে,
 প্রিয়ে স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
 পশিবে তোমার প্রাণে ।
 তবে মু'খানি তুলিয়া চাও,
 সুধীরে মু'খানি তুলিয়া চাও !

৩ পিলু—ধেমটা ।

বল, গোলাপ মোরে বল, তুই ফুটিবি সখি কবে ?
 ফুল, ফুটেছে চারি পাশ, চাঁদ, হাসিছে সুখা হাস,
 বায়, কেলিছে বৃহৎ খাস, পাখী, গাইছে মধুরবে,
 তুই ফুটিবি, সখি, কবে ?

প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা, সাঁঝে, বহিছে দধিলা বায়,
 কাছে, ফুলবালা সারি সারি,
 দূরে, পাতার আড়ালে সাঁজবে তারা সু'খানি দেখিতে চায় ।
 বায়, দূর হতে আসিয়াছে—যত ভ্রমর কিরিছে কাছে,
 কচি কিশলয়গুলি রয়েছে নরন তুলি, তুই ফুটিবি সখি কবে ?

মিশ্রসিদ্ধু—একতানা ।

কি হল আমার । বুঝিবা সজনি
 হৃদয় হারিয়েছি ।

প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
 মন লয়ে সখি গেছি মৃ দেখাতে,
 মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
 মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
 মন-কুল দলি চলি বেড়াইতে,

সহসা সজনি, চেতনা পাইয়া
 সহসা সজনি দেখিছু চাহিয়া,
 রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে
 হৃদয় হারিয়েছি !

পথের মাঝেতে খেলাতে খেলাতে
 হৃদয় হারিয়েছি ।

যদি কেহ, সখি দলিয়া যায় !
 তার পর দিয়া চলিয়া যায় !
 শুকায় পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে,
 দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে,
 যদি কেহ সখি দলিয়া যায় !

আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
 কখনো সहेনি রবির কর,
 আমার মনের কামিনী-পাপড়ি
 সहेনি ভ্রমর চরণ-ভর !
 চিরদিন সখি বাতাসে খেলিত,
 জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত,
 সুখা পরিমলে অধর ভরিয়া,
 লোহিত রেণুর সিঁদূর পরিয়া,
 ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে

কাছে এলে তারে দিওনা বসিতে,
সহসা আজ সে কদর আমার
কোথায় হারিয়েছি !

৭ বেহাগ—আড় খেমটা ।

আমার প্রাণেব পবে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাস টুকুর মত !
সে যে ছুঁয়ে গেল জুয়ে গেল রে
কুল কুটিরে গেল শত শত !

সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
 কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
 কুসুম বনেতে ।
সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে,
 চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
 যেখন দিয়ে হোসে গেছে
 হাসি তার বেখে গেছে রে,

মনে হল আঁখির কোণে
 আঁখির বেন ডেকে গেছে সে
 আঁখি কোথায় বাব কোথায় বাব,
 ভাবতেছি তাই একলা বসে ।

সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
 বুকের ঘোর !

সে প্রাণের কোথা ছলিয়ে গেল
 কুলের ডোর ।

সে কুসুম বনের উপর দিবে
 কি কথা যে বলে গেল,
 কুলের গন্ধ পাগল হয়ে
 সঙ্গে তারি চলে গেল !

হৃদয় আমার আঁকুল হল,
 নয়ন আমার মুখে ঞ্জল,
 কোথা দিবে কোথায় গেল সে !

মিত্রা খান্ধাজ—একতারা ।

ওই জানালার কাছে বসে আছে
 করতলে রাখি মাথা ।

তার কোলে কুল পড়ে রয়েছে
 সে যে তুলে গেছে মালা গাঁথা ।
 শুধু বুক বুক বারু বহে বার
 তার কানে কানে কি যে কহে বার,
 তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
 সে যে ভাবিতেছে কত কথা ।
 মধুর স্বপন ভেসে ভেসে
 চোখে এসে যেন লাগিছে,
 ঘুমঘোরময় সুখেব আবেশ
 প্রাণের কোথায় আগিছে !
 চোখের উপরে মেঘ ভেসে বার,
 উড়ে উড়ে বার পাখী,
 সারাদিন ধ'রে বকুলের কুল
 ঝরে পড়ে থাকি থাকি !
 মধুর আলস, মধুর আবেশ,
 মধুব মুখের হাসিটি,
 মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
 বাজিছে মধুর বাঁশিটি !

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান !
 কখন বকুল-হুল ছেয়েছিল বরা কুল,
 কখন যে কুল-কোটা হয়ে গেল অবসান !
 কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান !

এবার বসন্তে কিরে বুঁধীগুলি আগেনিয়ে !
 অলিকূল গুল্লিরিয়া করেনি কি মধুপান !
 এবার কি সমীরণ আগায় নি কুলবন !
 সাড়া মিলে গেল না ত, চলে গেল স্মিরমাণ !
 কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান !

বতগুলি পাখী ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল,
 সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ তান ।
 ভেঙেছে কুলের মেলা, চলে গেছে হাসি খেলা,
 এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা আগিয়া চাহিল প্রাণ !
 কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান !

বসন্তের শেষ রাতে এসেছিরে শূন্ত হাতে,
 এবার গাঁথিনি মালা কি তোমারে করি দান !

কাঁদছে নীরব বাঁশি, অথরে মিলার হাসি,
 ভোমার নরনে ভাসে ছল ছল অভিমান !
 এবার বসন্ত গেল হলনা হলনা গান !

বেহাগ—আড়াখেম্টা ।

ওগো শোন কে বাজার !
 বন-কুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায় ।
 অথর ছুঁরে বাঁশি থানি চুবি কবে হাসি থানি,
 বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রানের পানে ভেসে যায় ।

ওগো শোন কে বাজার !
 কুজবনের স্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জে,
 বকুল গুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জে
 বনুনারি কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
 আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায় !

ওগো শোন কে বাজার !

মিশ্রপিলু—আড়াখেম্টা ।

হেলাকেলা সারাবেলা একি খেলা আপন সনে !
 এই বাতাসে কুলের বাসে সুখখানি কার পড়ে মনে !
 জাঁধির কাছে বেড়ার ভাসি কে জানে গো কাহার হাসি !

ছাট কোঁটা নয়ন সলিল রেখে যায় এই নয়ন-কোণে !
 কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী দূরে বাজার অলস বাঁশি,
 মনে হয় কাব মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে !
 সারা দিন গাঁথি গান কারে চাহে গাহে প্রাণ,
 তরুতলে ছায়ার মতন বসে আছি ফুল বনে ।

যোগিনীবিভাস—একতারা ।

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
 কি জানি পরাণ কি যে চায় ।
 ওই শেকালির সাথে কি বলিয়া ডাকে
 বিহগ বিহগী কি যে গায় !
 আজি মধুব বাতাসে জন্মর উদাসে
 রহে না আবাসে মন ছায় ।
 কোন্ কুহুমের আশে, কোন্ ফুল বাসে
 সুনীল আকাশে মন ধায় !
 আজি কে বেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
 জীবন বিকল হয় গো !
 তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
 “এ নহে, এ নহে, নয় গো !”

কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,

কোন্ ছানামরী অমরায় !

আজি কোন্ উপবনে বিরহ বেদনে

আমারি কারণে কেঁদে যায় !

আমি যদি গাঁথি গান অধির পরাণ

সে গান শুনাব কারে আব !

আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুল ডালা

কাহারে পরাব ফুলহার ।

আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান

দিব প্রাণ তবে কার পায় !

সদা ভয় হয় মনে পাছে অবতনে

মনে মনে কেহ ব্যথা পায় !

কাল্যাংড়া ।

(ও গো) কে যায় বাঁশরী বাজারে ।

আমার ঘরে কেহ নাই যে !

তারে মনে পড়ে ব্যারে চাই যে !

তার আকুল পরাণ বিরহের গান

বাঁশি বুঝি পেল জানারে !

আমি আমার কথা তারে জানাব কি করে,
 প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে !
 কুসুমের মালা গাথা হল না,
 ধূলিতে প'ড়ে শুকাব রে,
 নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
 মলিন মুখ লুকাব রে !
 সারা বিভাবরী কার পূজা করি
 যৌবন-ডালা সাঝারে,
 বাঁশিধরে হার প্রাণ নিয়ে যায়
 আমি কেন থাকি হার রে !

বিতাস ।

 ওলো সই, ওলো সই !
 আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের কথা কই !
 ছড়িয়ে দিয়ে পা হুথানি, কোণে বসে কানাকানি
 কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই !
 ওলো সই, ওলো সই,
 তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে কই !
 আমি কি বলিব কার কথা, কোন্‌ স্থখ, কোন্‌ ব্যথা,
 নাই কথা তবু মাথ শত কথা কই !

ওলো সই, ওলো সই ।

তোদের এত কি বলিবার আছে ভেবে অবাক্ হই !
আমি একা বসি সন্ধ্যা হলে আপনি ভাসি নয়নজলে,
কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হয়ে রই !

মিশ্র ইমন—কাওয়ালি ।

এখনো তারে চোখে দেখিছি, শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ বাহা ছিল দিগে কেলেচি ।
শুনেছি সুবতি কালো, তারে না দেখাই ভালো,
সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ।
শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন কোনে হেসেছিল সে,
সে অবধি, সই, ভরে ভরে রই, আঁখি মেলিতে ভেবে
সারা হই ।

কানন পথে যে খুসি সে যায়, কদমতলে যে খুসি সে চায়,
সখি বল, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি !

সিন্ধু—খেম্টা ।

আজ আসবে ক্রাম গোকুলে কিরে ।

আবার বাজবে বাঁশি যমুনাতীরে ।

আমরা কি করব ? কি বেশ ধরব ? কি মালা পরব ?
বাঁচব কি মরব স্নেহে ? কি তারে বলব ? কথা কি হবে মুখে ?

শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে
ভাসব নয়ন নীরে !

মিশ্র বারোয়—আড়খেম্টা ।

তুমি কোন্ কাননের হুল,
তুমি কোন্ গগনের তাবা !
তোমার কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা !
কবে তুমি গিয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
তুলে গিয়েছি !

শুধু মনেব মবো জেগে আছে,
 ঐ নয়নের তারা !

তুমি কথা কয়ো না,
তুমি চেষে চলে যাও ।

এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে যাও !

আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
 চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,

তোমার আখিব ম'জন ছাটি ভারী
ঢালুক ফিরণ-ধাবা !

আলোয়। ।

সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে ।
তারে আমার মাথাব একটি কুসুম দে !
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুল-কাননে,
তোয় শপথ, আমার নামটি বলিস্নে ।
সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !

সখি তরুর তলায় বসে সে খুলায় যে ।
সেখা বকুলমালার আসন বিছায়ে দে !
সে যে করুণা জাগায় স করুণ নয়নে
কেন কি বলিতে চায় না বলিয়া যায় সে !
সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে ।

সিঁদু—ভৈরবী ।

কেন বাজাও কাকণ কনকন, কত
ছলভরে !

ও গো ধরে কিরে চল, কনক কলসে
 জল ভরে' ।

কেন অলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি
 কর খেলা ।

কেন চাহ খনে-খনে চাকিত নয়নে
 কার তরে
 কত ছল ভরে !

হের যমুনা-বেলায় আলসে হেলায়
 গেল বেলা

বত হাসিভরা ঢেউ কবে কানাকানি
 কলস্ববে
 কত ছল ভরে !

হের নদী-পরপারে গগন কিনারে
 মেঘ-মেলা

ভারা হাসিরা হাসিয়া চাহিতে তোষারি
 মুখ পরে
 কত ছল ভরে ।

ছায়ানট ।

যদি	বারণ কর তবে গাহিব না ।
যদি	সরম লাগে, মুখে চাহিব না ।
যদি	বিরলে মালা গাঁথা সহসা পায় বাধা, তোমার ফুলবনে ঘাটব না ।
যদি	বারণ কর, তবে গাহিব না ।
যদি	ধমকি ধেম্বে বাও পথমাঝে ।
আমি	চমকি চলে বাব আন কাজে ।
যদি	তোমার নদীকূলে ভুলিয়া ঢেউ তুলে, আমার তরীখানি বাহিব না ।

বাকি বাবণ কব, তবে
 গাহিব না ।

কাফি—একতালা ।

মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী

“সখি জাগো জাগো ।”

মেলি বাগ-অলস আঁখি

“সখি জাগো জাগো !”

আজি চঞ্চল এ নিশীথে

জাগ ফাঙ্কন-শুণ-গীতে

অরি প্রথম-প্রণয়-ভীতে,

মম নন্দন-অটবীতে

গিক মুহ মুহ উঠে ডাকি—

“সখি জাগো জাগো ।”

জাগো নবীন গৌববে,

নব বকুল সৌবভে,

মৃদু মলয় বীজনে

জাগ নিভৃত নির্জনে !

জাগ আকুল কুল সাজে

জাগ মৃদুকম্পিত লাজে

মম হৃদয় শরন মাঝে !
 তুমি মধুব সুবলী বাজে
 মম অন্তবে থাকি থাকি—
 “সখি জাগো জাগো !”

কাল্যাণ্ডা ।

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
 তব নব প্রভাতের নবীন শিশিৰ-ঢালা ।
 সরমে জড়িত কত না গোলাপ
 কত না গরবী করবী
 কত না কুসুম ফুটেছে তোমার
 মালঞ্চ করি আলা ।
 আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা ।

অমল শরত শীতল সমীর
 বহিছে তোমাবি কেশে,
 কিশোর অরুণ-কিরণ, তোমার
 অধরে পড়েছে এসে ।
 অকল হতে বনপথে ফুল

গান ।

২৩

বেতেছে পড়িয়া ঝঝা
অনেক কুল্ল অনেক শেকালি
ভবেছে তোমাব ডালা ।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা ।

কানাডা ।

আমার পবাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে ওগো
পবাণ প্রিয় ।
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ মূলে
ভূলে দেখিয়ে ।
এ নহে গো তৃণদল, ভেসে আসা ফুলফল,
এবে ব্যথাভরা মন মনে রাখিয়ে ।
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে ।
কে আসে কাহার পাশে কিসেব টানে ।
রাখ যদি ভালবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও
আমাব পবাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ প্রিয় ।

ভৈরবী ।

বামিনী না যেতে জাগালে না কেন,

বেলা হল মরি লাজে ।

সরমে জড়িত চরণে কেমনে

চলিব পথের মাঝে !

আলোক-পরশে মরমে মরিয়া

হেরগো শেফালি পড়িছে বরিয়া,

কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া

কামিনী শিথিল সাজে !

বামিনী না যেতে জাগালে না কেন

বেলা হল মরি লাজে ।

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ

উষার বাতাস লাগি ।

রজনীর শব্দী গগনের কোণে

লুকার শরণ মাগি !

পাখী ডাকি বলে—গেল বিভাবরী,—

বধু চলে জলে লইয়া গাগরী,

আদি এ আবুল কবরী আবারি

কেমনে বাইব কাজে !

যাযিনী না বেতে জাথালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে ।

কীৰ্ত্তনের সুর ।

বড় বেদনাব মত বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে !
মন যে কেমন কবে মনে মনে তাহা মনই জানে ।
তোমাবে হৃদয়ে কবে আছি নিশিদিন ধরে,
চেখে থাকি আখি ভবে' মুখেব পানে !
বড় আশা বড় তৃষা বড় আকিঞ্চন, তোমাবি লাগি !
বড় স্নেহে বড় দুখে বড় অমুবাগে বয়েছি জাগি !
এ জন্মেব মত আব হয়ে গেছে যা হবার
ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণটানে ।

১৬ বিভাস ।

হৃদয়ের একুল ওকুল দুকুল ভেসে যায হায় সজনি ।
উথলে নয়ন বাবি !
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখি
কিছু আব চিনিতে না পারি ।
পর্যাপ্তে পড়িয়াছে টান, ভবা নদীতে আসে বাণ,

আজিকে কি ঘোর তুফান সজনি গো

বাঁধ আর বাঁধিতে নারি !

কেন এমন হল গো আমার এই নব যৌবনে !

সহসা কি বহিল কোথাকার কোন্ পবনে !

হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হতাশ,

জানি না কি বাসনা কি বেদনা গো

আপনা কেমনে নিবাবি ।

মিশ্র মূলতান ।

আমার মন মানে না (দিনরজনী) !

আমি কি কথা স্মরিয়া এতন্মু ভরিয়া পুলক রাধিতে নারি !

ওগো কি ভাবিয়া মনে এ ছুটি নয়নে উথলে নয়নবারি ।

(ওগো সজনি !)

সে সুধাবচন সে সুখ পরশ, অঙ্গে বাজিছে বাণি !

(তাই) শুনিয়া শুনিয়া আমার মনে হৃদয় হয় উদাসী ।

কেন না জানি !

(ওগো বাতাসে কি কথা ভেসে চলে আসে, আকাশে কি

মুখ জাগে !

(ওগো) বন মর্শ্বরে নদী নির্বরে কি মধুর সুর লাগে ।

ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত অড়ারে ধরিছে গলে
আমি এ কথা এ ব্যথা সুখ-বাকুলতা কাহার চরণ তলে দিব
নিছনি ?

কীর্তনের সুর ।

ভালবেসে সখি নিভৃতে বতনে
আমার নামটি লিখিয়ে—তোমার
মনের মন্দিরে ।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি লিখিও—তোমার
চরণ-মঞ্জীরে !
ধরিয়া রাখিয়ে সোহাগে আদরে
আমার সুখর পাখীটি—তোমার
প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে !
মনে করে সখি বাধিয়া রাখিয়ে
আমার হাতের রাখীটি—তোমার
কনক কঙ্কণে !
আমার লতার একটি মুকুল
তুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ে— তোমার
অলক বন্ধনে ।

আমার মরণ-গুড-সিন্দুরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ে—তোমার
ললাট চন্দনে !

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়োগো—তোমার
অঙ্গ সোবভে ।
আমার অকুল জীবন মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়োগো—তোমার
অকুল গোরবে !

মল্লার ।

হেরিয়া শ্রামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে ।
অধর করুণামাখা
মিনতি-বেদনা-আঁকা,
নীরবে চাহিয়া থাক
বিদায়-ধণে ।
হেরিয়া শ্রামল ঘন নীল গগনে ।

বর বর করে জল বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে ।

আমার পরাণ-পুটে
কোন্থানে ব্যথা কুটে,
কার কথা বেজে উঠে

হৃদয় কোণে !

হেরিয়া প্রামল ঘন নীল গগনে ।

মিশ্র—খেমটা ।

পুরাণো সে দিনের কথা ভুলবি কি রে হার ।

(ও সেই) চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি তোলা যায় ।

(আর) আরেকটিবার আয়রে সখা, প্রাণের মাকে আর !

(মোরা) হুথের হুথের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তার ।

(মোরা) ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি, হলেছি দোণার,

বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি, বকুলের তলার ।

মাকে হল ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায়—

(আবার) দেখা যদি হল সখা, প্রাণের মাঝে আর ।

ভৈরবী—তেওরা ।

আজি যে রজনী যায় কিরাইব তার কেমনে ?

কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে ?

এ বেশ ভূষণ লহ সখি লহ,
 এ কুমুমমালা হরেছে অসহ,
 এসন বামিনী কাটিল, বিব্রহ শয়নে !
 আজি যে রজনী যায় কিরাইব তায় কেমনে ?

আমি বুখা অভিসারে এ যমুনা পারে এসেছি !
 বহি' বুখা মনো-আশা এত ভালবাসা বেসেছি !
 শেষে নিশিশেষে বদন মলিন
 ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
 কিরিয়া চলোছ কোন্ সুখহীন ভবনে ?

হায়, যে রজনী যায় কিরাইব তায় কেমনে ?
 কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ আকাশে !
 বনে ছলেছিল কুল গন্ধ-খ্যাকুল বাতাসে !

তক মগ্নর, নদী কলতান
 কানে লেগেছিল স্বপ্ন সমান,
 দূর হতে আসি পশেছিল গান প্রবণে,
 আজি সে রজনী যায় কিরাইব তায় কেমনে ?

ওগো ভোলা ভাল তবে, কাঁদিয়া কি হবে মিছে আয় ?
 যদি বেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আয় ?

কুঞ্জদ্বারে অবোধের মত
রজনী-প্রভাতে বসে রব কত !
এবারের মত বসন্ত-গত জীবনে ।
হার বে রজনী যায় কিরাইব তার কেমনে !

সিঙ্কু কাফি । আড়াঠেকা ।

কেহ কারো মন বুঝে না কাছে এসে সরে যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায় !
বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেনরে ফুল ঝরে যায় ।
মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি ।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না
প্রভাতে রহিবে শুধু জনরের হার হার !

বেহাগ—আড়াথেরটা ।

হজনে দেখা হল—মধু বাসিনীয়ে ।—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে !
নিকুঞ্জে দখিনা বার, করিছে হার হার—
লতা গাভা হলে হলে ডাকিছে কিরে কিরে ।

হৃদয়ের আঁধি বারি গোপনে গেল ঝরে—
 হৃদয়ের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে ।
 আর তুহলনা দেখা জগতে দৌছে একা
 চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে ।

রামকেলি—একতাল ।

কেন ধরে রাখা ও যে বাবে চলে,
 মিলন বামিনী গত হলে !
 স্বপন শেষে নয়ন মেলো,
 নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো,
 কি হবে শুকানো ফুলদলে
 মিলন বামিনী গত হলে ।
 ক্রাগে শুকতারি ডাকিছে পাখী,
 উষা সঙ্করণ আঁধি !
 এস প্রাণপণ-হাসিমুখে,
 বল, “যাও সখা থাক স্নেহে !”
 ডেকোনা রেখোনা আঁধিজলে
 মিলন বামিনী গত হলে !

সিন্ধু—একতালা ।

তবে শেষ করে দাঁও শেষ গান তার পরে যাই চলে ।
 তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী আজ রজনী ভোর হলে !
 বাহু ভোরে বাধি কারে, স্বপ্ন কভু বাধা পড়ে ?
 বকে শুধু বাজে ব্যথা, আঁধার ভাসে জলে !

মিশ্র—একতালা ।

তবু মনে রেখো, যদি দূবে যাই চলে !
 যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যার নব প্রেম জ্বলে ।
 যদি থাকি কাছাকাছি,
 দেখিতে না পাও ছায়াব মতন আছি না আছি ।
 তবু মনে রেখো ।

যদি জল আসে আঁধি পাতে,
 এক দিন যদি খেলা খেমে যায় মধুরাতে,
 একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শব্দ প্রাতে ।
 তবু মনে রেখো !

যদি পড়িরা মনে,
 ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে,
 তবু মনে রেখো ।

শিশু—একতালা ।

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মধুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই ।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?

বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুল্লরে কোথায় !
এ নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা মেই চন্দ্রানন,
ওই কি নুপুর-ধ্বনি বন-পথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বাসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ-শশী পরাণ মজিল, সই ।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?

একবার রাখে রাখে ডাক বাঁশি মনোসাধ,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায় ।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা এ নিশি পোহার, হায় !
কবি যে হল আকুল, একি রে বিধির ভুল !
মধুরার কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই !
বাঁশরী বাজাতে গিরে বাঁশরী বাজিল কই ?

কিঁকিট—একতারা ।

ওগো	এত প্রেম আশা প্রাণের তিরাষা কেমনে আছে সে পারি ।
তবে	সেখা কি হাসে না চাঁদিনী বামিনী, সেখা কি বাজেমা বাশরী !
সখি	হেথা সমীরণ লুটে কুলবন সেখা কি পবন বহে না !
সে যে	তার কথা মোরে কহে অক্ষুণ্ণ মোর কথা তারে কহে না !
যদি	আমারে আজি সে ভুলিবে সজনি, আমারে ভুলালে কেন সে !
ওগো	এ চির জীবন করিব রোদিন এই ছিল তার মানসে !
যবে	কুসুম শরনে নরনে নরনে কেটে ছিল সুখ রাতিরে,
তবে	কে জানিত তার বিরহ আমার হবে জীবনের সাথীরে !
যদি	মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে তোরা একবার দেখে আর,

এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
 চরণের তলে রেখে আর !
 আর নিরে বা' রাখার বিরহের ভার
 কত আব ঢেকে রাখি বল !
 আব পারিস যদি ত আনিস হরিরে
 এক কোঁটা তার আঁখি জল !
 না না এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে
 তারে আব কেহ সেধ না ।
 আমি কথা নাহি কব, হৃদয় লয়ে রব,
 মনে মনে সব বেদনা !
 ওগো মিছে, মিছে সখি, মিছে এই প্রেম,
 মিছে পরাণের বাসনা !
 ওগো কত দিন হার যবে চলে যায়
 আর ফিরে আর আসেনা ।

কানেড়া—৪৭ ।

বিদায় করেছ যাবে নয়ন জলে,
 এখন কিরাবে তারে কিসেব ছলে !
 আজি মধু-সমীরণে, নিশীথে কুসুম-বনে

তাহারে পড়েছে মনে বহুল তলে !

এখন ফিরাবে তার কিসের ছলে !

সোঁদনো ত মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,

মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে ,

ছুটি সোঁহাগের বাণী যদি কত কানাকানি,

যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে !

এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে !

মধুরাতি পূর্ণিমা'ব ফিরে আসে বারবার,

সে জন বেয়ে না আব যে গেছে চ'লে !

ছিল তিথি অমুকুল, শুধু নিবেধের ভুল,

চিরদিন ভূষাকুল পরাণ জলে ।

এখন ফিরাবে তা'বে কিসের ছলে !

ভৈরবী—একতারা ।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন

আকুল নয়ন রে ।

কত নিতি নিতি বনে করিব বতনে

কুসুম চয়ন রে ।

কত শরত যামিনী হইবে বিকল,
 বসন্ত যাবে চলিয়া !
 কত উদ্যেবে তপন, আশার স্বপন
 প্রভাতে বাইবে ছলিয়া !
 এই বৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
 মরিব কাঁদিয়া রে ।
 সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
 সাধিয়া সাধিয়া রে !
 আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি
 কার দরশন বাচি রে !
 যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
 তাই আমি বসে আছি রে !
 তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
 নীলবাসে তম্বু ঢাকিয়া,
 তাই বিজন-আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
 একেলা রয়েছে জাগিয়া !
 ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
 তাই কেঁদে যায় প্রভাতে !
 ওগো তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে
 ফুটে ফুল কত শোভাতে !

ওই বাঁশি স্বর তার আসে বারবার
সেই শুধু কেন আসে না ।
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে
কৈদে মরে শুধু বাসনা !
মিছে পরশিয়া কার বায়ু বহে যার
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহ কুহ পিক কুহরিয়া ওঠে
ধামিনী যে ওঠে শিহরি !
ওগো যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর রবে কি !
এই আগরণে ক্ষীণ বদন নলিন
আমারে হেরিয়া কবে কি !
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাত টরণে ঝরিব,
ওগো আছে স্থশীতল যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব ।

মিশ্রভৈরবী ।

(আহা) জাগি পোহাল বিভাবরী ।
ক্লান্ত নয়ন তব স্নানরি !

স্নান প্রদীপ উমানিল-চঞ্চল,

পাণ্ডুব শশধর গত অন্তাচল,

মুহু অঁখিজল, চল সখি চল

অন্ধে নীলাঞ্চল সঘরি ।

শরত প্রভাত নিরাময় নির্মল,

শান্ত সমীরে কোমল গগ্নিমল,

নিজ্জ্বল বনতল শিশিষ সুশীতল

পুলকাকুল তরুবল্লরী !

বিরহ শয়নে ফেলি মলিন মালিকা,

এস নব ভুবনে এসগো বালিকা,

গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা

অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী !

৬ বেহাগ । একতালা ।

তধু যাওয়া আসা, তধু স্নোতে ভাসা,

তধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা ।

তধু দেখা পাওয়া তধু ছুঁয়ে যাওয়া,

তধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,

তধু নব ছরাখার আগে চল যায়

পিছে ফেল যাব মিছে আশা ।

অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
 প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙা ফল,
 ভাঙা তবী ধবে ভাসে পাষাণবাসে,
 ভাব কোঁড়ে মরে ভাঙা ভাষা ।
 হৃদয়ে হৃদয়ে আঁধ পরিচয়
 আঁধখানি কথা সাজ নাহি হয় ,
 লাজে ভয়ে ভ্রাসে আঁধ বিশ্বাসে
 শুধু আঁধখানি ভালবাসা ।

কেদাৰা । কাণ্ড্যালি ।

সখি, আমারি হৃদয়ে কেন আসিল,
 নিশি ভোরে যোগী ভিখারী,
 কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল ।
 আমি আসি যাই বতবাব, চোখে পড়ে মুখ তার,
 তারে ডাকিব কি কিরাইব তাই ভাবিলো ।
 প্রাৰ্ণে আঁধার দিশি শরতে বিমল নিশি,
 বসন্তে দখিন বায়ু বিকশিত উপবন ।
 কত ভানে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি
 মন নাহি লাগে কাজে আঁধি জলে ভাসিল !

৭১ মিশ্র । কাওয়ালি ।

কত বাব ভেবেছিহু আপনা ভুলিয়া,
 তোমাব চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া !
 চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
 গোপনে তোমাবে সখা কত ভালবাসি !
 ভেবেছিহু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা
 কেমন তোমায়ে কব প্রণয়ের কথা ?
 ভেবেছিহু মনে মনে দবে দূরে থাকি
 চিবজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী ;
 কেহ জানিবে না মোব গভীর প্রণয়
 কেহ দেখিবেনা মোব অশ্রুবাচিয় ।
 আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি
 কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি ?

দেখ মল্লাব । রূপক ।

এমন দিনে তারে বলা যায়,
 এমন ঘনধোর ববিয়ায় !
 এমন মেঘস্ববে বাদল ঝরঝরে
 তপনহীন ঘন তমসায় !

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
 নিভৃত নির্জন চারিধার ।
 হৃদনে মুখোমুখী গভীর হৃথে হৃথী ;
 আকাশে জল হবে অনিবার ।
 জগতে কেহ যেন নাহি আর ।

সমাজ সংসার মিছে সব,
 মিছে এ জীবনের কলবর !
 কেবল আঁখি দিয়ে 'আঁখির সূখা পিয়ে'
 হৃদয় দিয়ে হৃদি অহুভব,
 আঁধারে মিশে' গেছে আর সব !

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
 চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে ।
 সে কথা আঁখিনারে মিশিয়া যাবে ধীরে
 এ ভরা বাদলের মাঝখানে ।
 সে কথা মিশে যাবে ছুটি প্রাণে ।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কা'র,
 নামাতে পারি যদি মনোভার ?
 প্রাণ বরিষণে একদা গৃহকোণে

তু' কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ?

আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস !
আসিবে কত লোক কত দুখ শোক,
সে কথা কোনখানে পাবে নাশ !
জগৎ চলে যাবে বারো মাস ।

বাকুল বেগে আজি বহে বার,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায় ।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায় ।

ইমন কল্যাণ । ঝাঁপতাল ।

বাহা পাও তাই লও, হাসি মুখে কিরে যাও,
কারে চাও কেন চাও, আশা কে পূরিতে পারে ।
সবে চার কেবা পায়, সংসার চলে যায়
যেবা হাসে যেবা কাঁদে যেবা পড়ে থাকে দ্বারে ॥

বেহাগ ।

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
 বাতসে,—
 তাই আকাশকুহুম করিছ চরন
 হতাশে ।
 ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
 কুল নাহি পায় আশার উরণী,
 মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
 আকাশে ।
 কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-
 বাঁধনে ।
 কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ স্বপ্ন-
 সাধনে ।
 আপনার মনে বসিয়া একেলা
 অনল পিখায় কি করিছ খেলা,
 দিন-শেষে দেখি ছাই হল সব
 হতাশে ।
 আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
 বাতসে !

বাহার । কাওয়ালি ।

হায় রে সেইত বসন্ত কিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত হুরায় !
 সব মরুম্বর, মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে কিরে চলে যায় !
 কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, রয়ে গেল, আশালতা শুকাল,
 পাবীগুলি দিকে দিকে চলে যায় ।
 শুকান পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত কার,
 প্রাণ করে হায় হায় !

কুরাইল সকলি !

প্রভাতের মুহূর্ত হাসি, ফুণেব কপরাশি, ফিরিবে কি আর ?
 কিবা জোছনা ফুটিতে বে । কিবা বামিনী !
 সকলি হারাল, সকলি গেলরে চলিরা, প্রাণ করে হায় হায় !

৭ পূরবী । কাওয়ালি ।

বে ফুল ঝরে সেইত ঝরে ফুল ত থাকে ফুটিতে,
 ঝাভাস তারে উড়িয়ে নে যায় মাটি মেশায় মাটিতে ।
 প্রফ দিলে হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা !
 ভালবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা !

খান্সাজ ।

আমরা লক্ষীছাড়ার দল ।

ভবের পদ্মপঞ্জে জল সদা কর্চি টলমল ।

মোদের আসা যাওয়া শূন্য হাওয়া নাইকো কলাকল !

নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরণ ধারণ,

নাহি মানি শাসন বারণ গো,—

আমরা, আপন রোথে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল !

লক্ষী, তোমার বাহনগুলি ধনে পুজ্জে উঠুন্ কুলি

লুঠুন্ তোমার চরণধূলি গো !

আমরা বন্ধে লয়ে কাঁধা কুলি ফিরিব ধরাডল !

তোমার বন্ধরেতে বাঁধাঘাটে বোঝাই করা সোনার পাটে

অনেক রত্ন অনেক হাটে গো !

আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল !

আমরা এবার খুঁজে দেখি, অকূলেতে কুল মেলে কি,

দীপ আছে কি ভবসাগরে ?

বহি স্মৃথ না জোটে দেখিব ডুবে কোথায় রসাতল !

আমরা জুটে সারাধেলা করব হতভাগার মেলা,

গাব গান থেল্বে থেলা গো !

কণ্ঠে বহি গান না আসে করব কোলাহল !

ভূপালী ।

(ওগো) ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিটল আমার আশ ।

এবার তবে আজ্ঞা কর বিদায় হবে হাস !

জীবনের এই বাসর রাত পোহার বুঝি, নেবে বাতি,
 বধূ দেখা নাইক, শুধু প্রচুর পরিহাস !
 এখন থেমে গেল বাশি শুকিয়ে এল পুষ্প রাশি,
 উঠল তোমার অটহাসি কাঁপিয়ে আকাশ !
 ছিলেন বাঁরা আমার ঘিরে গেছেন যে যার ঘরে ফিরে,
 আছ বুঝা ঠাকুরাণী মুখে টানি বাস ।

বিভাস । একতারা ।

বহু ।

কিসের তরে অশ্রু ঝবে,
 কিসের লাগি দার্ষন্যাস ।
 হস্তমুখে অদৃষ্টেব
 করব মোরা পরিহাস ।
 বিক্র যারা সর্বহারা
 সর্বজরী বিখে তাবা,
 গর্বমরী ভাগ্যদেবীর
 নরকো তাবা ক্রীতদাস ।
 হস্তমুখে অদৃষ্টেব
 করব মোরা পরিহাস ।

আমরা হুথের ক্ষীভবকের
 ছায়ার তলে নাহি চরি !
 আমরা হুথের বক্রমুখের
 চক্র দেখে ভয় না করি !
 তথ্য ঢাকে যথাসাধা
 বাজিয়ে যাব অস্বাভা,
 ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে
 ভিন্ন করব নীলাকাশ ।
 হস্তমুখে অদৃষ্টেরে
 করব মোরা পরিহাস ।

হে অগ্নী, কক্ষকেলী,
 তুমি দেবী অচঞ্চল !
 তোমার বীৰ্য্য সৰল অতি
 নাহি জ্ঞান ছলকলা !
 জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা
 নাইক তাহে প্রতারণা,
 টানো যখন মরণ ফাঁসি
 বল নাক মিষ্টভাষ !

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পবিহাস ।

ধরার যারা সেরা সেরা
মানুষ তারা তোমার ঘরে ।
তাদের কতিন শয্যাখানি
তাহ পতেছ মোদের তবে ।
আমরা এবপুত্র তব,
গাহাই দিবে তাহাই লব,
তোমায় দিব ধৃত্বধনি -
মাথায় বহি সন্মান্য !

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস !

ষোববাজ্রো বসিয়ে দে মা
লক্ষীছাড়ার সি হাসনে ।
ভাঙা কুণ্ডল কককু পাখা
তোমার বত ভ্রাত্যগণে !
দয়ভালে প্রলয় শিখা
দিক্ মা এঁকে তোমার টীকা,

পরাও সজ্জা লজ্জাহারা
 জীর্ণ কস্মা, ছিন্নবাস !
 হাত্মমুখে অদৃষ্টেরে
 করব মোরা পরিহাস !

লুকোক্ তোমার ডক্কা শুনে
 কপট সখার শূত্র হাসি !
 পালাক্ ছুটে পুচ্ছ তুলে
 গিণ্যে চাটু মক্কা কাশী !
 আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা
 জীর্ণ ছন্নোর নিত্য খোলা,
 থাকবে তুমি থাকবে আমি
 সমান ভাবে বারো মাস !
 হাত্মমুখে অদৃষ্টেরে
 করব মোরা পরিহাস !

শঙ্ক। তবাস লজ্জা। সবম,
 চুকিরে দিলেম স্ততি-নিব্দে।
 ধূলো সে তোমার পায়ের ধূলো,
 তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে !

আশারে কই, “ঠাকুরাণী,
তোমার খেলা অনেক জানি,
বাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি
ভাবেও ফাঁকি দিতে চাস !”

হাস্তমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোবা পরিহাস !

মৃত্যু বেদিন বল্বে “জাগো,
প্রভাত হল তোমাব বাতি”--

নিবিয়ে যাব অক্ষর ঘরেব

চক্ৰ গৃহ্য ছুটো বাতি ।

আমরা ধোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি
চিরদিনেব প্রতিবেশী,

বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোব

জড়িয়ে দেবে বাহুপাণ,—

বিদার কালে অদৃষ্টেবে

করে যাব পরিহাস ।

বাউলের সুর ।

ক্যাপা তুই, আছিল আপন খেলায় ধরে ।

বে আসে তোমার পাশে সবাই হাসে দেখে’ তোরে ।

জগতে যে বার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
 তারা পায়না বুঝে তুই কি খুঁজে কেপে বেড়াস্ জনম ভোরে।
 তোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে,
 তোরে চিন্তে যে চাই সময় না পাই নানান্ কাজে।
 ওরে তুই কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে,
 এ রে বিষম আলা ঝালাফালা, দিবি সবার পাগল করে।
 তবে তুই, কি এনেছিস্ 'ক টেনেছিস্ ভাবের জালে,
 তার কি মূল্য আছে কাবো কাছে কোনো কালে।
 আমবা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি ভোমার,
 তুমি কি সৃষ্টিছাড়া নাইক সাড়া রয়েছে কোন্ নেশার ঘোরে।
 এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে,
 কসে তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে,
 ওরে তাই ভাষের সাথে ভবের মিলন হবে কবে।
 মিছে তুই তারি লাগি আছিস জাগি না ভানি কোন্ আশার
 ঘোরে।

টোরিভৈরবী। একতারা।

তরী আমার চঠাৎ ডুবে যায়।
 কোন্ থানেবে কোন্ পাষাণের ঘায়।
 নবীন তরী নতুন চলে দিইনি পাড়ি অগাধ জলে
 বাহি ভারে খেলার ছলে কিনার কিনারায়।

ভেসেছিল শ্রোতব ভবে একা ছিলেম কর্ণ ধবে'
 লেগেছিল পালেব পবে মধুর মৃদুবার !
 অধে ছিলেম আপন মনে মেঘ ছিলনা গগন কোণে,
 লাগবে তবী কুসুমবনে ছিলেম সেই আশায় ।

ললিত । আড়াঠেকা ।

তোবা বসে গোপিস্ মালা, তাবা গলায় পবে !
 কখন যে শুকায়ে যার, ফেলে দেষবে অনাদবে ।
 তোবা সুধা কবিস্ দান, তাবা শুধু করে পান,
 সুধায় অকটি হলে ফিাবও ত নাহি চার
 হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙে দিবে চলে যার ।
 তোবা কেবল হাসি দিবি তাবা কেবল বসে আছে,
 চোখেব জল দেখিলে তাবা আব ত রবে না কাছে ।
 প্রাণেব ব্যথা প্রাণে বেখে প্রাণেব আশুন প্রাণে ঢেকে
 পবাণ ভেঙে মধু দিবি অপ্রজ্ঞাকা হাসি হেসে,
 বুক কেটে কথা না বলে, শুকায়ে পড়িবি শেষে ।

মিশ্র—একতাল। ।

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
 কুলুকুলকল নদীর শ্রোতব মত ।

আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
 মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত ।
 আপনা আপনি কানাকানি কর স্থখে,
 কোতুকছুটা উছলিছে চোখে মুখে,
 কনক চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
 কনক নুপুর বিনিকি বিনিকি বাজে ।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
 বাহ্যে বাহ্যে জড়িত ললিত লতা,
 ঈজিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
 নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা !
 আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
 মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল ।
 গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
 কি কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা !

চকিত পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
 ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
 নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, স্বরা
 নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও !

যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে বলকি চলকি উঠে !

আমরা মূৰ্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি !
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনাব মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁধি মেলি ।
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও ।
এমন আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে
হেসে চলে' বাণ্ড আশার অতীত হ'য়ে ।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মত
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি ।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি ।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,

গগনের গায়ে আঙুলেব রেখা অঁকি
চকিত চরণে চলে' যাও দ্বিগুণ ফাঁকি ।

অযতন বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধব দেহনি ভাষার ভার'
মোহন মধুব মন্ত্র জানিনে মোবা
আপনা প্রকাশ কবিব কেমন করে' ?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি !
কোন সুলগনে হব না কি কাছাকাছি !
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা ঠাড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে ।

কীৰ্ত্তনের সুর । রূপক ।
খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে ।
একদা কি করিয়া মিলন হল দৌহে,
কি ছিল বিধাতার মনে !
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই
বনোত যাই দৌহে মিলে ।

গাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী আর
 গাঁচার থাকি নির্বিবলে ।
 বনের পাখী বলে—না।
 আমি শিকলে ধবা নাহি দিব ।
 গাঁচাব পাখী বলে—হায়
 আমি কেমনে বনে বাহিরিব !

বনেব পার্থী গাহে বাহিরে বসি বসি
 বনেব গান ছিল যত ।
 গাঁচার পার্থী পড়ে শিখানো বুলি তার ।
 দোহার ভাষা ছুই মত্ত ।
 বনের পাখী বলে, গাঁচার পাখী ভাই
 বনের গান গাও দিখি
 গাঁচাব পাখী বলে বনেব পাখী ভাই
 গাঁচার গান লহ শিখি ।
 বনেব পাখী বলে—না,
 আমি শিখানো গান নাহি চাহি,
 গাঁচার পাখী বলে—হায়
 আমি কেমনে বন-গান গাই !

বনেব পাখী বলে আকাশ ঘননীল
 কোথাও বাধা নাহি তাব ।
 গাচাব পাখী বলে গাচাটি পবিপাটী
 কেমন ঢাকা চারিধাব ।
 বনেব পাখী বলে—আপনা ছাড়ি দাও
 মেঘেব মাঝে একে বাবে ।
 গাচাব পাখী বলে নিবালা স্নেহকোণে
 বাঁধিয়া বাধ আপনাৰে ।
 বনেব পাখী বলে না,
 সেখা কোথাও উড়িবাবে পাট ।
 গাচাব পাখী বলে—হায়
 মেঘে কোথায় বসিবাব ঠাই ।

এমনি দুই পাখী দোহাবে ভালবাসে
 তবুও কাছে নাহি পাব ।
 গাচাব ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
 নীৰবে চোখে চোখে চাব ।
 হুজনে কেহ কাবে বুঝিতে নাহি পাবে
 বুঝাতে নাবে আপনাব ।

ছুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখী
 কাতবে কহে কাছে আর !
 বনেব পাখী বলে—না,
 কবে খাঁচার রুধি দিবে ঘর ।
 খাঁচাব পাখী বলে—হার
 মোব শক্তি নাহি উড়িবার ।

ভেরবী— কাওয়ালী ।

কেন নব্বন আপনি ভেসে যায় (জলে) ।
 কেন মন কেন এমন করে ।
 যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে,
 মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে ।
 চারিদিকে সব মধুর নীরব
 কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে,
 কেন মন কেন এমন কেন রে ।
 যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
 যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
 বাজে তারি অহন্তন প্রাণের পরে ।
 যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে
 মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে ।

মিশ্র—কাওয়ালি ।

ওগো তোরা কে যাবি পারে ।

আমি তবী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে ।

ওপাবেতে উপবনে কত খেলা কতজনে,

এপাবেতে ধুধু মরু বারি বিনা রে ।

এইবেলা বেলা আছে আর কে ঝাঝি !

মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি ।

হৃদ্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে ধেমে,

খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা আঁধাবে ।

বাগেত্রী -আড়খেম্‌টা ।

অনন্ত সাগর মাঝে দাঁও তবী ভাসাইয়া,

গেছে হৃথ, গেছে স্মৃথ, গেছে আশা ফুরাইয়া ।

সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী

সম্মুখে শয়ান সিঁধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া ।

জলধি বয়েছে হিব, ধুধু করে সিঁকুতীর,

প্রশান্ত অনীল নীর নীল শূন্তে মিশাইয়া ।

নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মস্ত্রে যেন সব স্তব্দ

বজ্রনী আসিছে ঘিরে, দুই বাহু পসারিয়া ।

বিভাস ।

এবাব চলিছে তবে ।
 সমগ্র হয়েছে নিকট, এখন
 বাধন ছিঁড়িতে হবে ।
 উচ্ছল জল করে ছলছল,
 জাগিয়া উঠেছে কল-কোলাহল.
 তবণী-পতাকা চল চঞ্চল
 কাঁপিতে অধীর রবে ।
 সমগ্র হয়েছে নিকট, এখন
 বাধন ছিঁড়িতে হবে !

আমি নিদ্রাব কঠিন কঠোর
 নিশ্চয় আমি আজি !
 আল নাই দেবি, তৈবব ভেঁরী
 বাহিরে উঠেছে বাজি ।
 তুমি ঘুমাছ নিশাণ নবনে,
 কাঁপিয়া উঠিছ বিরহ-স্বপনে,
 প্রভাতে জাগিয়া শুল্ল শয়নে
 কাঁদয়া চাহিয়া বধে ।

সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।

অকণ তোমাব তকণ অবব,
ককণ তোমাব আঁখি,
অমির-রচন সোহাগ বচন
অনেক রয়েছে বাকি ।
পাখা উড়ে যাবে সাগরের পাব,
সুধময় নাড পড়ে যাব তাব,
মহাকাশ হাত ওই বাধেবাব
আম্রাবে ডাকিছে সবে ।

সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।

বৈশ্বজগৎ আনাবে মাগিলে
কে মোব আয়ুপব ।
আম্রাব বিধাতা আম্রাতে জাগিলে
কাথায় আম্রাব ধব ।
কিসেবি বা সুখ, কদিনেব প্রাণ ॥
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান ।

অমর মরণ রক্তচরণ

নাচিছে সগোরবে ।

সময় হয়েছে নিকট, এখন

বাঁধন ছিঁড়িতে হবে ।

মিশ্রমোল্লার ।

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা ।

হার পথবাসী ! হার গতিহীন ! হার গৃহহারা !

ফিরে বায়ু হাহাঙ্করে, ডাকে সারে

জনহীন অসীম প্রান্তরে !

রজনী আঁধারা !

অধীরা বসুনা তরঙ্গ-আকুল অকুলারে, তিমির-হুকুলারে ।

নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,

চঞ্চল চপলা চমকে, নাহি শশিতারা !

গোড় মল্লার । চৌতাল ।

গহন ঘন ছাইল পগন ঘনাইয়া,

স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,

সব চরাচর আকুল—কি হবে কে জানে,

ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভরষিভলা !

চমকে চমকে সহসা দিক উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী,
ধর ধর চরাচর পলকে ঝলকিয়া,
যোর ত্রিবিবে ছার গগন-মেদিনী ;
শুক শুক নীবদ গরজনে শুক আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড় কড় বাজ ।

শঙ্করাভরণ মিশ্রতাল ।

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে ।
ভ্রলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা,
নব বসন্তে, নব আনন্দ, উৎসব নব ।
অতি মজুল, শুনি মজুল শুভ্রন কুঞ্জে,
পিক-কুজন পুষ্পবনে বিজনে,
মুচ বায়ু হিলোল-বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে,
কলগীত জ্বললিত বাজে ।

ভ্রামল কাকার গরে অনিল সফারে ধীরে রে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর সরসর,

কত দিকে কত বাণী, নবনব কত ভাষা,

ঝর ঝর রসধারা !

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব ।

অকি গম্ভীর, নীল অথরে ডগর বাজে,

যেনরে প্রলয়করী শব্দবী নাচে !

করে গচ্ছন নির্ঝরনী সঘনে,

হের ক্ষুদ্র ভয়াল বিশাল ! নরাল পিয়াল তমাল বিতানে

ডঠে রব ঠেগুব তানে !

পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে ,

উন্মাদিনী সৌদামিনী রক্তভরে নৃত্য করে অধরতলে !

দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,

ঝর ঝর রস ধারা !

আখিনে নব আনন্দ, উৎসব নব ।

অতি নিম্নল, অতি নির্মল উজ্জল সাজে,

কুবনে নব শারদলক্ষী বিরাজে ।

নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে ;

অতি নির্মল হাস-বিতাস-বিকাশ আকাশ নীলাবর মাঝে

বেত ভুজে বেত বীণা বাজে ।

উঠিছে আলাপ মুহু মধুর বেহাগ তানে,

চক্ৰকরে উন্নসিত কুলবনে ঝিল্লরবে তন্ত্রা আনে রে.

দিকে দিকে কত বাণী নব নব কত ভাষা,
কর কর রস ধারা ।

কীর্তনের সুর ।

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে !
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা'রে ।
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিড়িয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসী দিবাশিখা দেখে মন কেমন করে ।
আমার এই বাঁধা টুটে নিষে যা' লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোকা ঘরের ঘারে !
যেমন ঐ এক নিমেষ বজ্র এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে ।
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা
কে আছে নাম ধ'রে ঘোর ডাক্তে পারে !
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় তেসে চিন্তে পারি দেখে তারে ।
পুরবী ।

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে ।
শূন্য ঘাটে একা আমি পার করে লও খেলার মেয়ে ।
ভেঙে এলোম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলোম কারা হাসি,

সন্ধ্যাবারে শ্রান্তকারে ঘুমে নরন আসে ছেয়ে ।

ও পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জলিলরে,

আরতির শব্দ বাজে সুদূর মন্দির পরে !

এস এস শ্রান্তিহরা এস শান্তি স্থপিতরা,

এস এস তুমি এস এস তোমার তরী বেয়ে !

কীর্তন ।

এস এস ফিরে এস, বঁধু ফিরে এস ।

আমার ক্ষুধিত তৃষিত তৃপিত চিত, নাথ হে ফিরে এস !

ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস, আমার করুণ-কোমল এস ।

আমার সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত স্তন্যব ফিরে এস !

আমার নিতিসুখ ফিরে এস, আমার চিরহুখ ফিরে এস,

আমার সব সুখদুঃখমহনধন অন্তরে ফিরে এস ।

আমার চিরবাহিত এস, আমার চিন্তাসঞ্চিত এস,

ওহে চকল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস !

আমার বন্ধে ফিরিয়া এস, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,

আমার শরনে বগনে বসনে ভূষণে নিখিল ভূবনে এস !

আমার মুখের হাসিতে এস, আমার চোখের সলিলে এস !

আমার আদরে আমার হলনে, আমার অভিযানে ফিরে এস !

আমার সকল স্বরূপে এস, আমার সকল ভরমে এস,
আমার ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এস ।

ইমন কল্যাণ ।

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্ত গগন-বিহারী !
আমি আপন মনের মাধুরী নিশায়ে
তোমায়ে করেছি রচনা ;—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন-বিহারী !

মম কদর-রক্ত-রঞ্জনে, তব
চরণ দিরেছি রাতিয়া,
অরি সন্ধ্যা-বপন-বিহারী !
তব অধর ঐকেছি সুধা বিধে মিশে
মম হৃৎ হৃৎ তাতিয়া ;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী !

নয় ষোহের স্বপ্ন-অঙ্কন তব
 নয়নে দিবেছি পরারে
আমি মুখ নয়ন বিহারী
নয় সজ্জাত তব অঙ্গে অঙ্গে
 দিবেছি জড়িয়ে জড়িয়ে ।
ভূমি আমারি যে ভূমি আমারি,
নয় জীবন-স্বরণ-বিহারী ।

শৈৱবী—একতাল। ।

গঙ্গো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছে,
 আরো কি তোমার চাই ?
 গঙ্গো ভিখারী, আমার ভিখারী চলেছ
 কি কাতর পান গাই ? !
 প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
 তুবিব তোমায়ে সাথ ছিল মনে
 ভিখারী, আমার ভিখারী !
 হার পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
 আর ত কিছুই নাই !
 গঙ্গো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছে
 আরো কি তোমার চাই !

- আমি আমাব বুকের আঁচল বেরিয়া।
 তোমারে পবান্ন বাস ;
- আমি আমাব ভুবন শূন্য করেছি
 তোমার পূব'তে আশ ।
 মম প্রাণ মন ধৌতন নব
 করপটন্তলে প'ড আছে তব,
 ভিখাবী আমাব ভিখাবী !
- জান আবেবা যদি চাও, মোরে কিছু দাও.
 ফিবে আমি দিব তাই ।
- ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
 আবেবা কি তোমার চাই ।

মিশ্র সুরট ।

সে আসে ধীরে, বাস লাজে কিরে !
 বিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীবে ।
 রিনিঝিনি ঝিল্লীবে !
 বিকচ নীপ কুঞ্জে নিবিড় তিমির গুঞ্জে,
 কুন্তল কুল-গন্ধ আগে অন্তর মন্দিরে ।
 উদ্গাদ সমীবে ।
 শঙ্কিত চিত কল্পিত অতি অঞ্চল উড়ে চকল !

পুশিত তৃণবীধি ঝঙ্কত বনগতি,
কোমল-পদপদ্মবতল-চুঁষিত ধরণীয়ে !
নিকুঞ্জ কুটারে !

পরজ্ঞ ।

কে উঠে থাকি
মম বকেনীড়ে থাকি ।—
করুণ মধুর অধীর তানে বিরহ বিধুর পাখী !
নিবিড় ছায়া গহন মায়।
পল্লবধন নির্জন বন,
শান্তিপবনে কল্পভবনে
কে আগে একাকী !
যামিনী বিভোরা নিদ্রাঘনঘোরা,
ঘন তমালশাখা, নিদ্রাঘন মাখা।
স্তিমিত তারা চেতনহারা,
পাণ্ডুগগন তন্দ্ৰামগন,
চন্দ্র শান্ত দিকব্রাহ্ম
নিদ্রালাস আঁখি !

খান্ধাজ ।

ওহে সুল্লস, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাত্তি ।

রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি ।

তুমি এস হৃদে এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কব ববিষণ করুণ চাস্ত ভাতি ।

তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে কলডালা,
আমি সকল কুজ কানন ফিরি এনেছি হুঁধি জাতি ।

তব পদতল লীনা, বাজাব স্বর্ণ-বীণ,
বরণ কবিয়া লব তোমায়ে মম মানস-সাধী ।

ডৈরবী

তুমি যেহান্না এখনি ।

এখনো আছে বতনী ।

পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টকতরু গহন, আঁধার ধরণী ।
বড় সাধে আলিহু দীপ, গাঁথিহু মালা,
চিরদিনে বঁধু পাট্টিহু হে তব দরশন ।
আজি বাব অকূলের পারে,
ভাসাব প্রেম পাৰাবাবে জীবন ভবনী ।

মিশ্র বারোয়া ।

আকুল কেশে আগে, চায় স্নান নয়নে,
 কেগো চির বিরহিনী !
 নিশিভোরে আঁখি জড়িত ঘুমঘোর,
 বিজন ভবনে, কুসুম-স্মরতি মুহু পবনে
 সুখ শয়নে, গম প্রভাত স্বপনে,
 শিহরি চমকি জাগি তারি লাগি !
 চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে যার
 ব্যাকুল বাসনা কুসুমকাননে ।

কিঁকিট ।

আমি চিনি গো চিনি তোমায়ে ওগো বিদেশিনী ।
 তুমি থাক সিঁছু পারে ওগো বিদেশিনী ।
 তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাঝরাতে,
 তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে ওগো বিদেশিনী ।
 আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমার গান
 আমি তোমায়ে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী ।
 ভুবন জমিয়া শেবে, আমি এসেছি নূতন দেশে,
 আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী ।

ঝাঁঝিট খান্ধাজ ।

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
 আমার নিভৃত নব জীবন পরে ।
 ঐভাত কমল সম কুটিল হৃদয় মম,
 কার ছুটি নিরুপম চরণ তরে !
 জেপে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
 পলকে পলকে হিন্না পলকে পূরি ।
 কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ,
 পরাণের আবরণ মোচন করে ।
 বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ।
 লাগে বুকে হুখে হুখে কত যে ব্যথা,
 কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা !
 আমার বাসনা আজি জ্বলুবে উঠে বাজি,
 রূপে নদী বনরাজ বেলনা ভরে !
 বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ।

কানেড়া ।

বড় বিষন্ন লাগে হেরি তোমারে ।
 কোথা হতে এলে তুমি হৃদি মাঝারে ।
 ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালবাসি

কেনগো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে ।
 তোমায়ে হেরিয়া ধেন জাগে স্বরণে
 তুমি চির-পুরাতন চির জীবনে ।
 তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজেনা বাঁশি,
 যত আলো যত হাসি ডুবে অঁাধারে ।

ইমনকল্যাণ ।

সুন্দর সদিরঙ্গন তুমি, মল্লন ফুলহার !
 তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার !
 নীল অধর চুষন-নত চরণে ধরণী মুগ্ধ নিরত,
 অঞ্চল ঘেরি সঙ্কীত বত শুভরে শতবার ।
 বলকিছে কত ইন্দুকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ !
 চরণ ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ !
 তিঁড়ি মর্মের শত বন্ধন তোমাগানে ধার বত ক্রন্দন,
 লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন ঔগহার !

মিশ্র রামকেলি ।

কথা জারে ছিল বলিতে !
 চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে ।
 বসে বসে দিবারাতি বিভনে সে কথা পাঁখি,
 কত বে পুরবী রাগে কত ললিতে !

সে কথা ফুটিয়া উঠে কুসুম বনে ।
 সে কথা বাপিরা বায় নীল গগনে ।
 সে কথা লইয়া খেলি ক্ষময়ে বাহিরে মেলি,
 মনে মনে গাহি, কার মন ছলিতে ।
 কথা তারে ছিল বলিতে ।

খান্সাজ একতাল্লা ।

আমারে কর তোমার বীণা, লহগো লহ তুলে !
 উঠিবে বাজি তজ্জীরাজি মোহন অঙ্গুলে !
 কোমল তব কমল করে পরশ কর পরাণ পবে,
 উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ নূলে !
 কখনো স্মখে কখনো হুখে কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে
 চরণে পড়ি রবে নীরবে রহিবে যবে ভূলে !
 কেহ না জানে কি নব তানে উঠিবে গাঁত শূভ পানে
 আনন্দের বারতা বাবে অনন্তের কূলে !

কেদারা ।

কে দিল আবার আশাত আমার
 হুয়ারে !
 এ নিশীথ কালে কে আসি দাঁড়ালে
 খুঁজিতে আসিলে কাহারে ।

বহুকাল হল বসন্ত দিন
 এসেছিল এক অতিথি নবীন,
 আকুল জীবন করিল মগন
 আকুল পুণক-পাণ্ডারে !
 আজি এ বরষা নিবিড় তিমির,
 ঝব ঝর জল, জীর্ণ কুটার,
 বাদলের বায়ে ঐদাঁপ নিবানে
 ভেগে বসে আছি একা রে !
 অতিথি অজানা, তব গীতগুর
 লাগিতেছে কানে ভাষণ মধুব,
 ভাবিতেছি মনে যাব তব সনে
 অচেনা অসৌম আধাবে !

ভৈরোঁ ।

এস গো নূতন জীবন !
 এস গো কঠোর নিষ্ঠুর নীষব
 এস গো ভীষণ শোভন !
 এস অগ্নির বিরস তিলক,
 এস গো অক্ষয়লিঙ্গসিক্ত,

এস গো হৃৎগবিহীন, রিত,
 এস গো চিত্তপাবন !
 থাক বীণা বেণু, মালতী মালিকা,
 পূর্ণিমা নিশি, মায়া-কুহলিকা,
 এস গো প্রথর হোমানল শিখা,
 জদয়-খোঁগিত-প্রাশন !
 আশা অকুর করহ বিলয়,
 এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
 এস গো মরণ সাধন ।

কালান্ডা ।

পুষ্প বনে পুষ্প নাচি, আছে অন্তরে !
 পরাণে বসন্ত এল কাব মন্তরে ।
 মঞ্জরিল শুক শাখী, কুহরিল মৌন পাখী,
 বাহিল আনন্দধারা মরু প্রান্তরে !
 ছেঁধে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,
 মনঃকুঞ্জে মধুকর তবু স্তম্ভরে !
 হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
 চিরবন্দী ভলাবাসা প্রাণ শিকারে !

মুলতান ।

উঠরে মলিন মুখ, চল এইবার !
 এসরে ত্বিতি বুক বাথ হাহাকার !
 হের ওই গেল বেলা, ভাঙিল ভাঙিল মেলা,
 দেল সব ছাড়ি খেলা ষরে যে বাহার !
 হে ভিখারী কারে তুমি শুনাইছ সুর !
 রজনী ঝাঁঝ হল পথ অতি দূর ।
 স্মৃতিত ত্বিতি প্রাণে আর কাজ নাহি গানে,
 এখনু বেসুর তানে বাজিছে সেতাব !
 উঠরে মলিন মুখ, চল এইবার ।

, খান্সাজ ।

চিত্ত পিপাসিতরে, গীত সুধাব তরে ।
 তাপিত শুকলতা বর্ষণ যাচে বধা,
 কান্তর অন্তর মোর লুপ্তিত ধূলি পরে
 গীত সুধাব তরে ।

আজি বসন্ত নিশা, আজি অনন্ত তৃষা,
 আজি জাগ্রত প্রাণ ত্বিতি চকোর সমান
 গীত সুধাব তরে ।

চক্রে অতক্স নতে জাগিছে হৃৎকবে,

অন্তর বাহির আভি বঁধে উদাস হয়ে
গীত সুধাধ তবে ।

ভূপালি ।

মধুব মধুব ফনি বাজে

জদয়-কমল-বনমাঝে ।

নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি, অমৃতমুত্তিমতী বীণা,
হিরণ্য কিরণ ছবিখানি পরাণের কোথা সে বিরাজে ।
মধুগন্ধ জাগে দিবানিশি, শিককুহরিত দিশি দিশি,
মানস মধুপ পদতলে মূবছি পড়িও পবিত্রলে ।
এস দেবী এস এ আলোকে, একবাব হেরি তোরে চোখে ।
গোপনে থেকোনা মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজে ।

বাহার ।

একি আকুলতা ভুবনে ! একি চঞ্চলতা পবনে !
একি মধুর মদির বস রাশি আজি শূন্য তলে চলে তাসি,
ঝরে চন্দ্র কবে একি হাসি, ফুল গন্ধ লুটে গগনে ।
একি প্রাণভরা অমুবাণে আজি বিশ্ব জগত জন জানে,
আজি নিখিল নীল গগনে সুখ-পরশ কোথা হতে লাগে !

হৃথে শিহরে সকল বনরাজি উঠে মোহন বাশরি বাজি,
হের, পূর্ণবিকাশিত আজি মম অন্তর স্তম্ভর স্বপনে !

বেহাগ ।

তুমি রবে নীববে হৃদয়ে মম !
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনীসম ।
মম জীবন ঘোবন, মম অখিল ভুবন
তুমি ভবিবে গৌরবে নিশীথিনী সম !
জাগিবে একাকিনী তব করুণ আঁখি
তব অঞ্চল ছায়া মোরে বহিবে ঢাকি ।
মম হৃৎ বেদন মম সফল স্বপন
তুমি ভরিব সৌভভে নিশীথিনী সম ।

সিঙ্কুকাণাড়া ।

কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন, মনোমোহন,
তাহা কি জান হে তুমি জান ।
চাহিলে দুখপানে কি গাহিলে নীরবে
কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জান হে তুমি জান ।
আমি শুনি দিবারজনী তারি ধনি তারি প্রতিধ্বনি !

তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন
তাহা তুমি জান হে তুমি জান ।

বেহাগড়া—কাওয়ালি ।

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসহে ।
মধুর হাসিয়ে ভাল বেসহে ।
হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও আধ নয়নে সখি চাও চাও,
পরান কাঁদিয়ে দিবে হাসিখানি হেসহে ।

সিদ্ধু খান্সাজ—খেমটা ।

বেথ ঐ কে এসেছে, চাও সখি চাও ।
আকুল পরাণ ওয়, আঁখি হিলোলে নাচাও সখি ।
তৃষিত নয়নে চাহে সুখপানে
হাসি সুধাবানে বাঁচাও সখি ॥

পিলু—খেমটা ।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে ওলো সজনি !
হাসি খেলিয়ে মনের সুখে
ও কেন সাথে কেয়ে আঁধার সুখে দিন রজনী ।

কালাংড়া—খেমটা ।

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে কেন সে দেখা দিল ।
 মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরবিল ।
 হাঁড়ারে ছিলেম পথের ধারে সহসা দেখিলেম তারে
 নয়ন ছুটি তুলে কেন সুখের পানে চেয়ে গল ?

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কেনরে চাস্ কিরে কিরে চলে আয়রে চলে আয়,
 এরা প্রাণের কথা বোঝে না যে—হৃদয় কুসুম দলে যায় ।
 হেসে হেসে গেয়ে গান দিতে এসেছিল প্রাণ
 নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয়রে চলে আয় ।

বেহাগড়া—কাওয়ালি ।

মনে রয়ে গেল মনের কথা, শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা ।
 মনে করি ছুটি কথা বলেবাই কেন সুখের পানে চেয়ে চলে বাই
 সে যদি চাহে মরি যে তাহে কেন বুদে আসে অঁখির পাতা ।
 রান সুখে সখি সে যে চলে যায়, ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়
 বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল ধুলার নুটাইল হৃদয় লতা ।

ছায়ানট—কাওয়ালি ।

আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান ।
আন তবে বীণা, সযন্ত সুরে বাঁধ তবে তান ।
পাশবিব ভাবনা, পাশবিব যাডনা,
রাখিব প্রমোদ ভবি মনপ্রাণ-দিবানিশি,
আনু তবে বীণা, সযন্ত সুরে বাঁধ তবে তান ।
ঢাল' ঢাল' শশধব ঢাল' ঢাল' জোছনা !
সযীরণ বহে বা'বে ফুলে ফুলে চলি চলি ;
উলসিত তটিনী,—
উৎলিত গীতববে ফুলে দেবে মন প্রাণ ।

বেহাগ—কাওয়ালি ।

প্রমোদে ঢালিয়া দিহু মন তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে
চারিদিকে হাসি রাশি তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে !
আন সখী বীণা আন, প্রাণ ফুলে কল্প গান
নাচ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?

বীণা ভবে'য়েল্ল দে, গান আর গাসনে
কেমনে যাবে বেদনা †
কাননে কাটাই রাত্তি, তুলি ফুল মালা গাঁথি
জোছনা কেমন ফুটেছে
তবু প্রাণ কেন কাঁদেয়ে ।

মিঞ্জ কালাংড়া—খেমটা ।

এত ফুল কে ফুটালে (কাননে)
লতা পাতায় এত হাসিতরঙ্গ মরি কে উঠালে ।
সজনির বিয়ে হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে
সে কথা কে রটালে ॥

মিঞ্জ জয়জয়ন্তী—খেমটা ।

আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবেয়ে !
তারে কেড়ে নেব ছেড়ে দেবনা ।
কে জানে কোথা হতে কে এসেছে
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে দেব না ।
সখীরা পথে গিরে দাঁড়াব, হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,
বেঁধে তার রেখে দিব কুসুম বনে
সখিরে নিয়ে যেতে দেবনা ॥

মূলতানি—কাওয়ালি ।

কোথা ছিলি সজ্জনিয়া, মোবা যে তোবি তবে বসে আছি কাননে
 এস সখি এসু হেথা বসি বিজনে
 অঁখি ভবিষে হেবি হাসি মুখানি !
 আজি সাজাব সখীবে সাধ মিটারে
 চাকিব তলুখানি কুসুমেরি হৃষণে
 গগনে হাসিবে বিধু গাহিব মৃদু মৃদু
 কাটাব প্রমোদ চাঁদিনী যামিনী ॥

বেহাগ তাল ফেবত ।

মধুব মিলন ।
 হাসিতে মিলেছে হাসি নবনে নয়ন ।
 মবমব মৃদুবাণী মব-মব মবমে
 কপোলে মিলাব হাসি স্তমধুব সবমে ,
 নখনে স্বপন ।

তাবাগুলি চেরে আছে, কুসুম গাছে গাছে
 বাতাস চুপি চুপি ফিবিছে কাছে কাছে ।
 মালাগুলি গাঁথে নিয়ে আড়ালে লুকাইয়ে
 সখীবা নেহারিব দোঁহাব আনন

হেসে আকুল হল বকুল কানন
(আমরি মরি) ॥

কালাংড়া—আড়াখেমটা ।

দেখে যা দেখে যা দেখে যালো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে কুটরা
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়ারে—
(হেথা) জ্যোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদ কানন ভোর ।

আর আর সখি আরলো হেথা দুজনে কহিব মনের কথা
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে,
(হুখে) গাঁথিব মালা গণিব তারা করিব রজনী ভোর ।
এ কাননে বসি গাহিব গান সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে
(প্রাণে) রহিবে দিবশ নিশি আধো আধো ঘুমঘোর ॥

ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

মা একবার দাঁড়াগো হেরি চন্দ্রানন ।
অঁধার করে কোথায় যাবি শূন্য ভবন

মধুর মুখ হাসি হাসি, অমির রাশি রাশি মা
ও হাসি কোথায় নিয়ে বাসরে,
আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন ॥

মিশ্র—একতারা ।

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃত্যবায়—
তটিনী হিরোল তুলে কমোলে চলিয়া যায় ।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহ কুহ কুহ গায়—
কি জানি কিসেব লাগি প্রাণ কবে হায় হায় ।

বেহাগ—খেমটা ।

ও কেন চুবি ক'বে চায় ।
ছকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায় ।
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে ছলে কবে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায় ।
কি যেন গাানের মত বেজেছে কানের কাছে,
যেন তাব প্রাণের কথা আধেক খানি শোনা গেছে ।
পথেতে বেতে চলে, মালাটি গেছে ফেলে—
পবনের আশাগুলি গাঁথা যেন তার ।

বাহার—ঝাঁপতাল ।

গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয় স্রোতে !
 যাবনা যাবনা করি—ভাসিয়ে দিলাম তরী
 উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হোতে ।
 দাঁড়াতে পাইনে স্থান, ফিবিতে না পারে প্রাণে
 বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে ।
 জানিহুনা গুনিহুনা কিছুনা ভাবিহু
 অন্ধ হয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিহু ।
 এতদূরে ভেসে এসে ভ্রম যে বুঝেছি শেষে,
 এখন ফিরিতে কেন হয়গো বাসনা ?
 আগে ভাগে অভাগিনী কেন ভাবিলি না ?
 এখন যে দিকে চাই কুলের উদ্দেশ নাট
 সম্মুখে আসিছে রাত্রি অঁধার করিছে ঘোব
 স্রোত-প্রতিকূলে যেতে, বল যে নাই এ চিতে
 প্রান্ত ক্লান্ত অবসর হোয়েছে হৃদয় মোর !

ভৈরবী—খেম্‌টা ।

এবার সখি সোণার মুগ
 দেয় বুঝি দেয় ধরা ।

আর গো তোরা পুরান্দনা

আর সবে আর ভরা !

ছুটেছিল পিয়াসভরে

মরীচিকা বারির তরে,

ধরে' তারে কোমল করে

কঠিন ফাঁসি পরা' !

দয়ামায়া করিস্নে গো,

ওদের নয় সে ধারা ।

দয়ার দোহাই মান্বে না গো

একটু পেলেই ছাড়া !

বাধন-কাণি বস্ত্রটাকে

মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,

ভুলাও তাকে বাশির ডাকে

বুদ্ধিবিচারহরা !

বাউলেরস্তর ।

তোমরা সবাই ভাল !

(যার অন্তরে যেমনি ঘুটেছে, সেই আমাদের ভালো !

আমাদের এই আঁধার ঘরে সফ্যা প্রদীপ আলো ।

কেউবা অতি জলজল, কেউবা গ্লান চলছিল,

কেউবা কিছু দহন করে কেউবা দিগ্ধ আলো ।
 নূতন প্রেমে নূতন বঁ আগাগোড়া কেবল মধু,
 পুরাতনে অল্প মধুর একটু ঝাঁকালো ।
 বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
 রাগের সঙ্গে অমুরাগে সমান ভাগে ঢালো ।
 আমরা তৃষা তোমরা স্নুধা, তোমরা তৃষ্ণি আমরা স্নুধা,
 তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুয়ালো ।
 যে সৃষ্টি নয়নে জাগে সবই আমার ভাল লাগে,
 কেউবা দিবি গৌরবরণ কেউবা দিবি কালো ।

সিন্ধু—ভৈরবী ।

ওগো ক্ষুদ্র-বনের শিকারী !
 মিছে তারে ভালো ধরা যে তোমারি ভিখারী ।
 সহস্রবার পায়ের কাছে আপনি যে জন ম'রে আছে,
 নয়নবানের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী !

কাফি ।

কার হাতে যে ধরা দেব হায় ।
 (তাই) ভাবতে আমার বেলা যায় ।
 ডান দিকেতে তাকাই যখন, বায়ের লাগি কাঁদেয়ে মন
 বায়ের দিকে ফিরলে তখন দখিন ডাকে আরবে আর ।

১৬৩ ভৈরবী ।

ওগো দয়াময়ী চোর ! এত দয়া মনে তোর !
 বড় দয়া করে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর !
 বড় দয়া করে চুরি করি লও শূন্য হৃদয় মোর !

১৭০ মুলতান ।

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
 বালু নিয়ে শুধু খেল ভীরে !
 চলে যায় বেলা, রেখে মিছে খেলা
 ঝাঁপ দিয়ে গড় কালো নীরে ।
 অকূল ছানিয়ে 'যা' পাস তা' নিয়ে
 হেসে কেঁদে চল ঘরে কিরে !

ইমন কল্যাণ- ঝাঁপতাল ।

ঐধুরা, অসময়ে কেন হে প্রকাশ !
 সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস ।
 চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে সেখায় ত সোহাগ মিলে,
 এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ !
 এখনো ত নিশিগেষে উঠে নিখো শুকতারী ।
 এখনো ত বাধিকার শুকায়নি অশ্রুধারা ।

সেখাকার কুঞ্জগৃহে পুষ্প ঝরে গেল কিহে,
চকোর হে, সেই চন্দ্রমুখে ফুরারে কি গেল হাস ?

ভৈরবী—ঝাঁপতাল ।

আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে ।
তব্ব নাইক হুখে থাক অধিক কণ থাকব নাক,
আসিয়াছি ছ' দণ্ডের তরে ।

দেখ শুধু মুখখানি গুনব ছটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে ।

বিভাস— একতারা ।

সারা বরষ দেখিনে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা ।
নয়নভারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন তারা ।
এলি কি পায়ালী ওরে দেখব তোরে আঁখি তোরে,
কিছুতেই ধামে না বে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা ।

রামপ্রসাদীন্দ্র ।

আমিই শুধু রইলু বাকি !

যা ছিল তা গেল চলে, বৈল বা' তা' কেবল কঁাকি !
আমার বলে ছিল যারা আর ত তারা দেয় না লাড়া,
কোথার তারা কোথার তারা কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি ।

বল দেখি মা শুধাই তোরে আমার কিছু রাখুলি নেমে,
আমি কেবল আমার নিয়ে কোন প্রাণেতে বেচে থাকি ।

টোড়ি -কাঁপতাল ।

আর কি আমি ছাড়ব তোরে !

মন দিয়ে মন নাইবা পেলেম, জোর করে রাখিব ধরে ।

শূন্ত করে হৃদয়পুরি, মন যদি করিলে চুরি,

তুমিই তবে থাক সেখায় শূন্ত হৃদয় পূর্ণ করে ।

ললিত । একতালা ;

যেতে হবে আর দেরি নাই ।

পিছিয়ে পড়ে র'রি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই ।

আল্লাব ভবের খেলা সেয়ে আঁধার করে এসেছেয়ে,

পিচন কিবে বায়ে বায়ে কাহার পানে চাহিসরে ভাই ।

খেলেতে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,

হেথা হস্তে আররে সরে' নইলে তোরে আরবে ঢেগা ।

নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা, আরেক দেশে চলরে সোজা,

নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেলবি সে ঠাই ।

খট । কাঁপতাল ।

আমার বাবার সময় হল আমার কেন রাখিস ধরে,

চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিসনে আর মায়া ডোরে ।

কুন্নিরেছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে ভোর নয়ন ছুটি,
নাম ধরে আর ডাকিসনে ডাই বেতে হবে ঘরা করে।

বিঁঝিট খান্ধাজ—তাল খেমটা ।

হেদেগো নন্দরাণী,
 আমাদের শ্রামকে ছেড়ে দাও !
 আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
 আমাদের শ্রামকে দিয়ে যাও ।
 হের গো প্রভাত হল সূর্য্য উঠে
 ফুল ফুটেছে বনে,
 আমরা শ্রামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
 আজ করেছি মনে ।
 ওগো, পাতবড়া পরিমে তারে
 কোলে নিয়ে আয় ।
 তার হাতে দিও মোহন বেণু
 নুপুর দিও পায় ।
 রোদের বেলায় গাছের তলায়
 নাচব মোরা সবাই মিলে ।
 বাজবে নুপু বকুঝুঝু
 বাজবে বাঁশি মধুর বোলে,

গান।

৩৭

বনকূলে গাঁথব মালা
পরিষে দিব স্ত্রীমের গলে।

ক

মূলতান—তাল আড়া খেমটা

বুঝি বেলা বয়ে যায়,
কাননে আর, তোরি আর।

আলোস্তে ফুল উঠল ফুটে ছায়ার করে পড়ে যায়।
সাধ ছিল যে পরিষে দেব মনেব মতন মালা গেঁথে,
কই-সে হল মালা গাঁথা কই সে এল হার।
বহুনাথ ঢেউ যাচ্ছে ব'য়ে বেলা চলে যায়।

ছায়াবট- তাল কাওয়ালি

ভিক্ষে দেগো ভিক্ষে দে!

ঘারে ঘারে বেডাই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলিনে।
লক্ষী তোদের সদয় হন, ধনেব উপর বাড়ুক ধন,
(আমি) একটি মুঠো অন্ন চাইগো তাও কেন পাইনে।
ঐ রে সূর্য্য উঠল মাথার, বে'বার ঘরে চলেছে,
পিপাসাতে ফাটছে ছাতি চলতে আর যে পারিনে।
ওরে তোদের অনেক আছে, 'আরো' অনেক হবে,
একটি মুঠো দিবি শুধু আর কিছু চাইনে।

ভৈরবী ।

কথা কোস্‌নে লো রাই প্রাণের বড়াই বড় বেড়েছে
 কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে ।
 শুধু ধীরে বাজার বাঁশি, শুধু হাসে মধুব হাসি,
 গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে

কিশিট ।

বনে এমন কল ফুটেছে,
 মান করে পাকা আজ্‌ কি সাজে !
 মান অভিসান ভাসিয়ে দিয়ে
 চল চল কুল সাথে !
 আজ কোকিলে গেয়েছে কুচ,
 মুহ মুহ,
 আজ, কাননে ঐ বাঁশি বাজে ।
 মান করে পাকা আজ্‌ কি সাজে !
 আজ মধুরে মিশারি মধু,
 পরাণ বঁধু
 চাদের আলোর ঐ বিরাজে !
 মান করে পাকা আজ্‌ কি সাজে !

মিশ্র ।

যরিলো য়রি,

আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে !

ভেবেছিলেম ঘরে রব কোথাও যাব না,

ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি ।

শনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা তীরে,

সাঁজের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সন্নীবে,

ওগো তোবা জানিস্ যদি (আমার) ব'লে দে ।

আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে !

দেখিগে তাব মুখের হাসি,

(তাবে) ফুলেব মালা পবিরে আসি,

(তারে) ব'লে আসি তোমার বাঁশি

(আমাব) প্রাণে বেজেছে !

আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে ।

কেদারা ।

যোগি হে, কে তুমি হৃদি-আগনে ।

বিত্তি-ত্বিভ শুভ্র দেহ,

নাচিছ দিক-বসনে ।

মহা-আনন্দে পুরিল কার,
গলা উথলি উছলি যার,
ভালে শিশু-শশি হাসিরা যার,
জটাজুট ছার গগনে ।

বেহাগ ।

মেঘেরা চ'লে চ'লে যার,
চাদেরে ডাকে “আর আর”
সুখবোরে বলে চাঁদ, কোথায়—কোথায় !
না জানি কোথায় চলিয়াছে !
কি জানি কি বে সেথা আছে !
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায় ।
সুদূরে—অতি—অতি দূরে,
বুঝিবে কোন্‌ স্তর পুরে
তারি গুলি ঘিরে ব'সে বাঁশরী বাজার !
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
ছুকিরে চাদের হাসি চুরি ক'রে যার !

খান্ধাজ—ঝাঁপতাল ।

ঐ আঁধিরে ।

কিরে কিরে চেয়োনা চেয়োনা, কিরে বাও
কি আর রেখেছ বাকি রে !
সরমে কেটেছ সিঁধ, নরনের কেড়েছ নীদ,
কি স্থখে পরাণ আর রাখিরে !

মিশ্রমোল্লার—একতাল।

যদি আসে তবে কেন বেঁচে চার ?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ?
চোর থাকে ফুল হৃদয় আঁকুল,
বারু বলে এসে ভেসে বাই !
ধরে রাখ, ধরে রাখ,
স্থখ পাখী কঁাকি দিবে উড়ে বার ।
পাখিকের বেশে স্থখনিশি এসে
বলে হেসে হেসে, মিশে বাই !
জেগে থাক, জেগে থাক,
বরষের সাথ নিমিষে মিলার !

ঝিঁঝিঁট খান্ধাজ—একতারা ।

বাজিবে সখি, বাঁশি বাজিবে
 হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে ।
 বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,
 অধরে লাজ হাসি সাজিবে !
 নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
 সুখবেদনা মনে বাজিবে ।
 মনমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
 সেট চরণ-সুগ-রাজিবে !

মিশ্র সিন্ধু—একতারা ।

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে !
 বনমাঝে, কি মনমাঝে ?
 বসন্ত বায় বহিছে কোথায়
 কোথায় ফুটেছে ফুল !
 বল গো সজনি, এ সুখ রজনী
 কোন্‌খানে উদিতাছে ?
 বন মাঝে কি মন মাঝে ?
 বাব কি বাবনা মিছে এ ভাবনা
 মিছে মরি লোকলাজে !

কে জানে কোথা সে বিরহ হতাসে
কিরে অভিসার-সাজে,
বন মাঝে কি মন মাঝে ?

মিশ্র—একতাল।

যমের ছুরোর খোলা পেরে
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে !
হরিবোল্ হরিবোল্ !
বাজা জুড়ে মত্ত খেলা,
মরণ-বাঁচন অবহেলা,
ও ভাই, সবাই মিলে ঝাণটা দিলে
শুধ আছে কি মবাব চেয়ে ।
হরিবোল্ হরিবোল্ !
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্,
ঘবে ঘবে পড়েছে ডাক্,
এখন কালকন্ঠ চুলোতে বাক্
কেজে লোক সব আরবে ধরে ।
হরিবোল্ হরিবোল্ !
বাজা প্রজা হবে জড,
থাকলে না আব চোট বড,

একই স্রোতের মুখে ভাসবে, হুখে
বৈভরণীয় নদী বেয়ে !
হরিবোল্ হরিবোল্ !

গৌরী—কাওয়ালি ।

আমি	নিশিদিন তোমার ভালবাসি
তুমি	অবসব স্ত ভাসিয়ে ।
আমি	নিশিদিন হেথার বসে আছি
তোমার	বধন মনে পড়ে আসিয়ে !
আমি	সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব'	বিরহ শরনে আগিয়া,
তুমি	নিমিষের তরে প্রভাতে
এসে	মুখপানে চেয়ে হাসিয়ে !
তুমি	চিরদিন মধুপবনে
চির	বিকলিত বন-ভবনে
যেরো	মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি	নিজ হৃৎ-স্রোতে ভাসিয়ে ।
বহি	তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে	আমিও চলিব ভাসিয়া,

যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোব স্মৃতি মন হাত নাশিয়ে ।

৩১ বিভাস—একতারা ।

বধু, তোমায কবব বাজা তরুতলে ।
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে ।
সিংহাসনে বসাইত
হৃদয়খানি দেব পেতে,
অতিবেক কব্ব তোমায় আঁখিজলে ?

আমি একলা চলেছি এ ভবে
আমায় পথের সন্ধান কে কবে ?
ভয় নেই, ভয় নেই,
বাণ আপন মনেই,
যেমন, একলা অধুপ বেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে ।

ভৈরবে—একতারা ।

উলসিনী নাচে রণরঙ্গে ।
আমরা নৃত্য করিসঙ্গে ।

দশদিক্ আঁধার করে মাতিল দিক্ বসনা,
 অলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা,
 দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে !
 কালো কেশ উড়িল আকাশে,
 রবি সোম লুকার তরাসে !
 রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
 জিভুবন কাপে ভুরুভঙ্গে !

মিশ্র—সিকু ।

ওগো পুরবাসী,
 আমি ঘারে দাঁড়ারে আছি উপবাসী ।
 হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা.
 শুনিতেছি সারাবেলা সুন্দুর বাঁশি !
 চাহিনা অনেক ধন, রবনা অধিকক্ষণ
 বেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি !
 তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে
 কিছু রান নাহি হবে গৃহভরা হাসি ।

ভৈরবী—একতাল।

থাকতে আর ত পারিলি নে মা, পারিলি কৈ ?
 কোলের সন্তানেরে ছাড়িলি কৈ ?

দোখী আছি অনেক দোখে, ছিলি বসে কণিক রোখে,
মুখ ত ফিবাঁলি শেষে, অভয়চরণ কাড়লি কৈ ?

বাতাব ।

বসন্ত মাওল বে !
মধুকর গুন গুন, অমুরা মঞ্জরী
কানন ছাওল রে ।
গুন গুন সজনি হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জব ভর রিকসে ছুখ জালা সব
দুর দুর চলি গেল ।
মবমে বহই বসন্ত সমীরণ,
মবমে কুটই কুল,
মরম কুঞ্জপরি লোলই কুহ কুহ
অহরহ কোকিল কুল ।
সখিরে উছসত প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগৎ জম্ম হরখ-ভে র ভই
গায় রতন-রস গান ।

কহিছে আকুল বিকচ কুসুমকুল
 শ্রামক আনহ ডাকি,
 শ্রাম নাথ ধরি শ্রাম শ্রাম করি
 গাওত শত শত পাখী ।
 বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ত্রিভুবন
 কহিছে—দুখিনী রাখা,
 কহিরে সো প্রিয়, কহি সো প্রিয়তম,
 কহি-বসন্ত সো মাথা ?
 তারু কহত অতি গহন রয়ন অব,
 বসন্ত সমীর খাসে
 মোদিত বিহবল চিত্ত-কুঞ্জতল
 কুল বাসনা-বাসে ।

ভৈরবী ।

তনহ তনহ বালিকা,
 রাখ কুসুম বালিকা,
 কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরহু সখি শ্রামচন্দ্র নাহিরে ।
 ফুলই কুসুম সুগরী,
 ভয়র ফিরই শুগরী,
 অলস বয়ন বহরি বাহু ললিত গীত গাহিরে ।

শশি-সনাথ বামিনী,
 বিরহ-বিধুর কামিনী,
 কুসুমহার ভইল তার হৃদয় তার দাহিছে,
 অধর উঠই কাঁপিয়া,
 সখি-করে কর আপিয়া,
 কুঞ্জবনে গাপিয়া কাহে গীত গাহিছে ।
 মৃদু সমীর সঞ্চলে
 হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
 চকিত হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে;
 কুঞ্জপানে হেরিয়া,
 অশ্রুবারি ডারিয়া
 তাহু গার শূন্যকুঞ্জ শ্রামচক্রে নাহিরে !

লুম ।

সজনি সজনি রাধিকালো
 দেখ অবহঁ চাহিয়া,
 মৃদল গমন শ্রাম আওরে
 মৃদল গান গাহিয়া ।
 পিনহ বটিত কুসুম হার,
 পিনহ নীল আঙুরা ।

হৃদয় সিঁদুর দেকে
 সীঁপি করহ রাঙিয়া ।
 সহচরির সব নাচ নাচ
 মিলন গীত গাওরে,
 চঞ্চল মঞ্জীর রাব
 কুঞ্জ গগন ছাওবে ।
 সজনি অব উজার মন্দির
 কনক দীপ জালিয়া
 অরতি কবহ কুঞ্জ ভবন
 গন্ধ সলিল ঢাকিয়া ।
 মল্লিকা চমেলি বেলি
 কুসুম তুলহ বালিকা
 গাঁপ ধূঁধি, গাঁথ জাতি,
 গাঁথ বকুল-মানিকা ।
 চরিত-নয়ন ভাঙ্গুসিংহ
 কুঞ্জ-পথ চাহিয়া
 বৃহল গমন শ্রাম আওরে,
 বৃহল গান গাহিয়া ।

বিবিটি ।

গহন কুম্ভ-কুম্ভ মাঝে
মুহুর মধুর বংশি বাজে,
সজনি, আও আও লো ।

অঙ্গে চাক নীল বাস,
সদয়ে প্রণয় কুম্ভ রাণ,
হৃদয়ে নেয়ে বিমল হাস,
কুম্ভ বনমে আও লো ॥

ঢালে কুম্ভ সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার
বিমল রক্ত ভাতিবে ।

মন্য মন্য ভঙ্গ গুণে,
অমৃত কুম্ভ কুম্ভে কুম্ভে,
কুটল সজনি পুণে পুণে
বকুল বৃষ্টি জাতিরে ॥

দেখ সজনি শ্রীময়্যার,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
বধুর বদন অমৃত সদন

চক্রমার নিদ্রিছে ;
 আও আও সজনি-বৃন্দ,
 হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
 ভ্রাম কো পদারবিন্দ
 ভাসুসিংহ বন্দিছে ॥

বেহাগ ।

আজু সখি সুহ সুহ
 গাহে পিক কুহ কুহ,
 কুঞ্জবনে হুঁ হুঁ হুঁ
 দৌহার পানে চায় ।

সুবন-মদ-বিলসিত,
 পুলকে হিরা উলসিত,
 অবশ তনু অলসিত
 সুরছি অজু বার ।

আজু মধু চাদনী
 প্রাণ-উনমাদনী,
 শিখিল সব বাধনী,
 শিখিল ভই লাজ ।

বচন বৃহ মরমর,
 কাণে রিঝ পরধর,

শিহরে শুধু জরজর

কুহুম-বন মাঝ !

মলয় মুহু কলয়িছে,

চরণ নহি চলয়িছে,

বচন মুহু খলয়িছে,

অকল লুটায় !

আধফুট শতদল,

বায়ুভরে টলমল,

আঁখি জুহু ঢলঢল

চাতিতে নাহি চায় ।

অলকে ফুল কাঁপয়ি

কপোলে পড়ে কাঁপয়ি,

মধু অনলে তাপয়ি

খসয়ি পড় পায় !

ঝবই শিবে কুলদল,

যমুনা বহে কলকল,

হাসে শশি ঢলঢল

ভান্ন মরি বার !

মল্লারি ।

সজনি গো——

শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা

নিশীথ বামিনীয়ে ।

কুঞ্জপথে লখি, কৈসে ষাওব

অবলা কামিনীয়ে ।

উদ্গদ পবনে যমুনা তর্জিত

ঘন ঘন গঞ্জিত মেহ ।

দমকত বিছ্যত পথতরু নুষ্ঠত,

থরহর কম্পত দেহ ।

ঘন ঘন রিম্ রিম্ রিম্ রিম্ রিম্ রিম্ রিম্,

বরখত নীরদ পুঞ্জ ।

ঘোর গহন ঘন তাল তমালে

নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ ।

বোল ত সজনী এ ছুরযোগে

কুঞ্জে নিরহর কান ।

দারুণ বাঁশী কাহ বজারত

সকলুণ রাধা নায় ।

সজনি—

মোতির হারে বেশ বনা দে

সাঁঁঝি লনা দে ভালো।

উরহি বিলোলিত শিখিল চিকুর বন

বাঁধহ মালত মালা।

খোল ছুরার ঘরা করি সাঁহি রে,

ছোড় সকল ভয়লাজে,

হৃদয়, বিহগসম ঝটপট করতহি

পঙ্কর পিঙ্কর মাঝে।

গহন রহনমে ন বাণ্ড বালা

নগল কিশোর-ক পাশ।

সরজে ঘন ঘন, বহু ডর খাণ্ডব

কহে তালু তব দাস

বাল্মীকি-প্রতিভা ।



প্রথম দৃশ্য । অরণ্য । বনদেবীগণ ।

সিন্ধু কাফি ।

সহেনা সহেনা কীদে পরাণ ।
সাধের অরণ্য হল অশ্রাম !
দহ্যদলে আসি শাস্তি করে নাশ
জ্বায়ে সকল দিশ কম্পমান ।
আকুল কানন কাঁবে সসীরণ
চকিত মৃগ, পাখী গাহে না গান ।
শ্রামল তৃণমল শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদন রবে ফাটে পাবাণ,
দেবি জুর্গে চাহ, জ্বাহি এ বনে,
রাখ অধিনী জনে কর শাস্তি দান ! গ্রহান ।

প্রথম দস্যুর প্রবেশ ।

মিশ্র সিকু ।

আঃ বেঁচেছি এখন ।

শরী ও দিকে আর নন !

গোলেমাগে ফাঁকতালে পানিয়েছি কেমন ।

নাটানাটি কাটাকাটি ভাব্তে লাগে দাঁত-কপাটি

(ভাই) মানটা রেখে গ্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন ।

আহুক্ তারা আহুক্ আগে, ছনোছনি নেব তাগে,

তান্তামিতে আমার কাছে বেথুব কে কেমন ।

তধু মূখের জোরে গলার চোটে লুট-করা খন নেব লুটে

তধু হুলিরে ভুঁড়ি বাজিরে ভুঁড়ি কন্ব সঙ্গরন ।

লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ ।

মিশ্র ঝিঁঝিট ।

এনেছি ঘোরা এনেছি ঘোরা রাশি রাশি লুটের ভার !

করেছি হারখার !

কত গ্রাম পরী লুটে-পুটে করেছি একাকার ।

কাকি ।

১ম দৃশ্য । আত্মকে ভবে মিলে সবে করিব লুটের ভাগ,
এ সব আনুভূতি লুপ্ত করিয়া বড় বাগ ।

২য় দৃশ্য । কালের বেলার উনি কোথা যে আসেন,
ভাগের বেলার আসেন আগে (আবে দাড়া) ।

৩য় ।—এতবড় আশঙ্কা তোদের, ঘোরে নিয়ে এ কি হাসি
ভাষায়া !

এখনি হুণ্ড করিব খণ্ড খবরদার যে খবরদার ॥

৪য় ।—হাঃ হাঃ তারা থান্না বড়, এ কি ব্যাপার !

আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নত এমনি যে আকার ।

৫য় ।—এমনি বোঝা উনি পিঠেতেই বাগ,
ভুলোয়ারে মরিচা মুখেতেই বাগ ।—

৬য় ।—আর যে এসব সহেনা আগে,

নাহি কি ভেদের আগেই বাগা ?

দারুণ রাগে কাঁপিয়ে অল,

কোথারে লাঠি কোথারে চাল ?

সকলে । হাঃ হাঃ তারা থান্না বড়, এ কি ব্যাপার !

আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নত এমনি যে আকার ।

(বাল্মীকির প্রবেশ) ।

রাষ্ট্রাজ ।

সকলে ।—এক ভোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে ।

না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে ।

কেবা রাজা কার রাজ্য মোরা কি জানি ?

প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী ।

রাজা প্রজা উঁচু নীচু, কিছু না গণি !

ত্রিভুবন যাবে আনরা সকলে কাহারে না করি ভয়,

মাথার উপরে র'য়েছেন কালী সমুখে রয়েছে অর !

শিল্প ।

১ম দম্পত্য ।—এখন কর্ণ' কি বল ।

সকলে ।—(বাল্মীকির প্রতি) এখন কর্ণ' কি বল !

১ম দম্পত্য ।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল !

সকলে ।—বল রাজা, কর্ণ' কি বল, এখন কর্ণ' কি বল !

১ম দম্পত্য ।—পেলে বুধেরি কথা, জানি যমেরি মাথা,

ক'রে দিই রসাতল ।

সকলে ।—ক'রে দিই রসাতল ।

সকলে ।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল,

বল রাজা, কর্ণ' কি বল, এখন কর্ণ' কি বল !

কিঁকিট।

বান্দ্রীকি।—শোন্ তোরা তবে শোন্।
 অমানিশা আজিকে পূজা দেব কালীকে,
 ঘরা করি বা' তবে, সবে মিলি বা' তোরা,
 বলি নিরে আর।

(বান্দ্রীকির প্রস্থান)

রাগিণী বেলাবতী।

সকলে। ত্রিভুবন মঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়
 মাখার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়।
 তবে আর সবে আর, তবে আর সবে আর,
 তবে চাল্ সুরা, চাল্ সুরা চাল্ চাল্ চাল্!
 মরা মরা কোন্ ছার চারখার হোক্!
 কেবা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ।
 তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
 তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি চাল্,
 ১ম দল্লা। আগে পেটে কিছু চাল, পরে পিঠে মিবি চাল,
 হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,
 হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ!

জংলা ভূপালি ।

লকলে ।—(উঠিয়া) কালী কালী বলোরে আজ,
 বল হো, হো, হো, বল হো, হো হো, বল হো,
 নামের জোরে সাধিব কাজ,
 বল হো হো বল হো বল হো ।
 ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রক্ত মাঝারে,
 ঐ লক্ষ লক্ষ বক্ষ রক্ত ঘেরি শ্রামারে,
 ঐ লটু পটু কেশ, অটু অটু হাসেরে ;
 হাহা হাহাহা হাহাহা !
 আরে বল্পে শ্রামা মারের জর, জর জর,
 জর জর, জর জর, জর জর, জর জর,
 আরে বল্পে শ্রামা মারের জর, জর জর ।
 আরে বল্পে শ্রামা মারের জর !

(গমনোদ্যম ও একটি বালিকার প্রবেশ ।)

মিশ্র মল্লার ।

বালিকা ।—ঐ ঘেঘ করে বৃষ্টি গগনে !
 অঁধার ছাটল রজনী আইল,
 ঘরে কিরে বাব কেমনে ।

চরণ অবশ হার, আঁত ভ্রান্ত কার,

সারা দিবস বন ভ্রমণে !

ঘরে কিরে বাব কেমনে !

দেশ ।

বালিকা ।—এ কি এ ঘোর বন !—এই কোথায় !

পথ বে জানি না, ঘোরে দেখায়ে দে না !

কি করি এ অঁধার রাতে !

কি হবে হার !

ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে পগলে,

চকিতে চপলা চমকে সঘনে,

একেলা বালিকা

ভরাসে কাঁপে কার !

পিলু ।

১ম দম্পত্য ।—(বালিকার প্রতি)

পথ ভুলেছি সত্যি বটে ? সিঁথে রাস্তা দেখতে চাস ?

এমন আরগার পাঠিয়ে দেব স্থখে থাক্‌বি বার মাস ?

সকলে ।— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।

২য় দম্পত্য ।—(প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই ?

কেমন সে ঠাই ?

১ম ।— বন্দ নাহে বড়,

এক দিন না একদিন সবাই সেখায় হব জড় ।

সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ ।

৩য় ।—আর সাথে আর, রাত্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,

আর তা' হলে রাত্তা ভুলে ঘুন্তে নাহি হবে ।

সকলে ।— হাঃ হাঃ হাঃ ।

সকলের প্রস্থান ।

বনদেবীগণের প্রবেশ ।

মিষ্ট্র কিঁকিট ।

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিরে দার !

আহা ঐ করুণ চোখে ও কার পানে চার !

বাঁধা কঠিন পাশে অঙ্গ কাঁপে ড্রাসে,

জাঁঝি জলে ভাসে এ কি দশা হার !

এ বনে কে আছে বাব কার কাছে

কে শুনে বাঁচার ।

দ্বিতীয় দৃশ্য । অরণ্যে কালী-প্রতিমা ।

বাল্ম্যাকি স্তবে আসীন ।

বাগেশ্রী ।

রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা ।
 আজি এ ঘোর নিশীথে পুজিব তোমায়ে তারা ।
 সুরনর থরহর'—ব্রহ্মাও বিপ্লব কর,
 রণরঙ্গে মাতো মাগো ছোরা উন্মাদিনী পারা ।
 ঝলসিরে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িত অসি,
 ছুটাও শোণিত স্রোত ভাসাও বিপুল ধরা ।
 উর কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
 লহ জবা পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাংপর ।

(বালিকারে লইয়া দক্ষ্যগণের প্রবেশ)

কাফি ।

দক্ষ্যগণ । দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেছি যোরা ।
 বড় সরেস, পেয়েছি বলি সরেস,
 এমন সরেস মহলি রাজা জালে না পড়ে ধরা ।
 দেবী কেন ঠাকুর সেয়ে কেল' ধরা ।

কানেড়া ।

বান্দ্রীকি ।—নিরে আর রূপাণ, রয়েছে ভূষিতা শ্রাব্য মা,
 শোণিত পিরাও, বা' ঘরার ।
 লোল জিহ্বা লক্‌লকে, তড়িত খেলে চোখে,
 করিয়ে খণ্ড দিক্‌ দিগন্ত, ঘোর দস্ত ভায় !

কিঁকিট ।

বালিকা ।—

কি দোষে বাঁধিলে আমার, আনিলে কোথায় !
 পথহারী একাকিনী বনে অসহার,
 রাখ রাখ রাখ বাঁচাও আমার ।
 দয়া কর অনাথারে কে আমার আছে,
 বন্ধনে কাতর তহু নরি বে ব্যাথায় !
 বনদেবী । (নেপথ্যে) দয়া কর অনাথারে দয়া কর মো
 বন্ধনে কাতর তহু অর্জুনের ব্যাথায় ! ২৩৫ ॥

সিঙ্গু ভৈরবী ।

বান্দ্রীকি ।—এ কেমন হ'ল বন আমার !
 কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারিলে !

পাখাণ ছবরো গলিল কেনরে,
 কেন আছি অবিজল দেখা দিল নয়নে ।
 কি দায় এ জানে গো,
 পাখাণের বাঁধ এবে টুটিল,
 সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
 নরুভূমি ডুবে গেল করণায় প্লাবনে ।

পরজ ।

১ম দম্পত্য ।—আরে, কি এত তাবনা, কিছুত বুঝি না,
 ২য় দম্পত্য ।—সময় ব'হে যায় যে !
 ৩য় দম্পত্য ।—কখন এনেছি মোরা এখনো ত হল না,
 ৪র্থ দম্পত্য ।—এ কেমন রীতি তব বাহ্যে !
 বান্দীকি ।—না না হবে না, এ বলি হবে না,
 অস্ত্র বলির তরে, দা'য়ে দা' !
 ১ম দম্পত্য ।—অস্ত্র বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব ?
 ২য় দম্পত্য ।—এ কেমন কথা কও বাহ্যে !

দেওগিরি ।

বান্দীকি ।—শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ
 কৃপাণ খর্পর কেলেকে দে ।

বাঁধন কর ছিন্ন,
মুক্ত কর' এখনি রে !

(বখাশিষ্ট কৃত)

তৃতীয় দৃশ্য । অরণ্য । বান্দ্রীকি ।

বান্দ্রাজ ।

বান্দ্রীকি । ব্যাকুল হ'রে বনে বনে
অমি একেলা শূন্য মনে !
কে পূরাবে মোর কাতর আশ,
জুড়াবে হিন্না স্মৃতি বরিষণে ?

(প্রস্থান)

(দম্পত্যগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়৷

আনিয়া)

মিশ্র বাগেশ্রী ।

ছাড়ব না ভাই ছাড়ব না ভাই
এমন শীকার ছাড়ব না !
হাতের কাছে অরি এস, অরি বাবে !
অরি যেতে দেবে কে রে ।

স্নান্ধাটা খেপেছে রে তার কথা আর মানব না ।

আজ রাতে ঘুম হবে ভারি,
 নিরে আর কারণ-বারি,
 জেলে দে মশালগুলো মনের মতন পুজো দেব—
 নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেছে রে,
 তার কথা আর মান্ব না !

কানাড়া ।

প্রথম দম্ভ্য ।—

রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ ।
 তুমি উজীর কোতোরাল তুমি,
 ঐ ছোঁড়াগুলো বর্কন্যাজ !
 বত সব কুঁড়ে আছে ঠাই জুড়ে,
 কাজের বেলায় বুকি ধায় উড়ে !
 পা ধোবার জল নিরে আর বটু,
 কর তোরা সব বে ধার কাজ !

খান্সাজ ।

দ্বিতীয় দম্ভ্য ।

আছে তোমার বিস্তে সাখ্যি জানা !
 রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েছ !

প্রথম । জামিন্সা কেটা আমি !

দ্বিতীয় । ঢেং ঢেং জানি—ঢেং ঢেং জানি—

প্রথম । হাসিস্নে হাসিস্নে মিছে বা বা—

সব আপনা কাজে বা বা,

বা আপন কাজে !

দ্বিতীয় । খুব তোমার লম্বা চণ্ডকা কথা !

নিভাত দেখি তোমার কৃতান্ত ভেঁকেছে !

মিষ্ট্র সিদ্ধু ।

তৃতীয় । আঃ কাজ কি গোলমালে ।

না হয় রাজাই সাজালে !

মরবার বেলায় মরবে ওটাই থাক্ব কাঁকড়ালে !

প্রথম । রাম রাম হরি হরি, ওরা থাক্বতে আমি মরি !

ভেমন ভেমন দেখলে বাবা ঢুক্ব আড়ালে ।

সকলে । ওরে চল তবে ঈগগিরি,

আনি পুঞ্জোর সানিগ্গিরি !

কথার কথার রাত পোহালো এখনি কাজের ছিরি ।

(এইহান)

গারা ভৈরবী ।

বালিকা । হা কি দশা হল আমার !

কোথা গো বা করুণাময়ী অরণ্যে প্রাণ বার গো !

বুহুর্জের তরে যা পো দেখা দাও আমারে

জনমের মত বিদার !

পূজার উপকরণ লইয়া দক্ষ্যগণের এবেশ

ও কালি প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য ।

ভাটীয়ারি ।

এত রত দেখেছ কোথা বুড়মালিনী ।

তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরনী !

কাত দে মা, শান্ত হ'মা, সন্তানের মিনতি !

রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ওমা জিনরনী !

বাল্মীকির প্রবেশ ।

বেহাগ ।

বাল্মীকি ! অহো আশ্চর্য্য এ কি তোদের নরাধম !

তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর নারে—

দূর দূর দূর আমারে আর ছুঁসনে !

এ সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,

আর না আর না, জাহি, সব ছাড়িছ !

প্রথম । দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানিনে রাজা !

এরাই ত বড় বাবালে জঙ্গল,

এক করে মোকাই মোকে না !

কি করি, দেব বিচারি !

দ্বিতীয় । বাঃ—এওত বড় সজা, বাহবা !

বত কুয়ের গোড়া ওইত, আরে বল নায়ে !

প্রথম । হুন্ হুন্ হুন্ নিলক্ষ আর বকিসনে !

বান্ধীকি । তকাত্তে সব সরে বা ! এ পাণ আর না,

আর না, আর না, জাহি সব ছাড়িছ !

(দম্ভ্যগণের প্রস্থান)

তৈরবী ।

বান্ধীকি । আর মা আমার সাথে কোন ভর নাহি আর ।

কত হুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার !

নয়নে বরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি !

কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার ।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য । বনদেবীগণের প্রবেশ ।

মল্লার ।

রিম্ কিম্ ঘন ঘনরে বরবে ।

গগনে বনঘটা শিহরে তরু লতা,

বহুর বহুরী নাচিছে হরবে ।

মিশি মিশি সচকিত দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে ।

(প্রস্থান)

বাল্মীকির প্রবেশ ।

বেহাগ ।

কোথায় কুড়াতে আছে ঠাই ।

কেন প্রাণ কেন কাদেরে !

যাই দেখি নীকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জালা বনে বনে ছুটিরে

কেন প্রাণ কেন কাদেরে !

আপনা ভুলিতে চাই ভুলিব কেমনে !

কেমনে বাবে বেদনা ।

ধরি ধহু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব ।

কেন প্রাণ কেন কাদেরে !

(শৃঙ্গধ্বনি পূর্বক দম্ভ্যগণের আহ্বান)

দম্ভ্যগণের প্রবেশ ।

সুরট ।

দম্ভ্য । কেন রাজা ডাকিস্ কেন, এসেছি তবে !

যুধি আবার জাযা মায়ের পুজো হবে !

বাগ্মীকি । শীকারে হবে সেতে আফরোসাথে !

প্রথম । ওরে রাজা কি কহে শোন !

সকলে । শীকারে চল ভবে !

সবারে আনু ডেকে বহু হলকল হবে !

(বাগ্মীকির প্রস্থান)

ইমন কলাগণ ।

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো,

ছুটে আর, শীকারে কেবে বাবি আর,

এমন রজনী বহে বার বে,

বহুর্কাণ বল্লম লরে হাতে আর আর আর আর ।

বাজা শিখা বন বন শব্দে কাঁপিবে বন

আকাশ কেটে বাবে, চহকিবে পশু পাখী-সবে,

ছুটে বাবে কাননে কাননে, চারিদিকে বিদ্রে

বাব পিছে পিছে হো হো হো হো ।

বাগ্মীকির প্রবেশ ।

বাহার ।

বাগ্মীকি—গহনে গহনে বাবে জোরা নিশি বহে বার বে !

ভর ভর করি অকণা করি বরাহ-বোঁজ'মে;
এই বেলা বায়ে ।

নিশাচর পত্ন সবে, এখনি বাহির হবে,
বহুর্বাণ নে দে হাতে চল বরা চল !
আলারে বশাল আলো এই বেলা আররে !
(প্রস্থান)

অহঃ ।

প্রথম । চল চল তাই বরা করে বোরা আগে বাই ।

দ্বিতীয় । প্রাণ পণ বোঁজ এ বন সে বন,
চল বোরা ক'জন ওদিকে বাই ।

প্রথম । নানা ভাই, কাজ নাই,
ওই কোণে বহি কিছু পাই ।

দ্বিতীয় । বরা' বরা'—

প্রথম । আরে ঝাঁড় দাঁড়া অত ব্যস্ত হলে কন্ডাবে শিকার,
চুপি চুপি আর, চুপি চুপি আর, অশব তলার,
এবার ঠিক ঠাক হয়ে সব থাক
সাবধান ধর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ,
গেল গেল ঐ ঐ পালার পালার চল চল
ছোঁড়িয়ে শিখে আররে বরা বাই ।

বনদেবীগণের প্রবেশ ।

মিশ্র মোল্লার ।

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে !
 সাথেয় কাননে শাস্তি নাশিতে ।
 যত করী বড় পদ্মবন দলে,
 বিষল সরোবর বহিরা,
 সুমন্ত বিহগে কেন বধেনে,
 সঘনে খর খর সজ্জিয়া,
 তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
 অলিত চরণে ছুটিছে ।
 অলিত চরণে ছুটিছে কাননে
 করণ নয়নে চাহিছে—
 আকুল সরসী, সারস সারসী
 শর-বনে গশি কাঁদিছে !
 ভিমির দ্বিপভরি ঘোর বামিনী
 বিগদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
 কি আনি কি হবে আজি এ নিশীথে,
 তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া ।

প্রথম দস্যুর প্রবেশ ।

দেশ ।

প্রাণ নিয়ে ত সটকেছিবে করিবি এখন কি ।

ওরে বরা' করবি এখন কি !

বাবারে, আমি চূপ ক'রে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি ।

এই ময়দের ময়দখানা, দেখেও কিরে ভক্তকালি না,

বাহবা সাবাস্ তোরে, সাবাস্ তোরে ভোর ভরসা দেখি ।

(ধোঁড়াইতে ধোঁড়াইতে আরেক জন

দস্যুর প্রবেশ ।

গোঁরী ।

অস্ত্র দস্যু ! বল্‌ব কি আর বল্‌ব বুড়ো—উঁউ' !

আমার বা হয়েছে, বলি কার কাছে,

একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে চু' !

প্রথম । তখন বে ভারি ছিল আমি জুরি,

এখন কেন করচ বাপু উঁউ'—

কোন খানে লেগেছে বাবা দিই একই হু' !

দস্যুগণের প্রবেশ ।

শঙ্করা ।

দস্যুগণ । সর্কার মশার বেয়া না সর
 তোমার আশার সবাই ব'সে ।
 শিকারেতে হবে যেতে
 মিহী কোমর বাঁধ ক'সে ।
 বনবাদাড় সব ঘেঁটে বুঁটে
 ছুঁষি কেবল লুটে পুটে
 পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে !

প্রথম । কাজ কি খেয়ে তোকা আছি,
 আমার কেউ না খেলেই বাচি,
 শিকার কর্তে বার কে ম'র্তে,
 চুসিয়ে দেবে বরা' বোঝে ।
 চু' খেয়ে ত পেট ভরে না—
 সাধের পেটুটি বাবে কেঁসে !

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ

পুনঃপ্রবেশ)

বাগ্মীকির দ্রুত প্রবেশ ।

বাহার ।

বাগ্মীকি । রাধ্ রাধ্ কেন্ ধর, ছাড়িসনে বাণ !
 হরিণ শাবক ছুটি আগতয়ে ধার ছুটি,
 চাহিতেছে কিরে কিরে করণ নহান ।
 কোন দোষ করেনি ত, হুকুমার কলেবর,
 কেননে কোমল বেহে বিধিবি কঠিন শর !
 থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দাকণ খেলা রাধ
 আজ হতে বিসর্জিছ এ ছার ধুক বাণ ।
 (প্রস্থান)

দহ্যগণের প্রবেশ ।

নটুনারায়ণ ।

দহ্যগণ । আর না আর না এখানে আর না,
 আর রে সকলে চলিয়া বাই !
 ধুক বাণ কেনেছে রাজা,
 এখানে কেননে থাকিব তাই !
 চল চল চল এখনি বাই ।

বাল্মীকির প্রবেশ ।

বহ্মাগণ । তোর দশা, রাজা, ভাল ত নয়,
 রক্তপাতে পান্থরে তর,
 লাঞ্জে মোরা ম'রে বাই !
 পাখীটি মারিলে কাঁদিয়া খুল,
 না জানি কে তোরে করিল গুণ,
 হেন করু যেখি নাই !

(বহ্মাগণের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য ।

হাস্থির ।

বাল্মীকি । জীবনের কিছু হ'ল না, হার !—
 হল'না গো হ'ল না হার, হার,
 গহনে গহনে কত আর ভ্রমিবে নিরাশার এ অঁধারে ?
 মুক্ত হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
 পারি না গো পারি না আর ।
 কি ল'রে এখন ধরিব জীবন, দিবস রজনী চলিয়া যায়,
 দিবস রজনী চলিয়া যায়,
 কত কি করিব বলি কত উঠে বাসনা,
 কি করিব জানি না গো !

সহচর ছিল বারা ভোজিলা গেল তারা ; গুরুদ্বাপ ভোজিছি,

কোন আর নাহি কাজ !

কি করি কি করি বলি হাহা করি ত্রি গো,

কি করিব জানি না যে !

ব্যাধগণের প্রবেশ-।

মিশ্র পূরবী ।

প্রথম । দেখ্ দেখ্ ছটো পাখী বসেছে গাছে ।

দ্বিতীয় । আর দেখি চুপি চুপি আরের কাছে !

প্রথম । আরে বট্ করে এইবারে ছেড়ে দেব বাণ ।

দ্বিতীয় । রোস্ রোস্ আগে আনি করিয়ে সন্ধান !

সিদ্ধু ভৈরবী ।

বান্দীকি । খাম্ খাম্ কি করিবি বনি পাখীটির প্রাণ +

ছটিতে ব'য়েছে জুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান !

১ম ব্যাধ । রাখ' মিছে ওসব কথা,

কাছে বোনের এসনাক হেথা,

চাইনে ওসব শান্তর কথা, সময় ব'হে বাক'বে ।

বান্দীকি । শোন শোন মিছে রোব কোর না !

ব্যাধ । খাম খাম ঠাকুর এই ছাড়ি বাণ !

একটি ক্রৌঞ্চকে বধ ।

বান্দ্যকি । মা নিবাদ প্রভিষ্ঠাং স্বমগমঃ শাবতীঃ সমাঃ,
বৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং ।

বাহার ।

কি বলিছ আমি !—এ কি তুলসিত বাগীরে !
কিছু না জানি কেমনে যে আমি একাশিছ দেবতাবা,
এমন কথা কেমনে শিখিছ রে ।
পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল প্রবণে,
একি !—হৃদয়ে একি এ দেখি !—
ঘোর অন্ধকার মাঝে এ কি জ্যোতি তার
অবাক !—কল্পনা এ কার ?

সরস্বতীর আবির্ভাব ।

ভূপালী ।

বান্দ্যকি । একি এ, একি এ, স্থির চপলা !
কিরণে কিরণে হ'ল সব দিক উজলা ।
কি প্রতিমা দেখি এ,
জোছনা মাঝিরে

কে রেখেছে আঁকিয়ে,

আ মরি কমল পুতলা !

(ব্যাধগণের প্রস্থান)

বনদেবীগণের প্রবেশ ।

বনদেবী । নমি নমি ভারতী শুভ কমল চরণে,

পূণ্য হল বনভূমি ধন্ত হলো প্রাণ ।

বান্দ্রীকি । পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা,

ধন্ত হল দম্মাগতি গলিল পাষাণ ।

বনদেবী । কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালরা ভূমি বে-

হুদয় কমলে চরণ কমল কর দান !

বান্দ্রীকি । শুভ কমল পরিমলে রাখ হৃদি জ্বরিয়ে

চিরদিবস করিব শুভ চরণ-সুখা পান ।

দেবীগণের অন্তর্ধান ।

বান্দ্রীকি কালী-প্রতিমার প্রতি ।

রামপ্রসাদী স্তব ।

ভ্রামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা !

পাষাণের যেনে পাষাণী, মা বুঝে মা বলেছি মা !

এত দিন কি ছল করে তুই পাষাণ ক'রে রেখেছিলি !

(আত) আপন মারের দেখা গেয়ে নরন জলে গলেছি মা !

কালো দেখে তুমিনে আর, আলো দেখে কুলেছে বন,
আমার তুমি চলেছিলে (এবার) আমি তোমার ছেলেছি বা ।
হারার হারা কাটিলে এবার দাবের কোলে চলেছি বা ।

বঠ দৃশ্য ।

টোড়ী ।

বান্ধীকি । কোথা লুকাইলে ?
সব আশা নিভিল, দশদিন অন্ধকার
সবে গেছে চ'লে তোজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেরাগিলে ?

লক্ষ্মীর আবির্ভাব ।

সিদ্ধু ।

লক্ষ্মী ।—কেন গো আপন বনে, ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল হনমনে
কিসের হুখে ?
কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি, কুইক তবে হাসি
মলিন মুখে ।

কমলা বায়ে চায়, বল সে কি না পায়, ছুঁথের এ ধরায়
থাকে সে সুখে ।

ত্যান্নি কলসানে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে ততক্ষণে
হের গো চোখে ।

টোড়ী ।

বান্দীকি ।—কোথায় সে উষ্মরী প্রতিমা !

ভূমিত নহে সে দেবী, কমলাসনা,

কোরোনা আমারে হলনা !

কি এনেছ ধন মান ! তাহা বে চাহেনা প্রাণ ;

দেবি গো, চাহিনা চাহিনা, মণিময় খুলিরাশি চাহি না,

তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক—হয় হোক—

আমি, দেবি, সে সুখ চাহি না ।

বাও লক্ষী অলকার, বাও লক্ষী অমরায়,

এ বনে এসনা এসনা,

এস না এ দীন জন কুটারে !

বে বীণা তনেছি কানে, বন প্রাণ আছে ভোর,

আর কিছু চাহিনা চাহিনা

(লক্ষীর অন্তর্ধান, বান্দীকির প্রস্থান ।

বনদেবীগণের প্রবেশ ।

ভৈরব ।

বাণী বাণাপাণি করুণাময়ী ।
অঙ্কুরনে নরন দিগে অঙ্কুরে কেলিলে,
দরশ দিগে লুকালে কোথা দেবি অরি ।
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিগে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিগে চির যরমবেদনা,
তোমারে চাচি কিবিছে হেব কাননে কাননে ওই ।

বনদেবীগণের প্রস্থান । বান্দীকির প্রবেশ ।

সরস্বতীর আবির্ভাব ।

বাহার ।

বান্দীকি । এই যে হেরি গো দেবী আমারি ।
সব কবিতাময় অগস্ত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি ।
হুন্সে উঠিছে চন্দ্রমা, হুন্সে কনক রবি উদ্বিছে,
হুন্সে অগ-মণ্ডল চলিছে,
অলঙ্ক কবিতা ভারকা সবে ,

এ কবিতার মাঝারে তুমি কেণো দেবি
আলোকে আলো আঁধারি ।

আজ মলয় আকুল, বনে বনে এ কি এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,

এ আনন্দে আজ গীত গাহে যোর হৃদয় নব অব্যাহারি ।
তুমিই কি দেবী ভারতী, রূপাঙ্গণে অঙ্ক আঁধি ফুটালে,
উবা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে ?
তুমি ধন্ত গো,
রব' চিরকাল চরণ ধরি তোমাবি ।

গৌড় মল্লার ।

হৃদয়ে রাখ' গো দেবি, চরণ তোমাব ।
এস, মা করুণারাগী, ও বিধু-বদন খানি
হেরি হেবি আঁধি ভরি হেবির আবাব ।
এস আদরিলী বাণী সমুখে আমার ।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি, বিলাও অমৃত রাশি,
আলোর ক'রেছ আলো, জ্যোতি-প্রতিমা,
তুমি গো লাবণ্য-লতা, মুক্তি মধুরিকা ।

বসন্তের বনমালা, অকুল রক্তার ভালা
 মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার,
 বুচাও মনের মোর সকল আঁধার ।
 অদর্শন হ'লে তুমি তোজি লোকশয় তুমি
 অতাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে,
 হেরে ধোঁরে তরুলতা, বিবাহে কবে না কথা
 বিবরণ কুসুমকুল বনফুল-বনে ।
 “হা দেবী, হা দেবী” বলি, শুঞ্জরি কাঁদিবে অধি ;
 ঝরিতে ফুলের চোখে শিশির-আসার,
 হেরিব অগত শুধু আঁধার—আঁধার !
 সরস্বতী । দীনহীন বালিকার সাজে,
 এসেছিহু ঘোর বনমাঝে,
 গলাতে পাষণ তোর মন,
 কেন, বৎস, শোন, তাগা, শোন !
 আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান ।
 তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষণ-প্রাণ ।
 যে রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন,
 সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অহঙ্কণ ।
 অধীর হইয়া সিদ্ধু কাঁদিবে রেণ-তলে,
 চারি দিকে দিক-বধু আকুল নয়ন-জলে ।

বাখার উপরে তোর কাঁদিয়ে সহস্র তারা,
 অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অন্ধর ধারা ।
 যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও জ্বর,
 শত শ্রোতে তুই তাহা চাণিবি অপতমর ।
 বেথার হিমাত্রি আছে সেখা তোর নাম র'বে,
 বেথার জাহ্নবী বহে তোর কাব্য-স্রোত ব'বে !
 সে জাহ্নবী বহিবেক অবুত জ্বর দিয়া
 প্রশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিয়া !
 তনিতে তনিতে বৎস তোর সে অমর গীত,
 জগতের শেষ দিনে রবি হবে অন্তমিত ।
 যতদিন আছে শশী, যতদিন আছে রবি,
 তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি, মহা কবি ।
 মোর পদ্যাসনতলে রহিবে আসন তোর ।
 নিত্য নব নব গীতে সন্তত রহিবি তোর ।
 বসি তোর পদতলে কবি বাগকেরা যত
 শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত ।
 এই সে আমার বীণা, দিহু তোরে উপহার !
 যে গান গাহিতে সাধ খনিবে ইহার তার ॥

জাতীয়-সঙ্গীত ।

বেহাগ ।

আগে চল, আগে চল তাই ।
পড়ে থাক। পিছে মরে থাক। মিছে,
বেঁচে ম'রে কিবা বল তাই ।
আগে চল আগে চল তাই !
প্রতি নিমেষেই বেতেছে সময়,
দিনকণ চেরে থাক। কিছু নয়,
সময় সময় ক'রে পাজিপুঁথি ধরে'
সময় কোথা পাবি বল তাই ।
আগে চল আগে চল তাই !
অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর বুকের আরোজন,
(এবে) স্বপনের স্মৃতি, স্মৃতির ছলনা,
আর নাহি তাহে আরোজন ।

হৃৎকম্প আছে কত, বিয় শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই ।

আগে চল আগে চল ভাই ।
দেখ যাকী বীর জয় গান গায়
রাজপথে গলাগলি ।
এ আনন্দ স্বরে কে রইছে ঘরে
কোণে করে দলদলি ।

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সমর,
মহাবেগবান্ মানব জগত,
যারা বসে আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই ।

আগে চল আগে চল ভাই !
শিখারে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিরে বাও সাথে করে,
কেহ নাহি আসে একা চলে বাও
মহত্বের পথ ধরে ।

শিছু হতে ডাকে যারার কান,
ছিঁড়ে চলে বাও মোহের বাধন,

সাবিতে হইবে প্রাণের সাধন
 নিছে নয়নের জল তাই !

আগে চল আগে চল তাই !
 চির দিন আছি তিথারীর মত
 অগন্তের পথ পাশে,
 হারা চলে বার কুপা চক্রে চার,
 পদধূলী উড়ে আসে ।
 ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ উঠ সবে,
 মানবের সাথে বোগ দিতে হবে,
 তা যদি না পার চেরে দেখ তবে
 ওই আছে রসাতল তাই ।
 আগে চল আগে চল তাই !

সিন্ধু ।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ ।
 পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান ।
 আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
 করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
 কোটরে রাজ্য ছোট ছোট প্রাণী ধরা করি সরা জান ।
 অগাধ আলস্তে বসি ঘরের কোণে ভা'রে ভা'রে করি রণ ।

আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে তার বেলা 'প্রাণপণ' ।

আপনার দোষে পড়ে করি দেবী,

আনন্দে সবার পারে হুড়াই কসী,

(হেথা) আপনি কলঙ্ক উঠেছে উজ্জ্বলি রাধিবার নাহি স্থান ।

(যিছে) কথার বাধুনি কঁদুনির পালা চোখে নাই কারো নীর,

আবেশন আর নিবেশনের থালা ব'হে ব'হে নত শির ।

কাঁদিয়ে মোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,

অগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,

আপনি করিনে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান ।

(ছিছি) পরের কাছে অভিমান ।

(ওগো) আপনি নানাও কলঙ্ক পসরা বেওনা পরের দ্বার ;

পরের পারে ধরে' মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার ।

দাঁও দাঁও ব'লে পরের পিছু পিছু

কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,

(বসি) মান পেতে চাঁও, প্রাণ পেতে চাঁও প্রাণ আগে কর দান

জয়ত যন্তো ।

তোমারি তরে মা সঁপিছ দেহ

তোমারি তরে মা সঁপিছ প্রাণ,

তোমারি শোকে এ আঁধাি বরষিবে,

এ বীণা তোমারি গাইবে গান ।

যদিও এ বাহু অক্ষয় দুর্বল তোমারি কার্য সাধিবে,

যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে ।

যদিও জননি, যদিও আমার

এ বীণায় কিছু নাহিক বল,

কি জানি যদি যা একটি সন্তান

জাগি ওঠে শুনি এ বীণা তান ।

রাগিণী প্রভাতী ।

এ কি অন্ধকার এ তারত তুমি,

তুমি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,

প্রতি পলে পলে ভূবে রসাতলে

কে তারে উদ্ধার করিবে ।

চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,

নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,

আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে

কাহার চরণ ধরিবে ।

তুমি চাও পিতা বুঢ়াও এ ছথ,

অভাগা দেশেয়ে হরোনা বিমুখ,

নহিলে অঁধারে বিপদ পাখারে

কাহার চরণ ধরিত্তে ।

দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান.

লাজে নত শির, তরে কল্মাসান,

কাঁদিত্তে সহিত্তে শত অপমান

লাজ মান আর থাকে না ।

হীনতা লয়েছে মাগার তুলিয়া,

তোমারেও তাই গিয়েছে তুলিয়া,

দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে

তোমারেও তারা ডাকে না ।

তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও

এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,

ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও

নহিলে এ দেশ থাকে না ।

তুমি যবে ছিলে এ পুণ্যভবনে

কি সৌরভ মুখা বহিত পবনে,

কি আনন্দ গান উঠিত গগনে

কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত !

ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান

অনন্ত সননে করিত প্রয়াণ,

তোমারে চাহিয়া পুষ্যপথ দিয়া
 সকলে মিলিয়া চলিছ !
 আজি কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
 এ তাপ, এ পাপ, এ হুখ যুচাও,
 মোরা ত রয়েছে তোমারি সন্তান
 যদিও হয়েছে পতিত !

বাহার । কাওয়ালী ।

দেশে দেশে ভ্রমি তব হুখ-গান গাহিয়ে,
 নগরে, গ্রামে, বনে বনে, অশ্রু বরে হনরনে
 পাবাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী গুনিয়ে ।
 জলিয়া উঠে অবুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক গান গায়,
 নয়নে অনল তার, শূন্ত কাঁপে অত্রভেদী বহু নিখোঁষে,
 ভরে সবে নীরবে চাহিয়ে ।
 ভাই বহু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,
 তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি ।
 তোমারি হুখে কাঁদিব মাতা, তোমারি হুখে কাঁদাব,
 তোমারি ভরে বেঁচেছি প্রাণ, তোমারি ভরে ত্যজিব
 সকল হুখ সহিব হুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে ।

মিশ্র দেশ বাসীজ ।

শোন শোন আমাদের ব্যথা দেব দেব প্রভু বরাহর,
 আমাদের করিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয় ।
 চিরদিন আঁধার না রয় রবি উঠে নিশি দূর হয়,
 এদেশের মাথার উপরে, এ নিশীথ হবে নাকি ক্ষয় !
 চিরদিন করিবে নয়ন ? চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ?
 মরমে লুকান কত দুঃখ, ঢাকিয়া রয়েছে স্নান মুখ,
 কাঁদিবার নাই অবসর কথা নাই শুধু কাটে বুক ।
 নকোচে ত্রিরমাণ প্রাণ দশদিশি বিভীষিকায়,
 হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয় ।
 চিরদিন করিবে নয়ন চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ?
 কোন কালে তুলিব কি মাথা ? আগিবে কি অচেতন প্রাণ ?
 তারতের প্রভাতগগনে উঠিবে কি তব অয় গান ?
 আশ্বাস বচন কোন ঠাই কোন দিন শুনিতে না পাই,
 শুনিতে তোমার বাণী তাই— মোরা সবে রয়েছে চাহিয়া !
 বল প্রভু শুঁছিবে এ আঁখি চিরদিন ফাটিবে না হিয়া !

হাসির । তাল ফেরত ।

আনন্দধ্বনি আগাও গগনে !

কে আছে আগিয়া পূরবে চাহিয়া

বল উঠ উঠ সবনে, গভীর নিদ্রা মগনে ।
 দেখ ভিমির রজনী বার ডই,
 আসে উবা নব জ্যোতির্পরী
 নব আনন্দে নব জীবনে,
 ক্ষুদ্র কুসুমে বধূর পবনে বিহগকলকুজনে ।
 হের আশার আলোকে জাগে শুকতার। উদয় অচল পথে,
 কিরণ কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরণ্য রথে ।
 চল বাই কাজে মানব সমাজে,
 চল বাহিরিয়া অগন্তের মাঝে,
 থেকো না মগন শরনে, থেকো না মগন স্বপনে !
 যার লাজ জাগ আলস বিলাস কুহক মোহ বার !
 ঐ দূর হয় শোক সংশয় হুঃখ স্বপন আর ।
 কেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ
 আরম্ভ কর জীবনের কাজ
 সরল সবল আনন্দ মনে অমল অটল জীবনে !

কাফি ।

কেন চেয়ে আছ গো মা বুথপানে !
 এরা চাহে না তোমারে চাহে না বে,
 আপন মায়েয়ে নাহি জানে !

এরা তোমার কিছু দেবে না দেবে না
 মিথ্যা করে শুধু কত কি ভানে ।
 তুমি ত দিতেছ না বা আছে তোমারি
 স্বর্ণ শত ভব, জাহ্নবীবারি,
 জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্য কাহিনী,
 এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না
 মিথ্যা করে শুধু হীন পরাণে ।
 মানের বেদনা রাখ মা মনে,
 নয়ন বারি নিবার' নয়নে,
 মুখ লুকাও মা ধূলিশরনে,
 ভুলে থাক বত চীন সন্তানে
 শূন্তপানে চেয়ে গ্রহর গতি গতি
 দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
 দুঃখ জানায় কি হবে জননী,
 নিঃশব্দ চেতনাইহীন পায়ণে ।

সিন্ধু ! কাওয়ালি ।

আমার বোলো না গাহিতে বোলো না ।
 এ কি শুধু হাসি খেলা প্রমোদেব দেহা
 শুধু মিছে কথা ছলনা ।

- এ যে নরনের জল, হতাশের খাঁস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুককাটা হুখে গুমরিছে বৃকে
গভীর মরম বেধনা !
- এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রেমাদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা !
এসেছি কি হেথা বলের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি.
মিছে কথা করে মিছে বশ লড়ে
মিছে কাজে নিশি বাপনা ।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কান্তরে কাঁদিবে, মাঝের পারে দিবে,
সকল প্রাণের কামনা ।
- এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রেমাদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !
- ভৈরবী । রূপক ।
- কে এগে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নরনের নীচ ?

কে সুখা আশাতরে
চাহিছে সুখগরে ?
সে যে আমার জননী রে !

কাহার সুধামরী বাণী
মিলার অনাদর মানি ?
কাহার ভাষা হার
ভুলিতে সবে চারি ?
সে যে আমার জননী রে !

কণেক মেহকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি ।
অগ্নি সস্তান
করিছে অপমান,—
সে যে আমার জননী রে !

বিরল কুটারে বিবর
কে বসে' সাজাইয়া অর ?
সে রেহ-উপহার
কচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননী রে !

ঝিকিট । একতারা ।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
 জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
 হিমাদ্রিপাষণ কেঁদে গলে থাক্,
 বুথ ভূলে আজ চাহ রে ।
 দাঁড়া দেখি তোরা আজ্ঞাপর ভুলি
 হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,
 প্রভাতগগনে কোটি শিব ভুলি
 নির্ভয়ে আজি গাহ রে ।
 বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
 রোষাক উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
 বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
 দশদিক্ স্বেদে হাসিবে ।
 সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
 নূতন জীবন করিবে বপন,
 এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
 আসিবে সে দিন আসিবে ।
 আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
 আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,

সব পাপভাণ দূরে যার চলে
 পুণ্য প্রেমের বাতাসে ।
 সেখায় বিরাজে দেব আশীর্বাদ,
 না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
 হুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
 বিষম প্রতিমা বিকাশে ।

রামপ্রসাদী স্মরণ ।

আমরা মিলেছি আজ মারের ডাকে ।
 বরের হরে পরের মতন
 ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে !
 প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
 আর বলে ওই ডেকেছে কে !
 গভীর বরে উদাস করে
 আর কে পারে ধরে রাখে !
 যেখায় থাকি যে যেখানে,
 বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
 প্রাণের টানে টেনে আনে
 প্রাণের বেদন জানে না কে !

মান অপমান গেছে বুচে,
 নরনের বল গেছে মুছে,
 নবীন আশে হৃদয় ভাসে
 ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ।
 কত দিনের সাধন কলে
 মিলেছি আজ বলে বলে,
 ঘরের ছেলে সবাই মিলে
 দেখা দিয়ে আর যে মাকে !

রাগিণী ভূপালি—তাল কাওরালী।

আজি এ ভারত সজ্জিত হে !
 হীনতাপকে সজ্জিত হে ॥
 নাহি গৌরব নাহি বিচারণা,
 কঠিন তপস্যা সত্য সাধনা,
 অন্তরে বাহিরে ধর্মের কর্ণে
 সকলি ব্রহ্ম-বিবর্জিত হে ।
 পর্বতে গ্রাম্যে নগরে গ্রামে
 জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে
 পুণ্যে বীৰ্য্যে অভয়ে অমৃত্তে
 হইবে পলকে সজ্জিত হে ॥ ২৮ ॥

হাথির—একতাল ।

জননীর ঘরে আজি ওই

শুন গো শব্দ বাজে !

থেকোনা থেকোনা ওরে ভাই

মগন মিথ্যা কাজে !

অর্থ্য ভরিয়া আনি

ধর গো পূজার থালি,

রতন প্রদীপ থানি

বত আন গো জালি,

ভরি লয়ে দুই পাণি

বহি আন ফুল ডালি,

মা'র আহ্বান বাণী

রটাও ভুবন মাঝে !

জননীর ঘরে আজি ওই

শুন গো শব্দ বাজে !

আজি এসয় পবনে

নবীন জীবন ছুটিছে ।

আজি প্রকৃত কুহনে

ভব স্বপ্ন ছুটিছে ।

আজি উজ্জল তালে

ভোল উন্নত মাথা

নব সঙ্গীত তালে

গাও গভীর গাথা,

পর মালা কপালে

নব পল্লব গাঁথা,

স্তম্ভ স্তম্ভর কালে

সাজ সাজ নব সাজে !

জননীরা ঘারে আজি ওই

শুন গো শব্দ বাজে !

ভৈরবী ।

অরি ভুবনমনোমোহিনী !

অরি নির্মল সূর্য্যকরোজ্জল ধরণী

জনক-জননী-জননী !

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,

অনিল-বিকশিত স্তারল অকল,

অধর-চূষিত ভাল হিমাচল,

স্তম্ভ-ভুবান-কিরিটিনী !

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
 প্রথম সাবরব তব ভগোবনে,
 প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
 জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী ॥

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্ত,
 দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
 জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
 পূণ্যপাশু-সত্ত্ববাহিনী !

নববর্ষের গান ।

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
 স্তন এ কবির গান !—

ভোমার চরণে নবীন হর্ষে
 এনেছি পূজার দান !

এনেছি মোদের দেহের শক্তি,

এনেছি মোদের মনের তক্তি,

এনেছি মোদের ধর্মের নতি

এনেছি মোদের শ্রাণ !

এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্থ্য

ভোমারে করিতে দান !

কাখন-খালি নাহি আশাদের,
 অর নাহিক জুটে !
 বা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
 নবীন গর্গপুটে ।
 সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন,
 বীনের এ পূজা, বীন আয়োজন,
 চিবদারিত্য কবির মোচন
 চরণের ধূলা লুটে !

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
 তুমিই প্রাণের প্রিয় ।
 ভিক্ষাতৃষণ কেলিয়া পরিব
 তোমারি উত্তরীয় ।
 দৈন্তের মাঝে আছে তব ধন,
 মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
 তোমার মন্ত্র অধিবচন
 তাই আমাদের দিরো ।
 পরের সজ্জা কেলিয়া পরিব
 তোমার উত্তরীয় ।

দাও আমাদের অন্তরময়,

অশোকময় তব !

দাও আমাদের অমৃতময়,

দাও গো জীবন নব !

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,

যে জীবন ছিল তব রাজ্যমানে,

মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে

চিত্ত ভরিয়া লব !

ব্রহ্মাতরণ শকাহরণ

দাও সে ময় তব !

স্বরট—চৌতাল ।

এ ভারতে রাধে নিত্য প্রভু

তব শুভ আশীর্বাদ,

তোমার অন্তর,

তোমার অজিত অমৃত বাণী,

তোমার হির অমর আশা ।

অনির্বাণ ধর্ম আলো

সবার উর্কে আলো আলো

সকটে হৃদিনে হে,
 রাখ তারে অরণ্যে তোমারি পথে ।
 বন্ধে বাধি নাও তার
 বর্ষ তব নিবিদার
 নিঃশব্দে যেন সঞ্চরে নির্ভীক ।
 পাপের নিরখি অর
 নিষ্ঠা তবুও রয়
 থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে ।

মিশ্র ক্বিকিট—একতালা ।

নব বৎসরে করিলাম পণ
 লব স্বদেশের দীক্ষা,
 তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
 হে তারত, লব শিক্ষা !

পরের ভূষণ, পরের বসন,
 তেয়াগিব আজ পরের অশন,
 যদি হই দীন, না হইব হীন,
 ছাড়িব পরের ভিক্ষা !

নব বৎসরে করিলাম পণ
 লব স্বদেশের দীক্ষা !

না থাকে প্রাসাদ, আছে ত হুটীর
কল্যাণে সুপবিজ ।

না থাকে নগর আছে তব বন
কলে কূলে সুবিচিত্র !

তোমা হতে বহু দূরে গেছি সরে’
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে’
কাছে দেখি আজ, হে জয়রাজ
তুমি পুরাতন মিত্র !

হে তাপস, তব পর্বতুটীর
কল্যাণে সুপবিজ ।

পরের বাক্যে তব পব হরে
দিয়েছি পেরেছি সজ্জা !

তোমারে জুলিতে কিয়ারেছি সুখ ।
পেরেছি পরের সজ্জা !

কিছু নাহি গপি’ কিছু নাহি কহি’
অপিছ বসে অন্তরে রহি’,

তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিরজ্ঞা ।

পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা !

সে সকল লাজ তেরাগিব আজ
লইব তোমার দীক্ষা ।
তব পদতলে বরিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা
তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,
তব মন্ত্রের পত্তীয় মর্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের তিক্ষা !
তব গৌরবে গরব মানিব
লইব তোমার দীক্ষা !

ବ୍ରହ୍ମସମ୍ପ୍ରୀତ ।

ব্রহ্মসঙ্গীত ।



রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল ।

অন্তরে আগিছ অন্তরযামি ।
তবু সদা দূবে ভ্রমিতোছি আমি ।
সংসার স্থখ করেছি বষণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী ।
না জানিরা পথ ভ্রমিতেছি গথে
আপন গববে অসীম জগতে ।
তবু মেহনৈত্র আগে ঋণতারা
তব শুভ আশিষ আসিছে নামি ।

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা ।

অনিমেব আঁধি সেই কে দেখেছে,
যে আঁধি অগত পানে চেয়ে রয়েছে ।

রবি শশী গ্রহ তারা, হরনাক দিশেহারা,
 সেই আঁধি পরে তারা আঁধি রেখেছে ।
 তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
 হৃদয়আকাশ পানে কেন না তাকাই ।
 ঞ্জ-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অমুকণ,
 সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে !
 রাগিণী আসাবরী—তাল কাওয়ালি ।

অনেক দিগ্বেছ নাথ,
 আমার বাসনা তবু পূর্বিল না ।
 দীন দশা ঘুটিল না অশ্রুবাণি মুছিল না,
 গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না ।
 দিগ্বেছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন
 সুধানিধি সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
 শ্রাবশোভা ধরণী ।

এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে,
 তোমাতে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না ।

রাগিণী ধুন—তাল ঠংরি ।
 অন্ধ জনে দেহ আলো মৃত জনে দেহ প্রাণ ।
 তুমি করুণামুভসিদ্ধ কর করুণা-কণা দান ।

শুধু হৃদয় মম, কঠিন পাখাণসম,
 প্রেম সলিল ধারে সিক্ত শুধু নয়ান ।
 যে তোমাতে ডাকে না হে তাতে তুমি ডাক ডাক ।
 তোমা হতে হুরে যে বার তাতে তুমি রাখ' রাখ' ।
 ভূষিত যে জন ফিরে শুব স্রুধাসাগর তীরে,
 জুড়াও তাহারে বেহ-নীরে স্রুধা করাও হে পান !
 তোমাতে পেয়েছিছ যে কখন হারাছ অবহেলে,
 কখন ঘুমাইছ হে আঁধার হেরি আঁধি মেলে ।
 বিরহ জানাইব কায়, সাধনা কে দিবে হায়,
 বরষ বরষ চলে যায় হেরিনি প্রেম বয়ান,—
 দরশন দাও হে দাও হে দাও কাঁদে হৃদয় স্তিরমাণ ।

মারু কেনারা—চৌতাল ।

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
 কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক আলারে,
 তুমি কোথায় তুমি কোথায় !
 হায় সকলি অন্ধকার চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ,
 আঁধার নিখিল বিবলগত,
 তোমায় প্রকাশ হৃদয় মাঝে স্রুধার মোর নাথ,

মধুর প্রেম আলোকে,
তোমারি মাধুরী ভোমারে প্রকাশে ।

রাগিণী কেনারা—তাল আড়াঠেকা ।

আইল আজি প্রাণসখা, দেখে রে নিখিল জন ।
আগন বিছাইল নিশীথিনী গগন তলে,
প্রহতাবা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল ।
নীলবে বনগিরি আকাশে বহিল চাহিয়া,
ধামাইল ধরা দিবস কোলাহল ।

কাফি—চৌতাল ।

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কঁাদি !
তবু কেন হেরি না তোমার স্নেহাতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে !
অকূলের কুল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে !
আনন্দঘন বিভূ, তুমি যার স্বামী,
সে কেন ক্রি়ে পথে হারে যাবে ।

রাগিণী সাহানা—তাল কাওরালি ।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল ।

কত দিন পরে মন মাতিল গানে

পূর্ণ আনন্দ আঁগিল প্রাণে,

তাই বলে ডাকি সবারে, ভুবন স্তম্ভুর প্রেমে ছাইল ।

রাগিণী টোড়ি—তাল কাঁপতাল ।

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ প্রভাত করণে ।

পরিত কর-পরশ পেয়ে

ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে ।

আনন্দে তরলতা নোয়াইছে মাথা

কুমুম ফোটাইছে শত বরণে ।

আশা উল্লাসে চরাচর হাসে

কি ভয় কি ভয় দুখ তাপ মরণে ।

রাগিণী বাহার—তাল ভেওরা ।

আজি বহিছে বসন্ত পবন স্তম্ভ তোমারি স্তম্ভক হে ॥

কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান চাহে তোমারি পানে

আনন্দে হে ॥

অলে তোমার আলোক ছালোক ভুলোকে গগন উৎসব-
প্রাঙ্গনে—

চির-জ্যোতি পাইছে চক্রে তারা আঁধি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে “নাথ যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।”
উঠে সকলে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে বশোগাথা কত
ছন্দে হে ।

ঐ ভবশরণ প্রভু অভয়পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥

রাগিণী কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ক্ষেপ্তা ।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে

অমৃত সধনে চল যাই ।

চল চল চল ভাই ।

না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে

আনন্দের নিকেতনে,

চল চল চল ভাই ।

মহোৎসবে জিভুবন মাতিল,

কি আনন্দ উখলিল ;

চল চল চল ভাই ।

দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতান,
বল সবে জয় জয় ।

বেলাবলী । চৌতাল ।

আজি হেরি সংসার অমৃতময়,
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল বন,
মধুর বিহগকলধ্বনি ।
কোথা হতে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেমহিদ্রোল, আহা,
হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি পুলকভরে ।
অতি আশ্চর্য দেখে সবে দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে
অসীম অগতস্থামী বিরাজে সুন্দর শোভন ।
ধন্ত এই মানব জীবন, ধন্ত বিশ্ব অগত,
ধন্ত তাঁর প্রেম তিনি ধন্ত ধন্ত ।

রাগিণী মালকোষ—তাল কাওয়ালি ।

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ।
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,

সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
 মিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে।
 বসিরা আছ কেন আপন মনে,
 স্বার্থ-নিমগন কি কারণে।
 চারিদিকে দেখে চাহি হৃদয় প্রসারি
 ক্ষুদ্র ছুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
 প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে। ৫২

রাগিণী হান্সির—তাল চোতাল।

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
 তুমি সদা নিকটে আছ বলে।
 তরু অবাক নীলাধরে রবি শশী তার।
 গাঁথিছে হে গুহ্র কিরণমালা।
 বিশ্বপরিবার তোমায় ফেরে জুখে আকাশে,
 তোমার ক্রোড় প্রসারিত বোমে বোমে।
 আমি দীন সন্তান আছি সেই গুব আশ্রয়ে,
 তব স্নেহ মুখ পানে চাহি চিরদিন। ২২

রাগিণী মহীশূরী ভঞ্জন—তাল একতালা ।

আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে

বিষজ সত্য স্তব্ধ ॥

মহিমা তব উদ্ভাসিত

মহাগগন মাঝে ।

বিষজগত মণিভূষণ

বেষ্টিত চরণে ॥

গ্রহভারক চন্দ্রতপন

ব্যাকুল দ্রুতবেগে

করিছে পান করিছে স্নান

অক্ষয় কিরণে ॥

ধরণী পব ঝাব নিষর্জ

মোহন মধু শোভা,

ফুল পল্লব গীত গন্ধ

স্তব্ধ বরণে ॥

বহে জীবন রজনী দিন

চিরনূতন ধারা

করুণা তব অবিশ্রাম

জনমে মরণে ॥

দেহ প্রেম দয়্যভক্তি
কোমল করে প্রাণ ;
কত সাধন কর বর্ষণ
সম্ভাপ হরণে ॥
জগতে তব কি মহোৎসব
বন্দন করে বিশ্ব
ত্রীসম্পদ ভূমাস্পদ
নির্ভর শরণে ॥ ৩৯

রাগিণী ভৈরো—তাল ঝাঁপতাল ।

আমারেও কর মার্জনা ।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা ।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি শ্রান বেষে,
আমারো হৃদয়ে কর আগুন রচনা ।
জানি আমি, আমি তব মলিন সম্ভান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে হান ।
আগনি ভুবেছি পাগে কাঁদিতেছি মনস্তাপে
শুনগো আমারো এই মরম-বেদনা । ২৯

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল একতাল।

আমার বা আছে আমি সকল দিতে

পারিনি তোমায়ে নাথ ।

আমার লাকতর আমার মান অপমান

স্থখ স্থখ ভাবনা ।

মাঝে রয়েছে আবরণ কত নত কত মস্ত

তাই কেঁদে কিরি, তাই তোমায়ে না পাই,

মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা ।

বাহা রেখেছি তাহে কি স্থখ,

তাহে কেঁদে মরি তাহে ভেবে মরি !

তাই দিবে যদি তোমায়ে পাই (জানি না

কেন তা দিতে পারি না,

আমার জগতের সব তোমায়ে দেব

দিবে তোমায় নেব বাসনা । ৩০

রাগিণী মুলতান—তাল একতাল।

আমার ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে

পদে পদে পথ ভুলি হে ।

নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে

সংশয়ে তাই ছুলি হে ।

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে খুঁচাব প্রমাদ
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ

শত লোকের শত তুলি হে ।

কাতব প্রাণে আমি তোমার বধন বাঁচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি

পাইনে চরণ তুলি হে ।

শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হুণ দায়,

একা বে অনেক গুলি হে !

আমার এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মীঝে পড়ে কত মরি কেঁদে

চরণেতে লহ তুলি হে । ২৫

কীর্তনের সুর ।

(আমার) হৃদয়-সমুদ্র-তীরে কে তুমি দাঁড়াবে !

কাতর পরাণ ধায় বাহ বাড়ায়ে ।

- (হৃদয়ে) উথলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে
 (তারার) চরণ-কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে ।
 যেভেঁছে হৃদয় আমার ধৈর্য না মানে,
 তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে ।
 (সখা) ঐ খেনেতে থাক তুমি বেরোনা চলে
 (আজি) হৃদয় সাগরের বাঁধ ভাঙ্গি সবলে !
 কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে
 (আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে !
 তুমি দাঁড়াও তুমি বেরো না—
 (আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে । ২৬

রাগিনী বেহাগ—তাল একতাল ।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
 দিবস কাটে বুথায় হে—
 আমি যেতে চাই তব পথ পানে
 কত বাধা পায় পায় হে ।
 চারিদিকে হের ঘিরেছে কা'রা
 শত বাঁধনে জড়ায় হে ।
 আমি ছাড়তে চাহি, ছাড়ে না কেন ধো
 ডুবায় রাখে মারায় হে ।

দাও তেলে দাও এ ভবের সুখ,
 কাজ নেই এ খেলার হে,
 আমি ভুলে থাকি বত অবোধের মত
 বেলা বহে তত যায় হে ।
 হান তব বাজ হৃদয়-গহনে,
 দুখানল আল' তার হে,
 নয়নের জলে ভাসায় আমারে
 সে জল দাও মুছারে হে ।
 শূন্য করে দাও হৃদয় আমার
 আসন পাত' সেথায় হে,
 তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,
 ভুলো না আর আমার হে । ৮

রাগিণী রামকিরি—তাল কাঁপতাল ।

আমি দীন অতি দীন—

কেমনে শুধিব নাথ নাথ হে তব করুণা-সুখ ।
 তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে
 তাপিত হৃদি মাঝে ঝরিছে নিশি দিন ।
 হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
 তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—

চিরদিন তব কাছে, রহিব অগত মাঝে
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন । ১১

রাগিনী খটু—তাল একতাল।

আঁখার রজনী পোহাল অগত পুরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে মিলিল ছ্যালোক তুলোকে ।
অগত নরন তুলিয়া, হৃদয় হৃদয় খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হৃদয় আলোকে ।
শ্রমমুখহাসি তাঁহারি, পড়িছে ধরার আননে,
কুহুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে ।
সুধীরে আঁখার টুটিছে দশদিক্ ফুটে উঠিছে—
অননীর কোণে যেন রে আগিছে বালিকা বালকে ।
অগৎ যে দিকে চাহিছে সে দিকে দেখিহু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া ।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে
নবীন জীবন লভিয়া অর অর উঠে জ্বিলোকে ।

রাগিনী ইমন্ ভূপালি—তাল কাওরালি ।

এ কি এ হৃদয় শোভা, কি মুখ হেরি এ ।
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,

শ্রেয়-উৎস উৎসলি আজি—

বল হে শ্রেয়ময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার ?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
বাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ । ১০

রাগিণী বিভাস—তাল আড়া ।

এ কি ভুলে রয়েছ মন, বিবর ভোগে অচেতন,
জান না অনিত্য দেহ করেছে ধারণ ।
দেহ পঞ্চভূতময়, এই আছে এই নয়,
সকলেই অনিত্য হয়, দ্বারা সূত ধন জন ।
ভুল না ভুল না আর, তাজ দস্ত অহঙ্কার,
ভজ নিত্য নিকরিকার, পাপসন্তাপহরণ । ১৫

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল ।

এ কি সুগন্ধ-হিলোল বহিল
আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তার ।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি
পাগল প্রায় !
বরণ বরণ পুষ্প রাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
সেই স্মরতি-সুধা করিছে পান,

পুরিয়া প্রাণ, সে সুখা করিছে দান,
সে সুখা অনিলে উধলি যায় । ১৪

রাগিণী পূর্ণ ষড়জ—তাল একতাল ।

(একি) লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ প্রাণেশ হে,
আনন্দ বসন্ত সমাগমে ।

বিকশিত প্রীতি কুসুম হে
পুলকিত চিত্ত কাননে ।

জীবনলতা অবনতা তব চরণে ।

হরষ গীত উচ্ছৃঙ্খলিত হে
কিরণ-মগন গগনে । ৩৩

রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল ।

এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত্ত অধীর,
সব শূন্যময় ।

চারি দিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শাস্তি কোপা, কোথা আলয় ।

কোথা তাপহারী পিপাসার বারি
হৃদয়ের চির আশ্রয় । ২৭

রাগিণী বাহার—তাল ধমার ।

এত আনন্দ ধনি উঠিল কোথায় !

জগতপুরবাসী সবে কোথায় যায় !

কোন অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান !

কোন স্থা করে পান !

কোন আলোকে আঁধার দূরে যায় ! ৫

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান ।

এ পরবাসে রবে কে হয় !

কে রবে এ সংশয়ে সম্ভাপে শোকে ।

হেথা কে রাখিবে ছুখ ভর সঙ্কটে

ভেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হারয়ে । ২০

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা ।

এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে ।

জ্বলন্ত মুখ তব দেখি নমন ভরি,

চাও হৃদয় মাকে চাও হে । ১২

রাগিণী মিশ্র বিভাস—তাল আড়াঠেকা ।

এবার বুকেছি সখা এ খেলা কেবলি খেলা ।

মানবজীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা ।

তোমাতে নহিলে আর খুচিবেনা হাহাকার
 কি দিলে ভূলায়ে রাখ কি দিলে কাটাও বেলা ।
 বুঝা হাঙ্গে রবি শশী বুঝা আসে দিবানিশি,
 সহসা পরাণ কঁাদে শূন্য হেরি দিশিদিশি ।
 তোমাতে খুঁজিতে এসে কি লয়ে রয়েছি শেষে,
 কিরিগো কিসেব লাগি এ অসীম মহামেলা !

বাগিনী আনন্দভৈববী—তাল কাওয়ালি ।

এস হে গৃহদেবতা !

এ ভবন পুণ্য প্রভাবে কর পবিত্র ।

বিরাজ জননী সবার জীবন ভরি,

দেখাও আদর্শ মহান্ চবিজ ।

শিখাও করিতে কমা, করহে কমা,

জাগায়ে রাখ মনে তব উপমা,

দেহু ধৈর্য্য হৃদয়ে

স্বথে ছুথে সৰ্বটে অটল চিত্ত ।

দেখাও রক্তনীদিবা বিমল বিভা,

বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা,

নব শোভা কিরণে

কর গৃহ স্তম্ভর রম্য বিচিত্র ।

সবে কর প্রহমান পুরিয়া প্রাণ,
ভুলিয়ে রাখ সখা আত্মাভিমান ।
সব বৈরী হবে দূর,
তোমাতে বরণ করি জীবন মিত্র ।

রাগিণী হান্সীর—তাল চৌতাল ।

এসেছে সকলে কত আগে, দেখ চেয়ে
হে প্রাণেশ, ডাকে সব ঐ তোমাতে ।
এস হে মাঝে এস কাছে এস,
তোমার ঘিবি চারি ধারে ।

উৎসবে মাতিব হে তোমার লয়ে
ভুবির আনন্দ পারাবারে ।

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি ।

ঐ পোহাইল তিমির রাত ;
পূর্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা ।
জীবনে, ধোবনে, হৃদয়ে বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপকৃপ মধুর ভাতি ।
কে পাঠালে এ শুভদিন নিত্যা মাঝে,
মহা মহোদ্যাসে জাগাইলে চরাচর,

স্বয়ংকল আশীর্বাদ বরবিলে
করি প্রচার সুখ বারতা
তুমি চির সাথের সাথী ।

রাগিণী সিন্ধু বিজয়—তাল তেওরা ।

ঐ বে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূৰ্ণ শোভন ভবজলধির পারে জ্যোতির্গম । .
শোক তাপিত জন সবে চল
সকল ছুখ হাব মোচন ।
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে
প্রেম জাগিবে অন্তরে ॥
কত যোগীন্দ্র ধ্বনি মূনিগণ
না জ্ঞানি কি ধ্যানে মগন ।
কিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে
ভুলিল চরাচর ।
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ,
বিমল বিভূষণ-বন্দনা ।
কোটি চক্ৰভাঙ্গা উলসিত
নৃত্য করিছে অবিরামে । ১২

রাগিনী বিভাস—তাল চৌতাল ।

ওঠ ওঠরে—বিকলে প্রভাত বহে বার বে,
 মেল আঁধি, জাগো জাগো, খেকনারে অচেতন ।
 সকলেই তাঁর কাজে ধাইল অগত মাঝে,
 জাগিল প্রভাত বায়ু,
 তালু ধাইল আকাশ পথে ।
 একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
 একে একে ফুলগুলি তাই—
 ফুটিয়া উঠিছে বনে ।
 শুন সে আহ্বান বাণী—চাহ সেই মুখপানে—
 তাঁহার আশীষ লয়ে,
 চল রে বাই সবে তাঁর কাজে ।

কীর্তন ।

ওহে জীবন বলভ,
 ওহে সাদন হুমত !
 আমি মর্ষের কথা অন্তর ব্যথা
 কিছুই নাহি কব,

শুধু জীবন ময় চরণে দিছ
 বুঝিয়া লহ সব,
 আমি কি আর কব !
 এই সংসারপথ সঙ্কট অতি
 কষ্টকর হে,
 আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে
 প্রেমমুরতি তব !
 আমি কি আর কব !
 আমি হুথ হুথ সব তুচ্ছ করিছ
 প্রিয় অপ্রিয় হে,
 তুমি নিজ হাতে লাহা সঁপিবে ভাহা
 মাথায় তুলিয়া লব,
 আমি কি আর কব !
 অপরাধ যদি করে থাকি পদে
 না কর যদি ক্ষমা,
 তবে পরাণপ্রিয় দিয়ো হে দিয়ো
 বেদনা নব নব !
 তবু কেলো না দূরে—দিবসশেষে
 ডেকে নিয়ো চরণে,
 তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার

বুড়া-আঁধার ভব

আমি কি আর কব ! ৬০

রাগিনী দেশকার—তাল চৌতাল ।

কামনা করি একান্তে,
হউক বরষিত নিখিল বিধে সুখ শান্তি ।
পাপতাপ হিংসা শোক
পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কুল
সেই ভব তাপিত শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে ।

ভক্তন—তাল ঠংরি ।

কি করিলি মোহের ছলনে ।
গৃহ তেরাগিরি প্রবাসে জন্মিলি
পথ হারাইলি গহনে ।
(জৈ) সময় চলে গেল আঁধার হরে এল
মেঘ ছাইল গগনে ।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না
বিধিছে কণ্টক চরণে ।
গৃহে কিরে বেতে প্রাণ কাঁদিয়ে

এখন কি রিব কেমনে,
 পথ বলে দাও পথ বলে দাও
 কে জানে কারে ডাকি সঘনে ।
 বন্ধু বাহারী ছিল সকলে চলে গেল
 কে আর বহিল এ বনে ।
 (ওর) জগত-সখা আছে বা'রে তাঁর কাছে,
 বেলা যে যায় মিছে য়োমনে ।
 দাঁড়ায় গৃহ-বাবে জননী ডাকিছে
 আর বে ধরি তাঁব চরণে,
 পথেব ধূলি লেগে অন্ধ ঐশি মোব
 মায়েরে দেখেও দেখিলিনে ।
 কোথাগো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,
 ডাকিছ কোথা হতে এ জনে,
 হাতে ধরিয়া সাপে লয়ে চল
 তোমার অমৃত ভবনে । ২
 বাগিণী শঙ্কব ভাল কাঁপতাল ।
 কি ভয় অভয় ধাম, তুমি মহারাজা,
 ভয় বাব তব নামে ।
 নির্ভয়ে অমৃত সহস্র লোক ধার তে

গগনে গগনে সেই অভয় নাম পায় যে ।
 তব বলে কর বলী যাবে রূপানর
 লোকভর বিপদ মৃত্যু ভয় দূর হয় তার-
 আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে,
 নিভ্য অন্তরঙ্গ পায় হে ।

রাগিনী বেহাগ—তাল যৎ ।

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ ।
 নিশিদিন অচেতন ধূলি-সন্ধান ।
 জাগিছে তারা নিশীথ আকাশ
 জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান ।
 বিহগ গাছে বনে ফুটে ফুলবাশি,
 চক্ৰমা হাসে সুধাময় হাসি ।
 তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে
 কেন হেরি না তব প্রেম বয়ান ।
 পাই জননীর অবাচিত স্নেহ
 ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ ।
 কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে
 কেন করি তোমা তত্তে দূবে প্রয়াণ । ১৬

রাগিণী ভৈরৱী—তাল কাঁপতাল ।

কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে ।
 অন্ধ জনে নয়ন দিবে অন্ধকারে ফেলিলে,
 বিরহে তব কাটে দিন রাত হে ।
 স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
 চকিতে শুধু দেখা দিবে চির মরমবেদনা,
 আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জল পাত হে ।
 পবশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
 কেন জীবন বিফল কর মরণ শরণ্যাত হে ।
 অহঙ্কার চূর্ণ কর প্রেমে মন পূর্ণ কব
 জয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল ।

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে ।
 কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে ।
 মহান্ জগতে থাকি বিনয়বিহীন আঁখি,
 বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব-মাকারে !
 যতনে আগারে জ্যোতি ফিরে কোটি স্বর্গলোক,
 তুমি কেন নিভারেছ আত্মার আলোক !

ঠাকুর আস্থান রবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন বসে আছ কুত্র এ সংসারে ।

রাগিণী আলাইয়া—তাল ধামাল ।

কেরে ওই ডাকিছে,
ঝেঁহর রব উঠিছে জগতে জগতে,
তোবা আর, আর, আর, আর ।
তাই আনন্দে বিহঙ্গ পান গাহে,
প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে ।
বিবাহ তবে কেন, অশ্রু ব'হ চোখে
শোককাতব আকুল কেন আজি !
কেন নিরানন্দ, চল সবে বাই —
পূর্ণ হবে আশা ।

গুজরাটী ভজন—তাল একতাল্য ।

কোথা আছ প্রভু ? এগেছি দীন হীন
আলম নাহি মোর অসীম সংসারে ।
অতি দূবে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতবে ।

সাফা কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
 বাধিবে ফেলিবে অকূল আঁধারে ?
 পথ বে জানিনে, রজনী আসিছে
 একেলা আমি বে এ বনমাঝারে ।
 অগত জননী, লত' লহ' ভোগে,
 বিরাগ মাগিছে প্রান্ত শিশু এ,
 পিরাও অমৃত, ভূষিত সে অতি.
 জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে ।
 তাজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে
 কাদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে,
 আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
 ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে ।
 এস তবে প্রভু, স্নেহ-নরনে
 এ মুখ পানে চাও, ঘুচিবে ব্যতনা,
 পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
 চরণ ধরিয়ে পুঁবিবে কামনা ।

রাগিনী টোড়ী—তাল একতাল।

গাও বীণা, বীণা গাওয়ে ।-

অমৃত মধুর তাঁর প্রেম গান

মানব সবে শুনাও রে ।
 মধুর ভানে নীরস প্রাণে
 মধুর প্রেম জাগাও বে ।
 ব্যথা দিওনা কাহারে, ব্যথিতের তরে
 পাবাণ প্রাণ কাঁদাও বে !
 নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী
 প্রাণে নববল দাও বে ।
 আনন্দময়ের আনন্দ আলয়
 নব নব ভানে ছাও রে,
 পড়ে থাক সদা বিতুর চরণে,
 আপনারে ভুলে যাও রে ।

বাগিণী কানেড়া—তাল কাওয়ালি ।

ঘোর রজনী এ, মোহ ঘনঘটা
 কোথা গৃহ হায়, পথে বসে ।
 সারা দিন করি বেলা বেলা বে ফুরাইল,
 গৃহ চাহিয়া প্রাণ কাঁদে ।

রাগিণী মিত্র মল্লার—তাল কপক ।

চলেছে ভরণী প্রসাদ পবনে,
 কে যাবে এস হে শাস্তি ভবনে ।
 এ ভবসংসারে ঘিরেছে অঁধারে,
 কেন রে ব'সে হেথা স্নান মুখ !
 প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না,
 হেথায় কোথা প্রেম কোথা স্মৃথ ।
 এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
 এ হুথ শোকানল দূবে থাক,
 সমুখে চাহিরে পুলকে গাহিরে
 চল রে শুনে চলি তাঁর ডাক,
 বিবর জাবনা লইয়া বাব না,
 তুচ্ছ হুথ হুথ পড়ে প্রাক !
 ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে
 তখন্ কার মুখ চাহিবে !
 সাধের ধনজন দিবে বিসর্জন,
 কিসের আশে প্রাণ রাখিবে ।

রাগিণী মিশ্র ঝাঁকিট- তাল কাওয়ালি।

চাহিনা হুখে থাকিতে হে ।
 হেব কত দোষ জন কাঁদিছে ।
 কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
 জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে,
 কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন
 সরমে চাহে চাকিতে হে ।
 শোকে হাহাকারে বধির প্রবণ
 ভুনিতে না পাই তোমার বচন,
 হৃদয়বেদন করিতে মোচন
 করে ডাকি কাবে ডাকিতে হে ।
 ধাশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
 আশীর্বাদ কর আতুর সন্তানে,
 পথচারা জনে ডাকি গৃহ পানে
 চরণে হবে রাখিতে হে ।
 প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্তনা,
 ব্যগিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
 তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
 অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে ।

রাগিণী নট মল্লার তাল চৌতাল ।

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিধে
নব কুসুম পল্লব নব গীত নব আনন্দ ।

নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত,
নব প্রীতি প্রবাহ হিলোলে ।

চারিদিক চিরদিন নবীন লাভণ্য

তব প্রেম নয়ন ছটা ।

হৃদয়স্বামী তুমি চির অধীশ,

তুমি চির নবীন, চিব মঙ্গল চিব সুন্দর ।

রাগিণী মহিশূরী খাম্বাজ তাল ঠুংরি ।

চির বহু, চির নিভর, চিরশান্তি

তুমি হে প্রভু !

তুমি চিরমঙ্গল সখা হে (তোমার অগতে)

চিরসঙ্গী চির জীবনে ।

চির প্রীতিসুধানিধির তুমি হে হৃদয়েশ !

তব অয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার অগতে)

চির দিবা চিররজনী ।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল ।

জগতের তুমি রাজা, অসীম প্রভাপ,
 হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ ।
 নীলাম্বব জ্যোতিষচিত চরণপ্রান্তে প্রসাবিত,
 ফিরে সতরে নিরমপথে অনন্ত লোক ।
 নিভৃত হৃদয় মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি
 প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি ।
 ভক্ত হৃদয়ে তব করুণাবস সত্য বহে,
 দীনজনে সত্য কর অভয় দান ।

রাগিণী ভূপালী—তাল তালফেবত ।

জয় রাজরাজেশ্বর ।
 জয় অরুণ সূর্য্যব ।
 জয় প্রেম সাগর, জয় ক্ষেম আকর,
 তিমির তিরঙ্কর হৃদয়-গগন ভাস্কর ।

রাগিণী শঙ্করা—তাল চৌতাল ।

জাগিতে হবে রে ;
 মোহ নিজা করু না রাবে চিরদিন,
 ত্যজিতে হইবে স্বপ্ন-শয়ন অশনি-দোষণে ।

জাগে তাঁর ভায়দণ্ড সর্বভুবনে ।
 ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে ;
 জগে তাঁর বদ্র-নেত্র পাপ তিমিরে ।

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল ।

জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহলমাঝে
 তুমি গম্ভীর, শুদ্ধ, শাস্ত, নির্ভিকার,
 পবিপূর্ণ মহাজ্ঞান ।
 তোমাপানে ধার প্রাণ
 সব কোলাহল ছাড়ি,
 চঞ্চল নদী যেমন ধার সাগরে ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল ।

ডাকি তোমাবে কাতরে, দয়া কর দীনে,
 রাখহে রাখহে অভয় চরণে ।
 ধন জন তুচ্ছ সকলি, সকলি মোহমারা,
 বৃথা বৃথা জানিহে, প্রাণ চাছে যে তোমা পানে ।

রাগিণী ঋষ্মাজ—তাল ধামার ।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে
 তাপ চরণ রেহ-কোলে ।

নয়ন সলিলে কুটেছে হাসি
 ডাক শুনে সবে ছুটে চলে
 তাপ হরণ দেহ কোলে ।
 ফিরিছে দ্বারা পথে পথে,
 ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
 শুনেছে তাহার। তব করুণা,
 দুখী জনে তুমি নেবে তুলে
 তাপ হরণ দেহ কোলে ।

মিত্রা ললিত—তাল একতারা ।

ডাকিছ শুনি জাগিছে প্রভু
 আগিছে তব পাশে ।

আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল
 চরণ-দরশ আশে ।

খুলিল দ্বার, তিমির ভার
 দূর হইল আসে ।

হেরিল পথ বিশ্ব অগত
 ধাইল নিজ বাসে ।

বিষল-কিরণ প্রেম আঁখি
 স্নান করিবে পরকাশে ।

নিখিল তায় অতর পার

সকল জগত হাসে ।

কানন সব ফুল আজি

দোরভ তব ভাগে ।

মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুগ

প্রেম-কুন্ডল-বাসে ।

উজ্জল যত ভকত হৃদয়

মোহ তিমির নাশে ।

দাও নাথ প্রেম-অমৃত

বঞ্চিত তব দাসে ।

রাগিণী ললিত - তাল চৌতাল ।

ডুবি অমৃত পাথারে,—

বাই ভুলে চরাচর,

মিলায় রবি শশা ।

নাহি দেশ, নাহি কাল,

নাহি হেরি সীমা,

প্রেমমুরতি হৃদয়ে জাগে

আনন্দ নাহি ধরে ।

বাগিনী সাহানা—তাল কাঁপতাল ।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিব আর ।
 ডাকিতে এসেছি তাই, চল' ঘুরা ক'রে ।
 তাপিত হৃদয় যাবা মুছিব নয়ন ধারা,
 বুচিবে বিষহ তাপ কতদিন পবে ।
 আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে ।
 পুলকে অগং আজি কি মধু শোভার সাজে ।
 আজি এ মধুর ভাব, মধুর মিলন হ'বে,
 তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অস্তবে ।

বাগিনী পরজ—তাল কাণ্ডযালি ।

তব প্রেমসুধাবাস মেতেছি,
 ডুবেছে মন ডুবেছে ।
 কোথা কে আছে নাহি জানি,
 তোমার মাধুরী পান মেতেছি
 ডুবেছে মন ডুবেছে ।

রাগিনী দেশী টোড়ি—তাল চিমা তেতালা ।

তবে কি ফিবিব স্নান মুখে সখা,
 অব অব প্রাণ কি ছুড়াবে না ।

আঁধার সংসারে আবাস কিরে ঘাব ?

হৃদয়ের আশা পূরাবে না ?

রাগণী কাফি—তাল যৎ ।

তার' তার' হরি দান-জনে ।

ডাক তোমার পথে করুণাময়

পূজন-সাধন হান জনে ।

অকুল সাগরে না হেরি জ্ঞান,

পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,

মরণ যাবাবে শরণ দাওহে

রাখ এ দুর্বল কীর্ণ জনে ।

ঘেরিল বামিনী নিভিল আলো,

বুধা কাজে মম দিন কুরাণো,

পথ নাহি প্রভু পাথের-নাহি,

ডাকি তোমায়ে প্রাণপাণে ।

দিক্‌হারা সন্ধ্যা যদি বে যুগে

বাই তোমা হতে দূর জুদুয়ে,

পথ হারাই রসাতল পুরে

অন্ধ এ লোভন বোহ জনে ।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা ।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
 এস সবে নয়নারী আপন হৃদয় বয়ে ।
 সে আনন্দে উপবন, বিকশিত অশ্রুক্ষণ,
 সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা করে ।
 সে পূণ্য নির্ঝর স্রোতে বিশ্ব করিতেছে নান,
 রাখ সে অমৃত ধারা পুরিমা হৃদয় প্রাণ ।
 তোমরা এগেছ তোরে, শূন্য কি বাইবে ফিরে,
 শেষে কি নয়ন নীবে ডুবিলে তুষিত হ'রে ।
 চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাশ্রয়,
 চিরদিন এ ধরণী ঘোবনে ফুটিয়া রয় ।
 সে আনন্দরস পানে চিরশ্রেয় জাগে প্রাণে,
 দহেনা সংসার তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে ।

রাগ ভৈরবী—তাল একতাল ।

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে ?
 চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান ।
 বিরহ নাহি তার নাহিরে হৃথ তাপ
 সে প্রেমে নাতি অবসান ।

রাগ ভৈরবী—তাল কাওয়ালি ।

তুমি আপনি লাগাও মোরে তব সুখ পরশে,
 জনননাথ, তিমির রজনী অবসানে হেরি তোমায়ে ।
 ধীরে ধীরে বিকাশে। জননগগনে বিমল তব মুখভাতি ।

রাগ ভৈরবী—তাল কাওয়ালি ।

তুমি কি গো পিতা আমাদের,
 ওহ বে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের ।
 ওই বে নয়ন তব, অকণ কিরণ নব,
 বিমল চবণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের ।
 ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
 তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া ?
 জনন্যেব ফুলগুলি যতনে ফুটায় তুলি,
 দিবে কি বিমল করি প্রমাদ-সলিল দিয়া ?

বাগিনী দেশ—তাল একতাল ।

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে
 হের গো কি দশ্য হরেছে ।
 মলিন বদন মলিন জনন
 শোকে প্রাণ ভূবে রয়েছে ।

বিঃহীর বেশে এসেছি তেথায়
 জানাতে বিরহ-রেনমা ।
 দরশন নেব তবে চলে যাব
 অনেক দিনের বাসনা ।
 নাথ নাথ বলে ডাকিম তোমাতে
 চাহিব হৃদয়ে রাখিতে,
 কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে
 আর কি পারিবে থাকিতে ।
 ও অমৃতরূপ দেখিব এখন
 মুছিব নয়ন বারি হে ।
 আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব
 চরণতলে তোমারি চৈ ।

রাগিণী—কেদারা—তাল ঝাঁপতাল ।

তুমি ধন্ত ধন্তাই, ধন্ত তব প্রেম,
 ধন্ত তোমার ভগত রচনা ।
 এ কি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
 এ সমীরণ পুরিলে প্রাণ-চিল্লালে ।
 এ কি প্রেমে তুমি কুল ফুটাইলে,
 কুসুমবন ছাইলে শ্রাম পলবে ।

এ কি গভীর রাণী শিখালে সাগরে,
কি মধুগীতি তুলিলে নদী কল্লোলে ।
এ কি ঢালিছ গুণা মানব হৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে ।

রাগিণী মিত্র জঃতয়ন্তী—তাল একতাল ।

তুমি বহু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার
তুমি গুণ, তুমি শাস্তি, তুমি হে অমৃত পাথর ।
তুমিহেই আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার ।

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল ।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঐক্য তারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথহারা
বেধা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণ ধারা ।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সজোপনে,
ভিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কুল-কিনারা ।
কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরস সে হয় সারা ।

ভজন—তাল ছেপুকা ।

তোমাবেই প্রাণের আশা করিব ।
 সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
 চরণে চাহিয়া রহিব ।
 কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে
 তুমিই জান তা' প্রভু গো ।
 তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে
 সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব ।
 যদি বনে কতু পথ হারাই প্রভু
 তোমাবি নাম লয়ে ডাকিব,
 বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে
 চরণ ছন্দয়ে লইব,
 তোমারি জগতে প্রেম বিলাটব,
 তোমারি কার্য যা সাধিব,
 শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
 বিরাম আব কোথা পাইব ।
 রাগিনী দেশ খান্ধাজ তাল বাঁপতাল ।
 তোমার, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে ।
 প্রেম কুহুরের মধু সোরতে

নাথ তোমাতে ভুলাব হে ।
তোমার প্রেমে সখা সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ বহিব চেয়ে ।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর ?
মধুর হাসি বিকাশি হবে হৃদয়াকাশে ।

বাগিনী পুরবী—তাল চৌতাল ।

তোমা লাগি নাথ জাগি জাগি হে
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা ।
সকলে চলে যায ফেলে চির শরণ হে,
তুমি কাছে পাক হুখে হুখে নাথ
পাপে তাপে আর কেহ নাই ।

বাগিনী তৈরবী—তাল একতাল ।

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ
করণামর স্বামী ।
তোমারি প্রেম স্রবণে রাখি
চরণে রাখি আশা,
দাও হুঃখ, দাও তাপ,
সকলি সহিব আমি ।

৩৬ প্রেম আঁখি সতত আগে

জেনেও জানিনা,

ঐ, মঙ্গল রূপ কুলি তাই

শোক সাগবে নামি ।

আনন্দময় তোমার বিশ্ব

শোভাসুখ পূর্ণ

আমি আপন দোষে চুঃখ পাই

বাসনা গম্ভীরায়ী ।

মোহ বন্ধন ছিন্ন কব

কঠিন আঘাতে,

অশ্রুসলিলধোত ক্রমে

ধাক দিবস-হারী ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাঁপতাল ।

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধার ।

তোমাতে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায় ।

অসীম সৌন্দর্য্য তব কে করেছে অনুভব হে,

সে মাধুরী চির নব,

আমি না জেনে প্রাণ ন'পেছি তোমার ।

তুমি জ্যোতিব জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে,

তুমি মুক্ত মহোদান্ আমি মথ পাথারে,
 তুমি অসুখীন আমি কুজ দীন,
 কি অপূৰ্ণ মিলন তোমার আমার ।

রাগিনী ইমন ভূপালি — তাল একতালা ।

তোমার কথা হেথা কেহত বলে না,
 করে শুধু মিছে কোলাহল ।
 সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
 পান করে শুধু হলাহল ।
 আপনি কেটেছে আপনার মূল,
 না জানে সঁতার নাহি পায় কূল,
 স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুকি শেষে,
 করে দিবানিশি লেলমল ।
 আমি কোথা যাব কাহারে শুধাব,
 নিয়ে যায় সবে টানিয়া,
 একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
 অকূল পাথারে আনিয়া ।
 সুহৃদদের তরে চাই চারিধারে,
 অঁাখি করিতেছে ছলছল ।

আপনার ভায়ে মরি যে আপনি

কাঁপিছে হৃদয় হীনবল ।

রাগিণী গোড় মল্লার—তাল কাওয়ালি ।

তোমার লেখা পাব বলে এসেছি যে সখা

শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,

তবে গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও ।

দেহ গো সরাস্রে তপন তারকা,

আবরণ সব দূর কর হে,

মোচন কর ভিমির,

জগত আড়ালে বেক না বিরলে

লুকায়োনা আপনারি মহিমা মাঝে,

তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও ।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট—তাল চৌতাল ।

তোমারি মধুর রূপে ডরেছে ভুবন,

বুদ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন ।

তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,

পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,

রূপ-রাশি-বিকশিত-ভল্ল কুন্তল বন ।

তোমা পানে চাহি সকলে জ্বলয়,
 রূপ হেরি আকুল অন্তর,
 তোমাতে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর
 তোমার প্রেম চাহি ।
 উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
 গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
 তোমাব চরণে করেছে বরণ নিখিল জন ।

বাগিনী রামকেলী—তাল কাওয়ালি ।

দাও হে হৃদয় ভবে দাও ।
 তরঙ্গ উঠে উধলিয়া সুধাসাগরে
 সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও ।
 যেই সুধারস পানে ত্রিভুবন মাতে
 তাহা মোরে দাও ।

রাগিনী আসাবরী টোড়ি—তাল তেওট ।

দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা,
 কাতরে কাঁদে হিয়া ।
 জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ,
 কি হল এ শূন্য জীবনে ।

দেখাব কেমনে এই স্নান মুখ

কাছে যাব কি লইয়া ।

শ্রু হে বাইব ভয়, পাব ভয়সা,

ভূমি যদি ডাক এ অধমে ।

বাগিণী ধুন—তাল কাওয়ালি ।

দিবানিশি বাবরা যতন

জগৎপতি বচাচি আসন,

জগৎপতি হে রূপা কবি

হেথা । ক কবিবে আগমন ?

অতিশয় বিজন এ ঠাই,

কোলাচল কিছু হেথা নাই,

জন্মায়ব নিভৃত নিলয়

কবেছি যতন প্রদান ।

বাহিবব দীপ ববি তাবা

ঢালে না সেথায় কব ধাবা,

ভূমিই কবিবে শুধু, দেব,

সেথায় কিবণ বিষণ ।

দূবে বাসনা চপল,

দূবে প্রমোদ কোলাচল,

বিষয়ের মান অভিমান,
 করেছে স্মৃতি পলারন ।
 কেবল আনন্দ বসি সেখা,
 মুখে নাই একটিও কথা,
 তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু,
 করিবে তোমারি আরাধন,
 নীরবে বসিয়া অবিরল
 চরণে দিবে সে অঞ্জলি,
 দ্বারের আগিয়া রবে একা
 হৃদিয়া সজল ছনয়ন ।

রাগিণী আসাবরী—তাল কাঁপতাল

দীর্ঘ জীবন পথ,
 কত দুঃখ তাপ,
 কত শোক মহন—
 গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান ।
 বুলে রেখেছেন তাঁর
 অমৃত ভবন ঘর
 শ্রান্তি ঘুচিবে অক্ষ মুহূর্তে
 এ পথের হবে অবসান ।

অনন্তের পানে চাহি
 আনন্দের গান গাহি
 কুত্র শোক তাপ নাচি নাহি রে—
 অনন্ত আলয় বার
 কিসের ভাবনা তার
 নিমেষের ভুজ্জ ভায়ে হব নারে শ্রিয়মাণ ।
 রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল ।

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই
 কেন গো একেলা খেলে রাখ' !
 ডেকে নিলে, ছিল বারা কাছে,
 তুমি তবে কাছে কাছে থাক' !
 প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
 রবি শশী দেখা নাহি বার,
 এ পথে চলে যে অসহায়
 তব ত্রি ডাক প্রভু, ডাক ।
 সংসারের আলো নিভাইলে,
 বিবাদের আঁধার ঘনায়,
 দেখাও তোমার বাতায়নে
 চির-আলো জলিছে কোথায় !

শুক নির্ঝরনের ধারে রই,
 শিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
 অসাম প্রেমের উৎস কই,
 আমারে তৃপ্ত রেখনাক !
 কে আমার আত্মীয় স্বজন
 আজ আসে, কাল চলে যায় !
 চরাচর ঘুবিছে কেবল
 জগতের বিপ্রান কোথায় ।
 সবাই আপনা নিয়ে রয়,
 কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়,
 সংসারের নিরাশ্রয় জনে
 তোমার স্নেহেতে নাথ, ঢাক' ।

রাগিণী রামকেলী—তাল ঝাঁপতাল ।

ছুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ !
 সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে চাহিয়ে
 কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন ।

গোড়সারং—তাল একতাল ।

হুখের কথা তোমার বলিব না, হুখ
 ভুলেছি ও কয়-পরশে ।

রা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ,

গ্রুখে আছি আছি হরবে ।

আনন্দ-আলস এ মধুর তব,

হেথা আমি আছি, এ কি রেহ তব,

তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন

মধুর কিরণ বরবে ।

কত নব হাসি ফুটে কুল বনে

প্রতিদিন নব প্রভাতে,

প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা

তোমার নীরব সত্যতে ।

জননীর স্নেহ স্নেহের প্রীতি

শতধারে স্নেহা ঢালে নিতিনিতি,

জগতের প্রেম, মধুর বাধুরী,

ভুবান্ধ অমৃত-সরসে ।

কুজ ঘোর ভবু না আমি মরণ,

দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,

শোক তাপ সব হয় হে চরণ

তোমার চরণ দরশে ।

প্রতিদিন যেম বাড়ে ভালবাসা,

প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,

পাই নব প্রাণ, আগে নব আশা

নব নব নব-বয়সে ।

রাগিণী কামোদ—তাল ধামার ।

হৃদয়ে বসে আছি প্রভু সারা বেলা,

নয়নে বহে অশ্রুবারি ।

সংসারে কি আছে হে হৃদয় না পূরে ;

প্রাণের বাসনা প্রাণে লরে,

কিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে ।

সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে

বিমূৰ্খ হোয়ো না দীন হৌনে

যা' ক'র হে রব পড়ে ।

রাগ ভয়রৌ—তাল কাঁপতাল ।

দেখু চেয়ে দেখু তোরা অগভের উৎসব,

শোনে অনন্তকাল উঠে জর জর রব ।

অগভের বত কবি, গ্রহতারা শাশ রবি,

অনন্ত আকাশে কিরি গান গাহে নব নব ।

কি সৌন্দর্য্য অল্পপম না জানি দেখেছে তারা,

না জানি করেছে পান কি মহা অমৃতধারা ।

না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
 আনন্দে বাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব ।
 দেখে আকাশে চেরে —কিরণে কিরণময় ।
 দেখে জগতে চেরে - সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয় ।
 আঁধি মোর কার দিকে চেরে আছে অনিহিতে ;
 কি কথা জাগিছে প্রাণে ভেমনে প্রকাশি কব ।

রাগিণী বেলাবলী—তাল কাওয়ালি ।

দেখা যদি দিলে ছেড়োনা আর,
 আমি অতি দীন হীন ।
 নাহি কি তেথা পাপ মোহ
 বিপদ জাগি ?
 তোমা বিনা একেলা
 নাহি ভরসা ।

রাগিণী দেওগিরি—তাল তুরফাঁকতাল ।

দেবাধিদেব মহাদেব ।
 অসীম সম্পদ অসীম মহিমা ।
 মহাসত্তা তব অনন্ত আকাশে
 কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে ।

যোগিয়া বিভাস—তাল একতালা ।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে

রয়েছ নয়নে নয়নে ।

হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে

হৃদয়ে রয়েছ গোপনে ।

বাসনার বশে মন অবিরত

ধায় দশদিশে পাগলের মত,

হির অঁধি তুমি মরমে সতত

জাপিছ শয়নে সপনে ।

সবটে ছেড়েছে নাই বার কেহ,

তুমি আছ তার আছে তব বেহ,

নিরাশ্রয় জন পথ বার গেহ,

সেও আছে তব ভবনে !

তুমি ছাড়া কেহ সাথা নাই আর

সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,

কাল পারাবার করিতেছ পার;

কেহ নাহি জানে কেমনে ।

জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,

তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,

হত পাই তোমার আয়ো তত বাচি,

হত জানি তত জানিনে ।

জানি আমি তোমার পাব নিরন্তর,

লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,

তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,

কোন বাধা নাই ভুবনে !

রাগিণী টোড়ি—তাল কাওয়ালি ।

নব আনন্দে জাগে আমি ; নবরবিকিরণে,

শুভ্র স্নানব প্রীতি-উজ্জল নিখিল জীবনে ।

উৎসারিত নবজীবননিখর,

উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,

অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আমি এই শান্তি পবনে ।

রাগিণী সূহাকানাড়া—তাল কাওয়ালি ।

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা তাকিরা দাঁও ।

মাঝে কিছু রেখোনা রেখোনা,

খেতানা খেতানা দূরে ।

নির্জনে মননে অন্তরে বাহিরে,

নিভা তোমারে হেরিব ।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি ।

নিকটে দেখিব তোমাবে করেছি বাসনা মনে ।

চাহিব নাহে চাহিব না হে দূর দূরান্তর গগনে ।

দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী ঘেহে, ব্রাতৃ প্রেমে,
ত সহস্র মঙ্গল বঞ্চে ।

হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে, প্রতিদিন হেরিব
বনে ।

হেরিব উজ্জল বিমল মৃতি তব শোকে হৃৎথে মরণে,

হেরিব সজনে নবনারী মুখে হেরিব বিজনে বিরলে হে পতীর
স্তব আসনে ।

রাগিণী খান্ডার—তাল কাঁপতাল ।

নিত্য নব সত্য তব শুদ্ধ আলোকময়

পরিপূর্ণ জ্ঞানময়

কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত আকাশে ।

রয়েছি বলি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি

উর্দ্ধমুখে করপুটে

মব স্নেহ, নব প্রাণ, নব দিবা আশে ।

কি দেখিব কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,

নুতন আলোক আপন মনমাঝে ।

সে আলোককে মহাসুখে আপন আলঃ মুখে
চলে বাব গান গাহি,
কে রহিবে আর দূর পববাদে ।

বাগিনী যোগিয়া—তাল কাওয়ালি ।

নিশি দিন চাহ রে তাঁর পানে ।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর স্তম্ভ গানে ।
হেব রে অঙ্করে সে মুখ স্নানব,
ভোল চুখ তাঁর প্রেম মধু পানে ।

রাগিনী নাচারী তোড়ি—তাল ধামাব ।

নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে ।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশে। নূতন উবাণেকে ।

বাগিনী কিংকিট—তাল একতালা ।

পদপ্রান্তে বাধ সেবকে
শান্তিসদন সাধন-ধন
দেব-দেব হে ।
সর্বলোক পবমশরণ,

সকল মোহকলুষহরণ,
 ছঃখতাপবিস্তরণ
 দোক-শান্ত বিজ্ঞচরণ ॥
 সত্যরূপ প্রেমরূপ হে,
 দেব-মল্লভ-বন্দিত-পদ
 বিশ্বরূপ হে ।
 হৃদয়-নন্দ পূর্ণ ইন্দু,
 তুমি অপার প্রেমসিদ্ধ,
 যাচে ত্বিতি অমির বিন্দু,
 ককণালয় তত্ত্ববন্ধু ॥
 প্রেমেনেজে চাহ সেবকে
 বিকশিতদল চিত্তকমল
 হৃদয়দেব হে ।
 পূণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন,
 মধুর হেরি সকল ভুবন,
 সুধাগন্ধ-মুদিত পবন,
 ধ্বনিতগীত হৃদয় ভবন ।
 এস এস শূন্য জীবনে ।
 মিটাও আশ সব তির্যাক
 অমৃত প্লাবনে ।

দেহ জান, প্রেম দেহ,
 শুক চিত্রে বরিষ দেহ,
 ধস্ত হোক হৃদয় দেহ,
 পুণ্য হোক সকল গেহ ॥

রাগিণী বাহার—তাল একতাল।

পিতার হৃদয়ে দীড়াইয়া সবে
 ভুলে যাও অভিমান ।
 এস তাই এস প্রাণে প্রাণে আজি
 রেখোনা রে ব্যবধান ।
 সংসারের ধূলা ধূরে কেলে এস
 মুখে লয়ে এস হাসি,
 হৃদয়ের খালে লয়ে এস তাই
 প্রেম ফুল রাশি রাশি ।
 নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে
 রহিলে উঁহায়ে ভুলে,
 অনাথ জনের মুখপানে আঁহা
 চাহিলে না মুখ ভুলে
 কঠোর আবাস্তে ব্যথা পেলে কত
 ব্যথিলে পরের প্রাণ ।

তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে
দিবা হল অবসান ।

তীর কাছে এসে ডুবু ডি আলি
আপনারে তুলিবে না ।

কদর মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে
কদর কি খুলিবে না ।

লইব বাঁটির। সকলে মিলিয়া
প্রেমের অন্তত তাঁরি,

পিতার অসীম ধন রতনের
সকলেই অধিকারী ।

রাগিনী খট্—তাল ঝাঁপতাল ।

পেরেছি অভয়পদ আর ভয় কারে ।

আনন্দে চলেছি ভবণাব্যবহার পায়ে ।

মধুর লীতল ছার, শোক তাপ দূরে বার,

কব-পাকিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে ।

জীবনে মরণে আর কত না ছাড়িব তাঁরে ।

গোড়সারং—তাল চৌতাল ।

পেরেছি সন্ধান তব অন্তর্যামী,

অন্তবে বেঁধেছি তোমায়ে ।

চকিতে চপল আলোকে হৃদয় শতদল মাঝে
 হেরিছ এ কি অপরূপ রূপ ।
 কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে ধারে ধারে,
 মাতিয়া কলরবে ।
 সহসা কোলাহল মাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
 নিহৃত হৃদয় মাঝে
 মধুর গভীর শাস্তবাণী ।

রাগিণী কল্যাণ—তাল চৌতাল ।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস,
 এস মনোরঞ্জন ।
 আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ,
 অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ,
 কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন ।
 সকল সংসার দাঁড়াবে সরিরা,
 তুমি হৃদয়ে আসিছ দেধি,
 জ্যোতির্ধর তোমার প্রকাশে,
 শশী তপন পায় লাজ,
 সকলের তুমি গর্ভগঞ্জন ।

গুর্জরী তোড়ি—তাল চৌতাল ।

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে
 বিহঙ্গম গীত হ্রস্বে তোমার আভাস পাই ।
 জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে,
 অগাধ শূন্ত পূরে কিরণে,
 খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে,
 বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি ।
 চারিদিকে করে খেলা, বরণ কিরণ জীবন মেলা,
 কোথা তুমি অন্তবালে,
 অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়,
 অন্ত তোমার নাই নাই ।

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

কিরোনা কিরোনা আজি, এসেছ হৃদয়ে,
 শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে ।
 আল তীরে যাও দেশে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
 অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে ।
 শুক প্রাণ শুক রেখে কার পানে চাও—
 শূন্য ছটো কথা শুনে কোথা চলে যাও ।

তোমার কথা তাঁরে করে তাঁর কথা বাঁও গয়ে,
চলে যাও, তাঁর কাছে রেখে আশনারে ।

রাগিণী দরবারি টোড়ি—তাল টিমেতেতাল ।

তব কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে ।

জুড়াব হিরা তোমায় দেখি,
সুখা রসে মগন হব হে ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতাল ।

তব হর পাছে তব নামে আমি

আমারে করি প্রচার হে ।

মোহবশে পাছে ঘিরে আমার, তব

নাম-গান-অহঙ্কার হে ।

তোমার কাছে কিছু নাহিত লুকানো,

অস্তরের কথা তুমি সব জানো,

আমি কত দীন, আমি কত হীন,

দুঃখ কষ্টে হবে উঠে তব নাম,

বিশ্ব শুনে তোমার করে গো প্রশংসা,

তাই আমার পাছে আগে অভিমান,

প্রাণে আমার আঁধার হে ।

পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আগনে বসাই আবারে,
রাখ মোহ হতে রাখ তব হতে
রাখ রাখ বার বার হে ।

রাগিনী কল্যাণ—তাল পটতাল ।

মহা বিখে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
আমি মানব কি লাগি একাকী ভ্রমি বিশ্বয়ে ।
তুমি আছ বিশ্বের স্বরূপতি অসীম রহস্যে
নীলবে একাকী ভব আলয়ে ।
আমি চাহি তোমা পানে
তুমি মোরে নিয়ত হেরিছ
নিমেঘ বিহীন মত নরনে ।

রাগিনী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল ।

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব-পিতঃ,
তোমারি রচিত জ্ঞান মহান্ বিশ্বের গীত ।
মর্ত্যের বৃত্তিলা হোয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ মোরে
আমিও ছরারে তব হ'য়েছি হে উপনীত ।

কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমায়ে শুনাব নীত এসেছি তাহারি লাগি
গাহে যেথা রাব শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই তকতের চিত্ত !

রাগিণী কাফি—তাল একতাল।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,

চির দিন কেন পাই না !

কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে

তোমায়ে দেখিতে দেয় না !

কণিক আলোকে আঁধার পলকে

তোমায় যবে পাই দেখিতে,

হারাই হারাই সদা হয় ভয়

হারাইরা ফেলি চকিতে ।

কি করিলে বল পাইব তোমায়ে,

রাখিব আঁধিতে আঁধিতে ।

এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ

তোমায়ে হৃদয়ে রাখিতে ।

আর কারো পানে চাহিব না আর

করিব হে আমি প্রাণপণ,

তুমি যদি বল এখনি করিব
বিবর বাসনা বিসর্জন !

রাগিনী আসা ভৈরবী—তাল ঠুংরি ।

মিটিল সব স্মৃতি, তাঁহার প্রেম স্মৃতি
চলরে ঘরে লয়ে বাই ।
সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক
তুষিত আছে কত ভাই ।
ভাকরে তাঁর নামে সবারে নিজধামে
সকলে তাঁর গুণ গাই ।
হুখি কাতর জনে রেখোরে রেখো মনে
কষম্বে সবে দেহ ঠাই ।
সতত চাহি তাঁরে ভোলরে আপনারে
সবারে কররে আপন ।
শান্তি আহবণে শান্তি বিতরণে
জীবন কবরে বাপন ।
এত যে সুখ আছে কে তাহা গুনিয়াছে
চলরে সবারে গুনাই—

কলরে ডেকে বল "পিতার ঘরে চল
হেথায় শোক ভাপ নাই"

রাগিণী মিত্র কেদারা—তাল একতাল।

বাদের চাহিয়া তোমারে তুলেছি

তার। ত চাহে না আমারে ।

তারা আসে তারা চলে যায় দূরে

ফেলে যায় মরু মাঝারে ।

হৃদনের হাসি হৃদনে কুরার

দীপ নিভে যায় আঁধারে ।

কে রহে তখন মুছাতে নয়ন

ডেকে ডেকে মরি কাহাবে ।

বাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাউ

আপনার মন ফুলাতে,

শেষে দেখি হার ভেঙ্গে সব যায়

ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে,—

হৃথের আশার মরি পিপাসার

ডুবে মরি হৃথ পাথারে,

রবি শশি তারা কোথা হয় হারা

দেখিতে না পাই তোমারে ।

রাগিণী আশা ভৈরবী—তাল ঠংরি ।

বরষ ধরা মাঝে শান্তির হারি ।

শুক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে

উর্দ্ধযুগে নরনারী ।

না থাকে অঙ্ককার, না থাকে মোহ পাপ,

না থাকে শোক পরিতাপ ।

হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক,

বিষ দাও অপসারি ।

কেন এ হিংসা ঘেঘ, কেন এ ছদ্মবেশ,

কেন এ মান অভিমান !

বিস্তর বিস্তর প্রেম পাষণ হৃদয়ে

জয় জয় হোক তোমারি !

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতাল ।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী ।

কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্থ মানি ।

তবে প্রাণ আগিবে তব প্রেম গাহিবে,

হারে হারে কিরি সবার হৃদয় চাহিবে,

নরনারী-মন করিয়া হরণ চরণে দিবে মানি ।

কেহ ভনে না গান আগে না ঐশ
 বিকলে গীত অবসান,
 তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নহি ।
 তুমি না কহিলে কেমনে কব,
 প্রবল অজের বাণী তব,
 তুমি যা বলিবে তাই বলিব,
 আমি কিছুই না জানি,
 তব নামে আমি সবারে ডাকি
 হৃদয়ে লইব টানি ।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা ।

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি ব্যর,
 আশন শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিরা যায় ।
 তবুত আমার কাছে, নব রবি উদয়ছে,
 তবুত জীবন চালি বহিছে নীবন ব্যর ।
 বহিছে বিষল উষা তোমার আশীষ বাণী,
 তোমার করুণা-স্বধা হৃদয়ে দিতেছে আনি ।
 যেথেষ্ট অগত পূরে, মোরেক কেননি হুবে,
 অসীম আবাসে তার পুলকে শিহ্নে কার ।

বাগিণী কর্ণাটী ঝিকিটু—তাল কাওয়ালি ।

বড আশা কার এসেছি গো কাছে ডেকে লও,

কিবারো না জননি ।

দীনহীনে কেহ চাহে না,

তুমি তারে রাখিবে জানি গো,

আর আমি যে কিছু চাহিনে

চরণতলে বসে থাকিব,

আর আমি যে কিছু চাহি না ।

জননী ব'লে শুধু ডাকিব ।

তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,

কৈদে কৈদে কোথা বেড়ান ।

ঐ যে ছেবি ভ্রমস-ঘন-ঘোর গহন বজনী ।

রাগিণী কাফি কানাড়া—তাল টিমাতেতাল ।

বৈধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় ।

তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল ছন্দর ।

তব প্রেমে কুণ্ঠন হালে,

তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,

প্রেম হাসি তব উষা নব নব,
 প্রেমে নিমগন নিখিল নীবব,
 তব প্রেম তরে কিরে হা হা ক'রে উদাসী মলয় ।
 আকুল প্রাণ মম কিরিবে না সংসাৰে,
 ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি ।
 জলে স্তলে গগন তলে,
 তব স্নান বাণী সতত উথলে,
 শুনিয়া পরাণ শাস্তি না মানে,
 ছুটে যেতে চায় অনন্তেবি পানে,
 আকুল হৃদয় গোজে বিশ্বময়, ও প্রেম আলয় ।
 বাগিনী টোড়ী—তাল টিমা তেতালা ।

শাস্তি সমুদ্র তুমি গভীর
 অতি অগাধ আনন্দ রাশি ।
 তোমাতে সব দুঃখ জালা কবির নির্মাণ,
 ভুলিব সংসার—
 অসীম সুখ সাগরে ডুব যাব ।
 রাগ ভৈরব—তাল আড়া চৌতাল ।
 শুদ্ধ আসনে বিরাট অরুণ ছটামাঝে,
 নীলাশয়ে, ধরনী পবে

কিবা মহিমা তব বিকাশিল ।
 দীপ্ত হৃদ্য তব মুকুটোপরি,
 চরণে কোটি তারা মিলাইল,
 আলোকে প্রেমে আনন্দে
 সকল জগত বিভাসিল ।

রাগিণী মিশ্র বেলাওল—তাল ঝাঁপতাল ।

তুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন,
 এসেছে তোমার ধারে, শূন্য করে না বেন ।
 কাঁদে যারা নিরাশার, আঁধি বেন মুছে যার,
 বেন গো অভয় পায়, জাসে কল্লিত মন ।
 কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন
 শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন ।
 পাপে যারা ডুবিয়াছে, বাবে তারা কার কাছে
 কোথা হার পথ আছে, দাও তারে দরশন ।

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতাল ।

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর,
 দীনবদ্ধ দরাসিদ্ধ,
 প্রেম বিন্দু কাতরে কর দান ।

কোরোনা সখা কোরোনা
 চিরনিফল এই জীবন,
 প্রভু জনমে মরণে তুমি গতি,
 চরণে দেও স্থান ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল ।

শোন তাঁর সুধাবানী শুভ বৃহর্ষে শাস্ত প্রাণে,
 ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড়রে আপন কথা ।
 আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার
 কে শুনে সে মধুবীণারব
 অধীর বিশ্ব শূন্য পথে হল বাহির ।

রাগিণী পূরবী—তাল কাওয়ালি ।

শ্রান্ত কেন ওহে পাহ, পথপাশে বসে এ কি খেলা !
 আজি বহে অমৃত সন্নীরণ চল চল এই বেলা ।
 তাঁর দ্বারে হের জিভুবন পাড়ারে,
 সেখা অনন্ত উৎসব জাগে,
 সকল পোতা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের খেলা ।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল ।

সকলেরে কাছে ডাকি, আনন্দ আশয়ে থাকি
 অমৃত করিছ বিতরণ,
 পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান
 গগনে করিয়া বিচরণ ।
 হৃদ্য শূভ্র পথে ধার, বিগ্রাম সে নাহি চার
 সঙ্গে ধায় গ্রহ পরিজন,
 লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্র দল
 চারিদিকে চলেছে কিরণ ।
 পাইয়া অমৃতধারা নব নব গ্রহ তারা
 বিকশিয়া উঠে অলঙ্কণ,
 জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান
 পুরিতেছে অনন্ত গগন ।
 পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর,
 প্রাণের সাগরে সত্তরণ,
 জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই,
 অহরহ চলে বাজীগণ ।
 মোরা সবে কীটবৎ, সম্মুখে অনন্ত পথ
 কি করিয়া করিব ভ্রমণ !

অমৃতের কথা তব পাথের দিগেছ প্রভো
কুজ প্রাণে জনক জীবন।

দক্ষিণী হুর—তাল একতারা।

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে
শোন শোন পিতা।

কহ কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গল বারতা।

কুজ আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে,
সমাই ভাবনা—

বা কিছু পার হারারে বার,
না মানে সাধনা!

জ্বল আশে দিলে বিশেষ
বেড়ায় কাতরে—

মরীচিকা ধরিতে চায়
এ মজ প্রাণেরে।

কুরায় বেলা, কুরায় খেলা
সকল হয়ে আসে,

কাঁদে তখন আকুল মন
কাঁপে তরাসে।

কি হবে গতি, বিশ্ব পতি,
শান্তি কোথা আছে ।
তোমায়ে দাও, আশা পুরাও
তুমি এস কাছে ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতাল ।

সখা মোদের বেঁধে রাখ প্রেম ডোরে ।
আমাদের ডেকে নিজে চরণ তলে রাখ' ধরে ।
বাঁধ হে প্রেম-ডোরে ।

কঠোর পরাণে কুটিল বয়ানে
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি অঁধার করে ।
আপনার অভিমানে ছরার দিগে প্রাণে
গরবে আঁচি বসে চাহি আপনা পানে ।
বুঝি এমনি করে হারাব তোমায়ে
ধূলিতে লুটাইব আপনার পাবাণতারে ।
তখন কারে ডেকে কঁদিব কাতর বরে ।

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল ঠুংরি ।

সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে ।
প্রেম আলোকে প্রকাশ' অগপতি হে ।

বিপদে সন্ধ্যাে থেকে না দূরে
 সন্তত বিয়াজ হৃদয় পুরে—
 তোমাঝিনে অনাথ আমি অতি হে ।
 মিছে আশা লয়ে সন্তত শ্রান্ত,
 তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
 তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
 নিবার' নিবাব' প্রাণের ক্রন্দন
 কাট হে কাট হে এ মায়া বন্ধন,
 রাখ বাধ চরণে এ মিনতি হে ।

বাগিনী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা ।

সংসাবেতে চাবিধার করিয়াছে অককার,
 নন্দান তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই ।
 চৌদিকে বিষাদ ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে ঘোরে
 তোমাব আনন্দ সুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই ।
 ফেলিয়া শোকের ছায়া যত্না ফিবে পায় পায়,
 যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় ।
 তবু সে যত্নার মাঝে অমৃত মুরতি রাখে
 যত্নাশোক পরিহরি ওই সুখ পানে চাই ।

তোমার আশাস বাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু ।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত বাচিয়া লব,
তোমার অভয় কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাই ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা ।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
জ্বলন্তোতি তুমি অঙ্ককারে,
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো
দুখ জ্বালা সেই পাশরে,
সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে ।
তোমার জানে তোমারে ধানে
জব নামে কত যাদুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ।

দেওগির বেলাবলি—আড়া চৌতাল ।

সবে আনন্দ করো
প্রিয়তম নাথে লয়ে যতনে ললনধামে ।

গঙ্গাতটবাসি জাগাও জগতে প্রভাতে
তব গগন পূর্ণ কর ত্রক্ষ নামে ।

হেমখেম —তাল চৌতাল ।

সবে মিলি গাওরে, মিলি মঙ্গলাচরো,
ডাকি লহ ছন্দে প্রিয়তমে ।
মঙ্গল গাও আনন্দ মনে,
মঙ্গল প্রচারো বিব মংগে ।

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল আড়াঠেকা ।

স্বমধুর স্তনি আজি প্রহু তোমার নাম ।
প্রেমসুধা পানে প্রাণ বিজ্ঞপ্য প্রাধ
রসনা অলস অবশ অধ্বংগে ।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল ।

বাসী তুমি এস আজ, অককার ছন্দর বাধ,
পাপে দ্বান পাই নাজ, ডাকি হে তোমারে ।
জ্বলন উঠিছে প্রাণে মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আগন আঁধারে ।

বিক থিক জনম মম, বিকল বিবর শ্রম,
বিকল কণিক প্রেম টুটিয়া যায় ঝারঝার ।
সস্তাপে হৃদয় দহে নরনে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ বিকারে ।

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল ।

হাতে লরে দীপ অগণন
চরাচর কার্শ্ব সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ ?
চারি দিকে কোটি কোটি লোক,
লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক
চরণে চাহিয়া চিরদিন ।
স্বর্গা তাঁহারে কহে অনিবার
“সুখ পানে চাহ একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি ।”
চক্রে কহিতেছে গান গেয়ে,
“হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে
জ্যোৎস্নাসুখা বিতরিব আমি ।”
মেঘ গাছে চরণে তাঁহার
“দেহ প্রভু করুণা তোমার,

ছায়া দিব, দিব বৃষ্টি জল !”
 বসন্ত গাহিছে অমুক্ষণ
 “কহ তুমি আশ্বাস বচন
 শুধু সাথে দিব কুল ফল ।”
 করবোড়ে কহে নর নারী
 “হৃদয়ে দেহ গো প্রেম-বারি,
 অগতে বিলাস ভালবাসা ।”
 “পুরাণ পুরাণ মনস্কাম”—
 কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
 অগতের ভাবাহীন ভাষা ।

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি ।

হার কে দিবে আর সাধনা,
 সকলে গিরেছে হে তুমি বেওনা,
 চাই প্রসন্ন নয়নে প্রভু ধীন অধীন জনে ।
 চারি দিকে চাই হেরি না কাহারে,
 কেন গেলে কেনে একেলো আঁধারে,
 হের হে, শূন্য ভবন বন ।

রাগিণী ললিতাগৌরী—তাল কাঁপতাল ।

হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে
 এস হে আনন্দময় এস চির-সুন্দর ।
 দেখাও তব প্রেমমুখ পাসরি সর্ব হৃৎ,
 বিরহ-কাতর শুণু চিত্তমাঝে বিহর ।
 শুভদিন শুভরজনী আন এ জীবনে,
 ব্যর্থ এ মর-জনম সফল কর প্রিয়তম,
 যথুর চির সঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর,
 করিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুখা নিবর ।

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরি ।

হৃদয় বেদনা বহিয়া
 প্রভু, এসেছি তব দ্বারে ।
 তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী
 সকলি জানিছ হে,
 বস হৃৎ লাভ দারিত্র্য সঙ্কট
 আর জানাইব কারে ।
 অপরোধ কত করেছি নাথ,
 মোহ পাশে পড়ে,

তুমি ছাড়া প্রভু, মার্জনা কেহ
 করিবে না সংসারে ।
 সব বাসনা দিব বিসর্জন,
 তোমার প্রেম পাখারে,
 সব বিরহ বিচ্ছেদ তুলিব,
 তব মিলন অমৃত ধাবে ।
 আর আপন ভাবনা পারিনা ভাষিতে
 তুমি লহ মোর ভার,
 পরিত্রাণ জনে প্রভু লয়ে বাণ
 সংসার সাগর পারে ।

বেলাবলী—রূপক ।

হে মন তাঁরে দেখ আঁধি খুলিয়ে
 যিনি আছেন সদা অন্তরে ।
 সবারে ছাড়ি প্রভু কর তাঁরে,
 দেহ মন ধন বোঝন রাখ তাঁর অধীনে ।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল ।

হে মহা প্রবল বলী,
 কত অসংখ্য গ্রহতারা তপন চক্রে

ধারণ করে তোমার বাহ,
 নরগতি ভূমাগতি হে দেববন্দ্য !
 ধস্ত ধস্ত তুমি মহেশ,
 ধস্ত গাহে সর্ব দেশ,
 স্বর্গে মর্ত্যে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র !
 অন্ত নাহি জানে, মহাকাল মহাকাশ
 গীত ছন্দে করে প্রদক্ষিণ,
 তব অভয় চরণে শরণাগত দীনহীন,
 হে রাজা বিশ্ববজ্র !

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাঁপতাল ।

হেরি তব বিমল মুখভাতি—
 দূর হল গহন জ্বল রাতি ।
 কুটিল মন প্রাণ মন তব চরণ-লালসে
 দিহু হৃদয় কমল দল পাতি ।
 তব নয়ন জ্যোতিকণ লাগি,
 তরণ রবি-কিরণ উঠে আগি ।
 নয়ন খুলি বিশ্বজন যদন তুলি চাহিল,
 তব দরশ পরশ স্তব মাগি ।
 গগন-স্তল মগন হল স্তব তব হাসিতে

উঠিল হুটি কত কুহুম পাতি,
 হেরি তব বিমল ছুখ ভাতি ।
 ধ্বনিত বন বিহগ কল তানে,
 নীত সব ধায় তব পানে ।
 পূর্ণ পগনে অগত জাগি উঠি গাহিল
 পূর্ণ সব তব রচিত গানে ।
 প্রেম-রস পান করি গান করি কাননে,
 উঠিল মনপ্রাণ মম মাতি
 হেরি তব বিমল মুখ ভাতি ।

রাগিণী হান্সর—তাল তেওরা ।

আর কত দূরে আছে সে আনন্দ ধাম,
 আমি শ্রান্ত আমি অন্ধ আমি পথ নাহি জানি ।
 রবি যার অন্তাচলে, অঁধারে ঢাকে ধরণী,
 কর কৃপা অনাথে হে বিশ্বজনজননি ॥
 অতৃপ্ত বাসনা লাগি, কিরিয়ছি পথে পথে,
 বুঝা খেলা বুঝা মেলা বুঝা বেলা গেল বহে,
 আজি সন্ধ্যা সমীরণে, লহ শান্তি নিঃশব্দে,
 দেহ কর পরশনে, চির শান্তি দেহ আমি ॥

রাগিণী কেদারা—তাল একতাল।

আমার বিচার তুমি কর, নাথ, আপন করে !
 দিনের কর্ম সঁপিছু করুণ চরণ পরে !
 যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
 শিরে ধরি বদি মিথ্যা আচার,
 যদি পাপ মনে কবি অবিচার কাহারো পরে
 আমার বিচার তুমি কোরো তবে আপন করে !
 লোভে যদি কারে দিবে থাকি হুথ,
 ভয়ে হয়ে থাকি ধর্ম বিমুখ,
 পয়ের পীড়ার পেয়ে থাকি নুথ কণেক তরে,—
 তুমি বে জীবন দিয়েছ আমার
 কলঙ্ক বদি দিবে থাকি ভায়,
 আপনি বিনাশ করি আপনার মোহের তবে
 আমার বিচার তুমি কোরো তবে আপন করে !

রাগিণী দেশ—তাল একতাল।

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভূলায়ে দাও
 আমার আনন্দে ভাসাও ।

না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি,
 না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি,
 তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও ।
 সকল বিশ্ব ভুবিনা থাক্ শান্তি পাথারে,
 সব সুখ দুঃখ খামিয়া থাক্ জদয় মাঝারে,
 সকল বাক্য সকল শব্দ সকল চেষ্টা হউক শুদ্ধ,
 তোমার চিন্তকরিনী বাণী আমার অন্তবে তুনাও ॥

রাগিণী দেও গান্ধার - তাল চৌতাল ।

আজি শুভ গুরু পাতে কিবা শোভা দেখালে
 শান্তিলোক জ্যোতিলোক প্রকাশি !
 নিখিল নীল অথবা বিদ্যারিমা দিক দিপ্তে
 আবরিয়া রবিশশি তারা
 পুণ্য মহিমা উঠে বিভাসি ॥

রাগিণী বিভাস তাল একতাল ।

(আজি) প্রণমি তোমায়ে চলিব নাথ সংসার কান্দে ।
 (তুমি) আমার নরনে নরন বেখো অন্তর মাঝে ।
 কলহ দেবতা ববেছ প্রাণে, সন যেন তাল নিয়ন্ত জানে,
 পাপের চিন্তা হবে যেন রহি দুঃসহ লাগে ।

সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
 সবার সঙ্গে যেন অবিবত তোমার সঙ্গ রাজে ।
 নিমেষে নিমেষে নরনে বচন সকল কর্ণে সকল মননে
 সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে ॥

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল ।

আজি কোন্ ধন হতে বিধে আমারে
 কোন্ জনে করে বঞ্চিত ;
 তব চরণ কমল বহন বেণুকা
 অন্তরে আছে সঞ্চিত ।
 কত নিষ্ঠুর কঠোর দবশে অবধে
 মর্শ্য মাঝারে শল্য ববধে
 তবু প্রাণ মন পায়ুব পরশে
 পলে পলে পুণ্যাক্ষিত ।
 আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
 পরম পরাণ বল্লভ
 চিতে চিরস্থধা করে সঞ্চাব তব
 সুরঙ্গ করপল্লব ।
 নাথ দাব দাস আছে তাব ত্রিষ্ট পাক্
 আমি থাকি চির লাক্ষিত,

ভু তুমি এ জীবনে নরনে নরনে
থাক থাক চির বাহিত ॥

রাগিণী বাহার—তাল চৌতাল ।

আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে
সেই জনমে মরণে নিভা সঙ্গী
নিশি দিন সুখে শোকে,
সেই চির আনন্দ, বিমল চির সুখা,
বুগে বুগে কত নব নব লোকে নিরন্ত শরণ ।
পর্যাপ্তি পরম প্রেম,
পর্যাপ্তি পরম ক্ষেম
সেই অনন্তরতম চির স্থলর ঐক্য চিত্ত সখা,
ধর্মার্থকামভরণরাজা, হৃদয় হরণ ॥

রাগিণী ভূপালি— তাল কাওয়ালি ।

আজি এ ভারত মজ্জিত হে ।
হীনতাপড়ে মজ্জিত হে ॥
নাহি পৌকষ নাহি বিচারণা,
কঠিন ভগ্নতা সত্য সাধনা,

অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্ণে
 সকলি ব্রহ্ম-বিবর্জিত হে ॥
 ধিকৃত লাহিত পৃথিব্যে,
 মূলি-বিলুপ্তিত স্থিতিভরে ।
 রক্ত ভোমার নিদাক্ষণ বজ্রে
 কর ত্বারে সহসা তর্জিত হে ।
 পর্বতে প্রান্তরে ন 'র গ্রামে
 আগ্রস্ত ভারত ব্রহ্মেব নামে
 পুণ্যে বীৰ্য্যে অভয়ে অমৃত
 হইবে পলকে সজ্জিত হে ॥

রাগিণী মিশ্রমল্লার—তাল একতাল।

আমি সকলি দিহু তোমারে, মন নাথ, হে, প্রাণনাথ হে !
 তাহে সিঞ্চিয়া তব পূণ্যবারি বাধিতে তব সাধ হে ।
 বাহা বিফল হল এ জনমে, তাহা সকল করিও কালে,
 বাহা পড়িল তাহা নাশিও মম জটিল জীবন-জালে ।
 লহ লজ্জা, নাথ হে, ওহে লজ্জা-নিবারণ ।
 মম হৃৎ-আশা-মুতি লহ হে, ওহে সকল সুখের কারণ !
 মম হৃৎ-সিদ্ধ মথিরা, লহ অমৃতে উচ্ছারি,
 মম বাসনা সব লীন হোক ইচ্ছায় তোমারি ॥

কীর্তন ।

আমি সংসারে মন দিয়েছিছ, তুমি
 আপনি সে মন নিয়েছ ।
 আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিছ, তুমি
 দুখ বলে সুখ দিয়েছ ॥

(দয়া করে)

(দুখ দিলে আমার দয়া করে)

কলম বাহাব শত খানে ছিল
 শত স্বার্থের সাধনে,
 তাহারে কেমনে কুড়ারে আনিলে,
 বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে ॥
 (কুড়ারে এনে) (শত খান হতে কুড়ারে এনে)
 (ধূলি হতে তারে কুড়ারে এনে)

সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে
 কত দিকে কত ধোঁজালে,
 তুমি যে আমার কণ্ড আপনাব
 এষাব সে কথা বোঝালে ॥
 (বুঝারে দিলে) (রূপের আসি বুঝারে দিলে)
 (তুমি কে হও আমার বুঝারে দিলে)

করণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যাব কাহারে !
সহসা দেখিছু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি ছায়ায় ॥
(আমি না জানিতে) (কোথা দিয়ে আমার এনেছ
আমি না জানিতে) ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল ঠুংরি ।
ইচ্ছা হবে হবে লইয়া পায়ের ।
পূজা-কুহ্মে রটিয়া অঞ্জলি
আছি বলে ভবসিদ্ধ কিনারে ।
যত দিন বাধ তোমা মুখ চাহি,
কুল মনে রব এ সংসারে ।
ডাকিবে যখন তোমার সেবকে
ক্রত চলি যাইব ছাড়ি সবারে ॥

রাগিণী কেদারা—তাল সুরসীকতাল ।
উঠি চল সুরদ্বিন আইল
আনন্দ সৌগন্ধ উচ্ছ্বসিল ।

আজি বসন্ত আগত শরৎ হতে
তরু-ফল পুষ্প-নিকুঞ্জে ; হৃদয় আইল ॥

কীর্তন ।

ওহে জীবন বলভ,
ওহে সাধন চরভ !
আমি মর্শের কথা অন্তর বাধা
কিছুই নাহি কব,
শুধু জীবন মন চরণে দিহু
বুঝিয়া লহ সব,—
(দিহু চরণতলে—)
(কথা যা ছিল দিহু চরণতলে)
(প্রাণের বোঝা বুঝে লও দিহু চরণতলে)
আমি কি আর কব !
এই সংসারপথ সড়ট অস্তি
কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে বাব ফল লয়ে
প্রেমমুরতি তব ।
(নীরবে বাব—)

(পথের কাঁটা মান্বে না নীরবে যাব)

(হৃদয় ব্যথার কান্ধে না— নীরবে যাব)

আমি কি আর কব !

আমি হুথ হুথ সব তুচ্ছ করিহু

প্রিয় অপ্রিয় হে,

তুমি নিজ হাতে বাহা সঁপিবে তাহা

মাথার তুলিরা লব,

(আমি মাথার লব—)

(বাহা দিবে তাই মাথার লব)

(হুথ হুথ তব পদধূলি ব'লে মাথার লব)

আমি কি আর কব !

অপরাধ যদি করে থাকি পদে ৮৬

না কর যদি ক্ষমা,

তবে পরাধপ্রিয় দিয়ো হে দিয়ো

বেদনা নব নব ।

(দিয়ো বেদনা—)

(যদি ভাল বোক দিয়ো বেদনা)

(বিচারে যদি দোষী হই দিয়ো বেদনা)

আমি কি আর কব !

তবু কেলো না ঘুরে—দিবসশেষে

ডেকে নিয়ো চরণে,
 তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার
 মৃত্যু-আঁধার তব
 (নিয়ো চরণে—)
 (ভবেব খেলা : ৭ ভ'লে নিয়ো চরণে)
 (দিন কুরাই : নাননাথ নিয়ো চরণে)
 আমি কি আর কব ।

কীর্তন ।

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে
 ছিলাম নিদ্রামগন !
 সংসার মোরে মহামোহযোঃ
 ছিল সদা ঘিরে সঘন ॥
 (ঘিরে ছিল ঘিরে ছিল হে আমার) (মোহ যোরে)
 (মহামোহে)
 আগনার হাতে দিবে যে বেদনা
 ভাসাবে নরনরলে
 কে জানিত হবে আমার এমন
 শুভদিন শুভ লগন ॥

(জানিনে জানিনে হে আমি স্বপনে)

(আমার এমন ভাগ্য হবে আমি জানিনে জানিনে হে)

জানি না কখন ককণা-অরুণ

উঠিল উদয়াচলে

দেখিতে দেখিতে কিরণে পুরিল

আমার হৃদয়গগন ॥

(আমার হৃদয় গগন পুরিল) (তোমার চরণ কিরণে)

(তোমার করুণা অরুণে)

তোমার অমৃতসাগর হইতে

যত্না আসিল কবে,

রুদয়ে বাহিরে বত বাঁধ ছিল

কখন হইল ভগন ॥

(বত বাঁধ ছিল যেখানে ভেঙ্গে গেল ভেসে গেল হে)

সুবাসে তুমি আপনি দিবেছ,

পরানে দিবেছ আশা,

আমার জীবনভরণী হইবে

তোমার চরণে মগন ॥

(তোমার চরণে গিরে লাগিবে আমার জীবনভরণী)

(অতর চরণে গিরে লাগিবে)

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা ।

কে বসিলে আজি হৃদ্যসনে ভুবনেশ্বর শ্রুত,
 আগাইলে অমুগম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর ।
 সহসা কুটিল ফুল মঞ্জরী শুকানো তরুণ
 পাষাণে বহে সুধা ধাবা ।

রাগিণী সিন্ধুড়া তাল কাঁপতাল ।

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁবে লুকার
 চক্ষুমা তপন তাবা আপন আলোক ছায়ে ?
 হে বিপুল সংসার স্তম্বে দুঃখে আঁধার
 কতকাল রাখিবি ঢাকি তাঁহাবে কুহেলিকায় ?
 আত্মা-বিহারী তিনি হৃদয়ে উদয় তাঁর
 নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ তার ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি ।

চিরসখা ছেড় না মোরে ছেড় না ।
 সংসার গহনে নির্ভর-নির্ভর,
 নির্ভর সজনে সঙ্গে রহ ।

অধনের হও ধন, অনাধের নাথ হও হে
অবলের বল !
জরা-ভারাতুরে নবীন কর
ওহে সুধাসাগর !

রাগিনী ভৈরবী—তাল কাঁপতাল ।

জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমাব কৃপা ভরণী
লইবে মোরে ভব সাগর কিনারে । (হে প্রভু)
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া
দীড়ার আসি তব অমৃত দ্বারে । (হে প্রভু)
জানি হে তুমি যুগে-যুগে তোমার বাহু ধরিয়া
রেখেছ মোরে তব অঙ্গীম ভুবনে ।
জনম মোরে দিচ্ছে তুমি আলোক হতে আলোকে
জীবন হতে নিরেছ নব জীবনে । (হে প্রভু)
জানি হে নাথ পুণ্যপাপে জগদ যোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ন সমুখে । (হে প্রভু)
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী
সকল পথে বিপথে স্তখে অস্থখে ॥ (হে প্রভু)
জানি হে জানি জীবন মম বিকল কড় হবে না,
দিয়ে না কেলি বিনাশভর পাথারে ।

এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আগনি

ফুলের মত তুলিয়া লবে তাহারে ॥ (হে ঐক্য)

কীর্তন ।

তুমি কাছে নাট বলে হের সখা তাই,

আমি বড় আমি বড় বলিছে সবাই ।

(সবাই বড় হল হে)

(সবায় বড় কাছে নেই বলে

সবাই বড় হল হে)

(তোমার দেখিনে বলে

তোমার পাইনে বলে

সবাই বড় হল হে)

নাথ তুমি একবার এস হাসি মুখে

এরা স্নান হয়ে যাক তোমার সম্মুখে ।

(লাজে স্নান হোক হে)

(আমারে বারা ভুলায়েছিল

লাজে স্নান হোক হে)

(তোমারে বারা ঢেকেছিল

লাজে স্নান হোক হে)

কোথা তব প্রেমমুখ বিখ্যেয়া হাসী
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী ।

(উদাস কর হে)

(তোমার প্রেমে

তোমার মধুররূপে

উদাস কর হে)

কুঙ্গ আমি করিতেছে বড় অহঙ্কার
ভাক ভাক ভাক নাথ অভিমান তার !

(অভিমান চূর্ণ কর হে

তোমার পদতলে মান চূর্ণ কর হে

পদানত করে মান চূর্ণ কর হে) ॥

রাগিনী আশা ভৈরৌ—তাল তেওরা ।

তোমারি নামে নয়ন মেলিলু পুণ্য প্রভাতে আজি
তোমারি নামে খুলিল হৃদয় শতদল দলরাজি ।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক লেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি ।
তোমারি নামে পূর্য্য ভোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ মুকুট মাজি ।

তোমারি নামে জীবন সাগরে জাগিল লহরী লীলা,
তোমারি নামে নিখিল কুবন বাহিরে আসিল সাজি ॥

রাগিনী খান্সাজ—তাল একতাল।

তোমারি গেহে পালিছ মেহে
তুমিই ধন্ত ধন্ত হে ।
আমার প্রাণ তোমারি দান
তুমিই ধন্ত ধন্ত হে ।

পিতার বকে রেখেছ মোরে
জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে,
বৈশেছ সখার প্রাণের ভোরে
তুমিই ধন্ত ধন্ত হে ।

তোমার বিশাল বিপুল কুবন
করেছ আমার নয়ন-লোভন,
নদী গিরিবন সরস শোভন
তুমিই ধন্ত ধন্ত হে ।

জীবনে বাহিরে অবশেষে বিবেশে
মুগে মুগান্তে নিমেমে নিমেমে

জনমে মরণে শোকে আনন্দে

তুমিই ধন্ত ধন্ত হে ॥

রাগিণী ছায়ানট—তাল চৌতাল ।

তোমারি সেবক করহে আজি হতে আমারে ।

চিন্তমাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহ নাথ

তোমার কর্মে রাখ বিশ্ব-ছুরারে !

কর ছিন্ন মোহপাশ সকল লুক আশা

লোকভয় দূর কবি দাও নাও !

রত রাখ কল্যাণে নীরবে নিরভিমান

মথ কর আনন্দ রসাধারে ॥

রাগিণী ইমন—তাল তেওরা ।

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে

বাজে যেন সদা বাজে গো !

তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে

রাজে যেন সদা রাজে গো !

তব নন্দনগন্ধ-নন্দিত

কিরি সুন্দর কুবনে,

তব পদরেণু মাখি লয়ে তলু
সাজে যেন সদা সাজে গো !

সব বিদেব দূরে যায় যেন

তব মঙ্গল ময়ে,

বিকাশে মাধুবী হৃদয়ে বাহিরে

তব সঙ্গীত চন্দ্রে ।

তব নিখিল নীরব চাস্ত

হেবি অম্বব ব্যাপিয়া

তব গোরবে সকল গঙ্গ

লাজে যেন সদা লাজে গো ।

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল আড়াঠেকা ।

দিন ফুঁবাল ৯ে সংসারী ।

ডাক তাঁবে ডাক যিনি শ্রান্তিহারী ।

ভোল সব ভব-ভাবনা

হৃদয়ে ল' হে শ্রান্তিবারি ॥

রাগিণী পিলু—তাল মধ্যমান ।

দিন বারেরে দিন যায় দিযাদে

বার্থ কোলাহলে ছলনায় বিফলা বাসনা ।

এসেছ অগতরে অগপবে যাইবে চলে,
জনম কাটে কথায় বাদবিবাদে কুমন্ত্রণায় ॥

কীর্তন ।

নয়ন তোমারে পারনা দেখিতে

বয়েছ নয়নে নয়নে । (নয়নের নয়ন)

হৃদয় তোমারে পারনা জানিতে

হৃদয়ে রয়েছ গোপনে । (হৃদয়বিহারী)

বাসনার বশে ধন অধিবত্ত

ধায় দশদিশে পাগলেব নত,

স্থির অঁখি তুমি গবমে সতত

জাগিছ শয়নে স্বপনে ।

(তোমার এবাম নাই তুমি অবিরাম

জাগিছ শয়নে স্বপনে)

(তোমার নিমেষ নাই তুমি অনিমেষ

জাগিছ শয়নে স্বপনে)

সখাই ছেড়েছে নাই যাব কেহ,

তুমি আছ তার আছে তব ঘেহ,

নিরাশ্রয় জন পথ বার গেহ,

সেও আছে তব ভবনে !

(যে পথের ভিখারী সেও আছে তব ভবনে)

(বার কহ কোথাও নেই সেও আছে তব ভবনে)

তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর

সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,

কাল পারাবার করিতেছ পার,

কেহ নাহি জানে কেমনে ।

(তরী বহে নিয়ে যাও কেহ নাহি জানে কেমনে)

(জীবনতরী বহে নিয়ে যাও কেহ নাহি জানে কেমনে)

জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,

তুমি প্রাণবর তাই আমি বাচি,

বত পাই তোমার আরো তত বাচি,

বত জানি তত জানিনে ।

(জেনে শেষ মেলে না)

(মন হার মানে হে)

জানি আমি তোমার পায় নিরন্তর,

লোক লোকান্তরে হুগ হুগান্তর,

তুমি আর আমি বারে কহ নাই,

কোন বাধা নাই তবনে ।

(ভোমার আমার মাঝে
কোন বাধা নাই তুবনে) ॥

রাগিণী আড়ানা—তাল কাঁপতাল ।

নিভা-সভ্যে চিন্তন করয়ে বিমল হৃদয়ে
নির্গল অচল স্মৃতি রাখ ধরি সতত ।
সংশয়-নৃশংস সংসারে প্রশান্ত রহ
ঈশ্বর শুভ ইচ্ছা স্মরি বিনয়ে রহ বিনত ।
বাসনা কর জয়, দূর কর কুস্ত্র ভয়,
ভোল প্রসন্ন মুখে বার্থহুধ আশ্রয়স্থ,
প্রেম-আনন্দরসে নিরত রহনি রত ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি ।

শিখাসা হার নাহি মিটিল নাহি মিটিল ।
গরলরস পানে জর জর পর্যাণে
মিনতি করিহে করযোড়ে,
জুড়াও সংসার দাঁহ তব প্রেমের অমৃত ॥

রাগিণী দেশ—তাল একতাল ।

প্রভু খেলেছি অনেক খেলা
 এবে তোমার ক্রোড় চাহি ।
 শ্রান্ত হৃদয়ে হে তোমাবি প্রসাদ চাহি ।
 আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে
 তব শান্তিবাণি চাহি,
 আজি সর্ববিস্ত ছাড়ি
 তোমার নিত্য নিত্য চাহি ॥

রাগিণী জিলাফ্ বাবোঁয়া—তাল সুরফাঁকতাল ।

প্রতি দিন তব গাথা
 গাব আমি স্নমধুর,
 তুমি দেহ মোবে কথা
 তুমি দেহ মোরে সুর !
 তুমি যদি থাক মনে
 বিকচ কমলাসনে,
 তুমি যদি কর প্রাণ
 তব প্রেমে পরিপূর ।

তুমি দেহ মোরে কথা
 তুমি দেহ মোরে সুর !
 তুমি শোন যদি গান
 আমার সম্মুখে থাকি
 স্নেহ যদি করে দান
 তোমার উদার অঁধি
 তুমি যদি দুখ পরে
 রাখ কর স্নেহভরে
 তুমি যদি সুখ হতে
 দম্ব করহ দূর !
 তুমি দেহ মোরে কথা
 তুমি দেহ মোরে সুর !

রাগিণী কাফি—তাল কাপতাল ।

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
 দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
 করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
 দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে !
 তোমার অপার আকাশের তলে

বিজ্ঞান বিরলে হে
 নত্ন ক্ষদ্রে নরনের জলে
 দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ।
 তোমাব বিচিত্র এ ভব সংসারে
 কল্প-পাবাবাব পারে হে
 নিখিল ভুবন লোকের মাকারে
 দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ।
 তোমাব এ ভবে মম কল্প যবে
 সমাপন হবে হে
 ও গো রাজবাজ একাকা নীরবে
 দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ।

বার্গিণী সিঁদু তাল একতাল।

প্রোমানন্দে বাথ পূর্ণ

আমার দিবস রাত ।

বিশ্বভুবনে নিবাধ সত্তত সুন্দর তোমারে,
 চক্রে স্বর্ঘ্য কিরণে তোমার করণ ময়ন পাত !
 সুখ সম্পদে করিছে পান তব প্রোমাধ বারি,
 হৃথ সবটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত ।

জীবনে জাল অমব দীপ তব অনন্ত আশা
 মরণ অন্তে হোক তোমারি চরণে স্প্রতাত ।
 লহ লহ মম সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি
 হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ॥

রাগিণী লচ্ছাসাব—তাল ঝাঁপতাল ।

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা ।
 বাজে অসীম নভমাঝে অনাদি বব
 জাগে অগণ্য ববিচক্রে তাবা ।
 একক অর্থঃ স্ফাঙ্ক রাজ্যে
 পরম এক সেই বাজবাজেছে রাজে ,
 বিস্তৃত নিমেষহঃ বিধ চরণে বিনত
 লক্ষ শত ভক্তচিত্ত বাক্যাহবা ॥

রাগিণী আড়ানা—তাল চোতাল ।

বাণী তব ধাম অনন্ত গগনে লোকে লোকে
 তব বাণী ঐহ চক্রে দীপ তপন তারা ।
 সূখ দুঃখ তব বাণী জনম মরণ বাণী তোমার
 নিরুত্তর গভীর তব বাণী তক্ত হৃদয়ে শান্তি ধারা ॥

রাগিণী বাহাদুরী টোড়ি--তাল চিমা তেতাল ।

বিমল আনন্দে জাগরে ।

মগন হও সুধাগাগরে ।

জদয় উদয়াচলে দেবরে চাহি

প্রথম-পরম জ্যোতি-বাগরে ।

বাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল ।

ভয় হতে তব স্বভব মাঝে নূতন দাও হে ।

দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসন্দনে,

জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ।

আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু তোমার ইচ্ছা মাঝে,

আমার স্বার্থ হইতে প্রভু তব মঙ্গল কাঞ্জে,

অনেক হৃদয়ে একের ডোরে, সুখ দুখ হতে শান্তিক্রোড়ে

আমা হতে নাথ তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে ॥

রাগিণী ছায়ানট—তাল সুরক্ষিতাল ।

তল্ল জহ্বিকাশ প্রাণবিমোহন

নব নব তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্তগগনে রদীকর

কতু মোহ-বিনাশ মহারাজমালা
 কতু বিরাজে তরহর শান্তি সুখাকর ।
 চকল হর্ষশোকসকল কলৌল পরে
 স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ ;
 প্রেমমুর্তি নিরুপম প্রকাশ কর, নাথ হে,
 ধ্যান নয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব স্নহর ॥

রাগিণী বড় হংস সারঙ্গ—তাল একতাল ।

ভুবন হইতে ভুবনবাসী এস আপন স্বদয়ে !
 জদয় মাঝে স্বদয়নাথ
 আছে নিত্য-সাথ সাথ,
 কোথা কিরিছ দিব্যরাস্ত
 হের তাঁহারে অন্তরে ।
 হেথা চির আনন্দধাম,
 হেথা বাসিছে অন্তর নাম,
 হেথা পূরিবে সকল কাম
 নিভৃত অমৃত আলয়ে ॥

রাগিণী—ইমনকল্যাণ—তাল তেওরা ।

মহাবিধে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
 আমি মানব একাকী আমি বিষয়ে আমি বিষয়ে ।

তুমি আছ বিশ্বনাথ অসীম রহস্য মাঝে
 দীর্ঘবে একাকী আপন মহিমা মিলয়ে ।
 অনন্ত এ দেশকালে অগণ্য এ দীপ্ত লোকে
 তুমি আছ মোরে চাহি, আমি চাহি তোমা পানে ।
 তব সর্ব কোলাহল শান্তিময় চরাচর
 এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভরে ॥

রাগিণী ডিলক কামোদ—তাল তেওরা ।

মহানন্দে হের গো সব গীতরবে
 চলে শ্রান্তিহারা
 জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশি তাবা ।
 তাঁহা হতে নামে জড়জীবনমনপ্রবাহ
 তাঁহারে খুঁজিরা চলেছে ছুটিরা
 অসীম সৃজনধারা !

কীৰ্ত্তন ।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
 চির দিন কেন পাই না !
 কেন যেহ আসে ছবির আকাশে,
 তোমারে বেধিতে দেব না !

(যোহমেসে তোমারে দেখিতে দেব না)
 (অন্ধ করে রাখে তোমারে দেখিতে দেব না)
 কণিক আলোকে আঁখির গলকে
 তোমার যবে পাই দেখিতে,
 হারাই হারাই সদা হর তর
 হারাইরা কেলি চকিতে ।
 (আশ না মিটিতে)
 (গলক না পড়িতে)
 (হৃদয় না জুড়াতে হারাইরা কেলি চকিতে)
 কি করিলে বল পাইব তোমারে,
 রাখিব আঁখিতে আঁখিতে ।
 এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
 তোমারে হৃদয়ে রাখিতে ।
 (আমার সাধ্য কিবা তোমারে হৃদয়ে রাখিতে)
 (দর না করিলে কে পারে হৃদয়ে রাখিতে)
 (তুমি আগ্নি না এলে কে পারে হৃদয়ে রাখিতে)
 আর কারো পানে চাহিব না আর
 করিব হে আমি প্রাণপণ,
 তুমি যদি বল এখন করিব
 বিদর বাসনা বিসর্জন !

(দিব ত্রিচরণে বিবর বাসনা বিসর্জন)
 (দিব অকাতরে বিবর বাসনা বিসর্জন)
 (দিব তোমার লাগি বিবর বাসনা বিসর্জন) ॥

রাগিণী আসোয়ারি—তাল চৌতাল ।

রক্ষা কর হে !

আমার কৰ্ম হইতে আমার রক্ষা কর হে ।
 আপন ছায়া আতঙ্কে ঘোরে করিছে কম্পিত হে,
 আপন চিন্তা প্রসিছে আমার রক্ষা কর হে ॥
 প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া অড়াই মিথ্যা আলো,
 ছলনা ভেদ হইতে ঘোরে রক্ষা কর হে ।
 অহংকার হৃদয়হার করেছে রেখিয়া হে
 আপনা হতে আপনার ঘোরে রক্ষা কর হে ॥

রাগিণী আড়ানা—তাল কাওয়ালি ।

লহ লহ তুমি লও হে তুমিভুল হতে খুশিমান এ পরাণ,
 রাখ তব কৃপা চোখে, রাখ তব মেহ করতলে ।
 রাখ তারে আলোকে, রাখ তারে অমৃতে,
 রাখ তারে নিরন্ত কল্যাণে, রাখ তাবে কৃপা চোখে,
 রাখ তারে মেহ করতলে ॥

রাগিনী খট্—তাল কাঁপতাল ।

সদা থাক আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্বল প্রাণে ।
 জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কর আনন্দে,
 সন্ধ্যায় গৃহে চলহে আনন্দগানে ।
 সঙ্কটে সম্পদে থাক কল্যাণে,
 থাক আনন্দে নিদ্রা অবস্থানে ।
 সবারে কমা করি থাক আনন্দে
 চির-অমৃত-নির্বরে শান্তি রসগানে ॥

রাগিনী গোড়নল্লার—তাল কাওয়ালি ।

স্বধীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে
 জমিছ দীন প্রাণে !
 সতত হার ভাবনা শত শত, নিরত ভীত পীড়িত,
 শির নত কত অগমানে !
 জ্ঞান না যে অথো উর্দ্ধে বহির অন্তরে
 যেহি ভোরে নিত্য রাগে সেই অতর, আশ্রয় !
 তোল আনত শির, ভাঙ্গ রে ভয় তার,
 সতত সরল চিত্তে চাহ তাঁরি প্রেম সুখগানে ॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল সুরকাঁকতাল ।

সুরের বহে আনন্দ মন্থানিল
 সন্মিত প্রেমচক্রে অন্তর পুলকাবুল ।
 কুঞ্জে কুঞ্জে আগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ
 শূভে বাজিছে রে অনাদি বীণা ধ্বনি ।
 অচল বিরাজ করে
 শশীতারামণ্ডিত সুরমহান সিংহাসনে জিতুবনেশ্বর,
 পদতলে বিশ্বলোক বোমাক্রান্ত,
 অর অর গীত গাহে সুরনর ॥

রাগিণী হান্সীর—তাল ধামার ।

হবষে আগো আজি, আগোরে তাঁহাব সাথে
 প্রীতিযোগে তাঁর সাথে একাকী ।
 গগনে গগনে হের দিব্য নরনে, কোন
 মহাপুরুষ আগে মহা বোঁগাসনে,
 নিখিল কালে অড়ে জীবে অগতে
 দেহে প্রাণে জ্বরে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান ।

হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল, আজি মম পূর্ণ হল

গুন সবে জগত জনে ।

কি হেরিছ শোভা নিখিল ভুবননাথ

চিন্তমাঝে বসি হির আসনে ॥

রাগিণী ইমন কলাণ—তাল একতাল ।

হৃদয়শশী ছদিগগনে

উদিল অঙ্গল লগনে,

নিখিল সুন্দর ভুবনে

একি এ মহা মধুরিমা ।

ভুবিল কোথা হৃথ স্বথরে

অপার শাস্তির সাগরে,

বাহিরে অস্তরে জাগরে

তুই সুখ-পূরণিমা ।

গভীর সঙ্গীত ছ্যালোকে

ধ্বনিছে গভীর পুলকে,

গগন-অবন-আলোকে

উদার দীপ-দীপ্তিমা ।

চিন্তামাকে কোন্‌ ঘরে
কি গান মধুময় মরে
বাজেরে অপরাধ ভরে !
প্রেমের কোথা পরিসীমা !

রাগিণী কেদারা—তাল ধামার ।

হৃদি মন্দির ঘরে বাজে সুমঙ্গল শব্দ ।
শত মঙ্গল শিখা করে ভবন আলো,
উঠে নির্মল ফুলগন্ধ ॥

রাগিণী ছায়ানট—তাল একতাল ।

হে সখা মম হৃদয়ে রহ !
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জানে হৃদয়ে রহ ।
নাথ তুমি এস ধীরে সুখ দুখ হাসি নয়ননীরে !
লহ আমার জীবন ঘিরে
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জানে হৃদয়ে রহ !

রাগিণী ছায়ানট—তাল একতাল ।

অন্ন লইয়া থাকি তাই ক্ষেত্র
বাঁহা বায় ভাঁহা বায়,

কণাটুই যদি হারায় তা লয়ে
 প্রাণ করে হার হার ।
 নদীতট সম কেবলি বুধাই
 প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
 একে একে বুকে আঘাত করিয়া
 ঢেউগুলি কোথা ধায় ।
 বাহা যায় আর বাহা কিছু থাকে
 সব যদি ঝিঁঝিঁ সঁপিয়া ভোমাকে
 তবে নাহি' কর সবি ভেগে রব
 তব মহা মহিমায় ।
 ভোমাকে রয়েছে কত শশী তাম্র
 হাবায় না কতু অণু পরমাণু
 আমারি ক্ষুদ্র হারাধন গুলি
 রবে না কি তব পাশে ॥

ললিত বিভাস—ভাল একতারা ।

আছে হৃৎক আছে মুকু
 বিরহদহন লাগে,
 তবুও শান্তি তবু আনন্দ
 তবু অনন্ত লাগে ।

তবু গ্রাণ নিত্যধারা, হানে স্বৰ্গ চক্রে তারা
 বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাখে ।
 তরঙ্গ মিলায়ে বায় তরঙ্গ উঠে,
 কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম কুটে ।
 নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্ত লেশ,
 সেই পূর্ণতার পাথে মন তান মাগে ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল সুরফাঁক্সা ।

‘আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
 তুমি হে মহা সূক্ষ্মর, জীবন নাথ ।
 শোকের ছাথে তোমারি বাণী
 জাগরণ দিবে আনি,
 নানিবে দারুণ অবসাদ ।
 চিত্তমন অর্পিণু তব পদপ্রান্তে
 স্তব্ধ শাস্তি শতদল পুণ্য মধু পানে,
 চাহি আছে সেবক তব স্নদৃষ্টিপাতে
 কবে হবে এ হৃৎ-রাস্তা প্রভাত ।

রাগিণী কেদারা—তাল তেওরা ।

আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে ।
 দিনের কৰ্ম্ম আনিছ তোমার বিচার-ঘরে ।

যদি পুঁজা করি মিছা দেবতার,
 শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
 যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো গয়ে
 আমার বিচার তুমি কর তবে আপন করে ।
 লোভে যদি কায়ে দিয়ে থাকি হুথ,
 ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,
 পরের পীড়ার পেয়ে থাকি হুথ ক্ষণেক তরে,—
 তুমি যে জীবন-দিয়েছ আমার
 কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তার,
 আপনি বিনাশ করি আপনার মোহের তরে
 আমার বিচার তুমি কর তবে আপন করে ।

শঙ্করা—তাল চৌতাল ।

আমারে কর জীবন দান—
 প্রেরণ কর অন্তরে তব আহ্বান ।
 আসিছে কত বার কত
 পাই শত হারাই শত,
 তোমারি পায়ে রাখ অচল মোর প্রাণ
 দাও মোরে মঙ্গল ব্রত,
 স্বার্থ কর দূরে গ্রহত

খামারে বিকল সন্ধান
জাগাও চিত্তে সত্যজ্ঞান ।
লাভে কড়িতে হুণে শোকে
অন্ধকারে দিবা আলোকে
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান ।

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া—ভাল ঝাঁপতাল ।

আমি কি বলে করিব নিবেদন
আমার জন্মে প্রাণমন ।
চিত্তে আসি দয়া করি
নিজে লহ অপহরি,
কর তারে আপনারি ধন
আমার জন্ম প্রাণমন ।

তুধু ধূলি তুধু ছাই
মূল্য যায় কিছু নাই
মূল্য তারে কর সমর্পণ
স্পর্শে তব পরশরতন !

তোমারি গৌরবে হবে
আমার গৌরব হবে

সব ভবে দিব বিগর্জন
আমার হৃদয় প্রাণ মন ।

কীর্তন ।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,

দিবস কাটে বৃথার হে—

আমি যেতে চাই তব পথ পানে

কত বাধা পায় পায় হে ।

(তোমার অন্তর পথে—যে পথে তোমার আলো ফলে

সেই অন্তর পথে)

চারিদিকে হের ঘিরেছে কা'রা

শত বাধনে জড়ার হে,

আমি, ছাড়াতে চাই, ছাড়তে না কেন গো

ডুবারে রাখে নাশ্বার হে ।

(তারা বাঁধিরা রাখে তোমার বাহুর বাঁধন হতে

তারা বাঁধিরা রাখে ।)

দাও তেড়ে দাও এ তবের সুখ,

কাজ নেই এ খেলায় হে,

আমি ভুলে থাকি বত অবোধের বত

বেলা বহে তত খায় হে ।

(জুলে যে থাকি—দিন যে মিলায়

খেলা যে ফুরায় জুলে যে থাকি

হানি তব বাজ হৃদয়-গহনে,

দুখানল আল' তার হে,

নরনের জলে ভাসিয়ে আমারে

সে জল দাও বুছাইয়ে হে ।

(নয়ন জলে তোমার হাতের বেদনা দেওয়া নয়ন জলে—

আপের সকল কলঙ্ক ধোওয়া নয়ন জলে ।)

শুভ করে দাও হৃদয় আমার

আগুন পাত সেথায় হে,

তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,

ভুলো না আমার হে ।

(আমার শূভ আগু, চির আনন্দে তরে থাক

আমার শূভ আগু ।)

রাগিণী সুরট—তাল চৌতাল ।

এ ভারতে রাখ নিভা প্রভু

তব শুভ আশীর্বাদ,

তোমার অন্তর,

তোমার অকিত অমৃত বাণী,
 তোমার হির অমর আশা ।
 অনির্বাণ বর্ষ আলো
 সবার উর্ধ্বে আলো আলো
 সন্ধ্যা হুঁতুনে হে,
 রাখ তারে অরণ্যে তোমারি পথে ।
 বক্ষে বাধি দাও তার
 বর্ষ তব নির্বিদার
 নিঃশব্দে যেন সন্ধ্যাে নিভাঁক ।
 পাপের নিরখি অর
 নিষ্ঠা তবুও রয়
 থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে ।

রাগিণী পরজ—তাল রূপকড়া ।

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
 আর কোলাহল নাই ।
 রহি রহি শুধু সুদূর সিঁদুর
 স্নানি শুনিবারে পাই ।
 সকল বাসনা চিত্তে এল কিরে,
 নিবিক্র আঁধার বনাল বাহিরে,

প্রদীপ একটি নিবৃত্ত অন্তরে

অলিতেছে একটাই ।

অসীম মহলে মিলিল মাধুরী

খেলা হল সবাধান,

চপল চঞ্চল লহরীলীলা

পারাবারে অবলান ।

নীরব মস্ত্রে জনরমাঝে

শান্তি শান্তি শান্তি থাকে,

অরূপ কান্তি নিরর্থি অন্তরে

মুদিতলোচনে চাই ।

পুরবী—তাল একতাল ।

ঘাটে বসে আছি আনমনা

বেভেছে বহিরা স্নানময়,

সে রাতাসে তরী ভাসাব না

বাহা তোমা পানে নাহি বর ।

দিন যায় ওগো দিন যায়,

দিনমণি যায় অন্তে,

নিশায় তিমিরে হৃদয়িক ঘিরে,

আগিয়া উঠিছে শত তর ।

~~~~~  
 ঘরের ঠিকানা হল না গো  
 ঘন করে শুধু ঘাই ঘাই,  
 এবতারা তুমি বেথা আসো  
 সে দিকের পথ চিনি নাই ।  
 এত দিন তরী বাহিণায়  
 সে স্নহুর পথ বাহিয়া  
 শত বার তরী ডুবু ডুবু করি  
 সে পথে ভরসা নাহি পাই ।  
 ভীষ সাথে ছের শত ডোরে  
 বাধা আছে মোর গুরীখান,  
 রসি খুলে দেবে কবে মোরে  
 ভাসিতে পারিলে বাচে প্রাণ ।  
 কবে অকুলের খোলা হাওরা  
 দিবে সব আলা জুড়ারে,  
 শুনা যাবে কবে ঘন বোর রবে  
 মহাসাগরের কলগান ।

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি ।

ডাক মোরে আছি এ নিশীথে !  
 নিদ্রাবগন যবে বিবলগত,

হৃদয়ে আনিরে দীরবে ডাক .হে

তোমারি অন্তরে !

জাল তব দীপ এ অন্তর তিমিরে ;

বারবার ডাক মম অচেত চিতে !

ভৈরবী—ঠংরি ।

তোমার পতাকা বারে দাও, তারে

বহিবারে দাও শক্তি ।

তোমার সেবার মহান্ হৃৎ

সহিবারে দাও ভক্তি ।

আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ

হৃৎকের সাথে হৃৎকের আশ,

তোমার হাতের বেদনার দান

এড়ারে চাহিনা মুক্তি ।

হৃৎ হবে মম মাথার ভূষণ

সাথে যদি দাও ভক্তি ।

বত দিতে চাও, কাজ দিয়ে, যদি

তোমারে না দাও তুলিতে ;

অন্তর যদি অন্ধারে না দাও

জাল জ্বাল শ্মিতে ।

বাঁধিরো আমার বস্ত খুঁসি ভোরে—

বুঁত রাখিরো ভোমাপানে মোরে,

ধুলার রাখিরো পবিত্র করে

ভোমার চরণ ধূলিতে,

তুলারে রাখিরো সংসার তলে

ভোমারে দিরোনা কুলিতে ।

যে পথ ঘুরিতে দিরেছ, ঘুরিব

যাই যেন তব চরণে ।

সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে

সকল শ্রান্তি হরণে ।

চূর্ণম পথ এ ভবগহম

কত জ্যাগ শোক বিরহ দহন,

জীবনে বৃত্ত্য করিয়া বহন

প্রাণ পাই যেন সরণে,

সক্যাবেলার লভিগো তুলার

নিখিলশরণ-চরণে ।

বেহাগ—কাওয়ালি ।

ভোমার অসীমে প্রাণরন লয়

বস্ত দুখে আনি ধাই—

কোথাও হঃখ কোথাও মুক্ত্য

কোথা বিচ্ছেদ নাই।

মুক্ত্য সে ধরে মুক্ত্যর রূপ,

হঃখ হয় হে হঃখের কূপ

তোমা হতে হবে হইরে বিষুখ

আপনার পানে চাই।

হে পূর্ণ তব চরণের কাছে

বাহা কিছু সব আছে আছে আছে,

নাই নাই তব সে শুধু আমারি

নিশি দিন কাটি তাই।

অস্তর গানি সংসার ভার

পলক কেলিতে কোথা একাকার

জীবনের সাথে বরণ তোমার

রাখিবারে যদি পাই।

স্মরণ মল্লার—তাল একাদশী।

দুরারে দাঁও মোরে রাখিরা

নিত্য কল্যাণ কাছে হে।

কিরিষ আস্থান মানিরা

তোমারি রাজ্যে নাকে হে।

মজিরা অস্থান লালসে  
 রবনা পড়িরা আলসে  
 হয়েছে অর্থের জীবন  
 বার্থ দিবসের লালসে হে ।  
 আশারে রয়ে যেন না কিরি  
 সত্তত বহুতর সংশরে  
 বিবিধ পথে যেন না কিরি  
 বহল সংগ্রহে আশরে ।  
 অনেক নৃপতির শাসনে  
 না রহি শক্তিত আসনে,  
 কিরিব নির্জয় দৌলথে  
 ভোমারি ভুক্তের লালসে হে ।

সফর্দা—আড়া ।

হুংরাতে হে নাথ কে ডাকিলে  
 আগি কেরিছ তব প্রেম দুখ ছবি ।  
 হেরিছ উবাণোকে বিধ তব ফেলি,  
 আগে তব করনে, প্রোতে গুজ রবি ।  
 তুমিছ বনে উপবনে আনন্দ পাখা  
 আশা করনে বহি নিত্য থাকে কবি ।

সাহানা—নবতাল ।

নিবিড় বন অঁধারে  
 অলিছে ক্রম তারা ।  
 মন রে দোর পথ্যারে  
 হোসনে বিশেষ হারা ।  
 বিবানে হরে ছিন্নমাণ,  
 বন্ধ না করিলো গান,  
 সফল করি ভোল প্রাণ,  
 টুটিয়া বোহকারা ।  
 রাখিলো বল জীবনে,  
 রাখিলো চির আশা,  
 শোভনে এই তুবনে  
 রাখিলো ভালবাসা ।  
 সংসারের সুখে দুখে  
 চলিয়া বেয়ো হাসি মুখে,  
 ভরিয়া গদা রেখে বুক  
 ভাঁহারি সুধাধারা ।

ললিত—সুরকান্তা ।

পাহ্ এখম কেন অলসিত অহ ।  
 হের পুষ্পবনে জাগে বিহল ।

গগন মগন নন্দন আদৌক উন্নাসে,  
 লোকে লোকে উঠে আশ ভরস  
 কঙ্ক ছদয়ককে ভিমিরে  
 কেন আশ্বহুধহুধে শয়ান ?  
 আগ আগ চল মজল পথে,  
 যাত্রীদলে মিলি লহ বিবেক সজ ।

বাগিনী আড়ানা—তাল একতাল ।

মন্দিরে মম কে আসিল হে  
 সকল গগন অন্ততমগন  
 দিশি দিশি গেল মিশি অবানিশি দূরে দূরে ।  
 সকল ছরায় আপনি খুলিল  
 সকল প্রদীপ আপনি জলিল,  
 সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে ।

বাগিনী আসাবরী—তাল কাঁপতাল ।

মনোমোহন গহন বামিনী শোবে  
 দিলে আমারে আগারে ।  
 মেলি দিলে শুভ প্রাতে হুণ্ড এ আঁধি  
 শুভ আদৌক লাগারে ।

মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল,  
 আঁধার গেল মিলায়ে ;  
 শান্তিসরসী মাঝে চিত্তকমল  
 ফুটিয়া আনন্দ বায়ে ।

রাগিণী ভূপনারায়ণ—তাল একতাল।

মোর। সত্যের পরে মন  
 আজি করিব সমর্পণ !  
 অর অর সত্যের অর ।

মোর। বুঝিব সত্য, পুঞ্জিব সত্য,  
 পুঞ্জিব সত্য ধন !  
 অর অর সত্যের অর !

যদি হুঃখে লহিতে হয়  
 তবু মিথ্যা চিন্তা নয় !  
 যদি দৈন্ত লহিতে হয়  
 তবু মিথ্যা কর্ম নয় ।  
 যদি দত্ত লহিতে হয়  
 তবু মিথ্যা আশা নয় !  
 অর অর সত্যের অর !

মোরা মঙ্গলকাঙ্ক্ষা  
আজি করিব সকলে বালি !  
জয় জয় মঙ্গলময় !

মোরা লভিব পুণ্য শোভিব পুণ্য  
গাহিব পুণ্যগান !  
জয় জয় মঙ্গলময় !

যদি হৃৎথে বহিতে হয়  
তবু অকৃত চিন্তা নয় !

যদি দৈন্ত বহিতে হয়  
তবু অকৃত কর্ম নয় !

যদি বশু সহিতে হয়  
তবু অকৃত বাক্য নয়  
জয় জয় মঙ্গলময় !

সেই অতর ব্রহ্মনাম  
আজি মোরা সবে লইয়া য -  
বিনি সকল ভয়ের ভয় !

মোরা করিব না শোক বাহ্যার হোক  
চলিব ব্রহ্মলোক !  
জয় জয় ব্রহ্মের জয় !

গান ।

যদি        চুঃখে দহিতে হয়  
তবু        নাহি ভয় নাহি ভয় !  
যদি        দৈন্ত্র্য বহিতে হয়  
তবু        নাহি ভয় নাহি ভয় !  
যদি        মৃত্যু নিকট হয়  
তবু        নাহি ভয় নাহি ভয় !  
             ভয় ভয় ত্রাণের ভয় !

মোরা        আনন্দমাঝে মন  
আজি        করিব বিসর্জন !  
             ভয় ভয় আনন্দময় !

সকল সূত্রে সকল বিষে  
             আনন্দ নিকেতন !  
             ভয় ভয় আনন্দময় !

আনন্দ চিত্ত মাঝে,  
আনন্দ সর্বকালে,  
আনন্দ সর্বকালে  
চুঃখে বিপদমাঝে,  
আনন্দ সর্বলোক

মৃত্যু বিরহে শোকে ।

জল-জল কানন্দনয় ।

স্নানকেন্দ্রী—তাল ডেওরা ।

মোরে, ডাকি লয়ে বাণে মুক্তধারে  
তোমার বিশ্বের সভাতে,  
আজি এ বহল প্রভাতে ।  
উদয়গিরি হতে উঠে কহ মোরে--  
“তিনিই লয় হল দীপ্তিসাগরে,  
স্বার্থ হতে জাগ, নৈত্র হতে জাগ,  
সব জড়তা হতে জাগ জাগরে  
সতেজ উন্নত শোভাতে !”  
বাহির কর তব পথের মাঝে,  
বরণ কর মোরে তোমার কাজে !  
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন,  
মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,  
ধৌত কর মম মূগ্ধ লোচন  
তোমার উজ্জল স্বর্জরোচন  
নবীন নির্যল বিভ্রান্তে ।

রাগিণী সিদ্ধ তৈরবী—তাল ঝাঁপতাল ।

যদি এ আমার কদর হ্রাস  
বন্ধ রহে গো কতু,  
যার ভেঙে তুমি এগৌ মৌর এগৌ  
কিরিয়া বেরোনা প্রভু !  
যদি কোনে দিন এ বীশায় তারে  
তব প্রিয় নাম নাহি বাক্যরে,  
দরা করে তবু রহিহো ঝাঁক্যরে,  
কিরিয়া বেরোনা প্রভু !  
যদি কোন দিন তোমার আস্থানে  
হুণ্ডি আমার চেতনা না মানে  
বজ্রবেধনে আশ্বাসে আমারে  
কিরিয়া বেরোনা প্রভু !  
যদি কোন দিন তোমার আসনে  
আর কাহারেও বসাই যন্তমে,  
চিত্র দিবসেই হে রাজা আমার  
কিরিয়া বেরোনা প্রভু !

রাগিণী তৈরবী—তাল একতাল ।

বল দাঁও মোরে কল দাঁও  
এগৌ দাঁও মৌর খকতি

সকল দ্বন্দ্বের দুটায়  
 তোমারে করিতে প্রসতি ॥  
 সরল স্থপথে ভ্রমিতে,  
 সব অপকার কমিতে,  
 সকল গর্ভ দমিতে,  
 ধর্ম করিতে কুমতি ॥  
 ক্রমশে তোমারে বুঝিতে  
 জীবনে তোমারে পুজিতে,  
 তোমার মাঝারে খুঁজিতে  
 চিন্তের চিরবসতি ;  
 তব কাজ শিরে বহিতে,  
 সংসার-ভাপ সহিতে  
 ভব-কোলাহলে রহিতে  
 নীরবে করিতে ভক্তি ॥  
 তোমার বিশ্বহবিতে  
 তব প্রেমরূপ লভিতে,  
 এহ তার শশি রহিতে  
 হেরিতে তোমার আরতি ;  
 বচন মনের অভীতে  
 ভুবিনে তোমার জ্যোতিতে,

হুখে হুখে লাভে কহিতে,  
 শুনিতে তোমার কানতী॥

রাগিণী বাহার—তাল সুরসংস্ত।

বাক্য ও ভূমি কবি তোমার সঙ্গীত সুমধুর  
 গভীরতর তানে শ্রোণে মম,  
 জীব জীবন করিবে বরপুত্র নির্ঝর ভব পায়ে ।  
 বিগরিব সব সুখ দুখ চিন্তা অতৃপ্ত বাসন'  
 বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে  
 অসুখন আনন্দ বায়ে ।

রাগিণী ঝিকিট—তাল ঠুংরি ।

শাস্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল,  
 শাস্ত হ'রে ওরে নীন !  
 হের চিদম্বরে অকলে স্বন্দরে  
 মর্ক চরাচর নীন ।  
 শুনরে নিখিল-জগৎ-নিভবিত  
 শূন্যতলে উৎসবে অম সঙ্গীত,

হের বিশ্ব চির-প্রাণ-তরঙ্গিত,  
 নক্ষিত নিত্য নবীন ।  
 নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন  
 নাহি হুঃখ সুখ তাপ ;  
 নির্দল নিফল নির্ভর অকর  
 নাহি করাঅর পাপ ।  
 চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন,  
 প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন,  
 শান্তি নিরাশয়, কান্তি সুমঙ্গল,  
 সাধন অন্তবিহীন ।

তিলক কামোদ—সুরকান্তন ।

শান্তি কর বরষণ নীরব ধারে  
 নাথ চিত্ত থাকে,  
 সুখে হুখে সব কাজে  
 নির্জনে অমস্বাদে ।  
 উদিত রাখ নাথ ভোমার প্রেমচন্দ্র  
 অনিবেব যব দোচনে  
 পতীর তিমির থাকে ।

### কাকি—স্বরসীতল ।

শুভ হাতে কিরিছে নাঁথ পথে পথে,  
 কিরিছে ঘরে ঘারে,  
 চির ভিখারি যদি যথ নিশিদিন চাহে কারে ।  
 চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,  
 বাহা পাই তাই হারাই তাসি অশ্রু ধারে ।  
 সকল যাজি চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,  
 আসে তিমির বাসিনী ভাঙিয়া গেল মেলা ।  
 কত পথ আছে বাকি, বাব চলি তিকা রাখি,  
 কোথা অলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিঁদুপারে ।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি ।

সকল করহে প্রভু আজি সভা !  
 এ রজনী হোক মহোৎসব ।  
 বাহির অন্তর ভুবনচরাচর  
 মঙ্গলডোরে বাঁধি এক কর,  
 শুক জ্বল কর প্রেমে সরসভর  
 শূভ নয়নে আলি পূজ্যপ্রভা ।  
 অন্তরবার ভব করহে অবসিতি,  
 অব্যত উৎসব কর উৎসারিত,

সগনে গগনে কবর প্রসারিত

অতি বিচিত্র ভব নিত্যশোভা !

সব ভকতে তব আন এ পরিবদে,

বিশুখ চিত্ত বস্ত কর নত তব পদে,

রাজ অধীশ্বর তব চির সম্পদে

সব সম্পদ কর হত গরবা !

ভৈরবো—একতালা ।

সংসার হবে মন কেড়ে লয়

জাগে না যখন প্রাণ,

তখনো, হে মাথ, প্রশমি তোকার

গাহি মনে তব গান ।

অন্তবরাধী, কহ সে আশাব

শূভ মনের বুঝা উপহার,

পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন,

ভক্তিবিহীন ছান ।

ভাবি তব নাম শুক করে,

আশা করি প্রাপণদে,

নিবিক্ত প্রেমের সরস বরষা

কবি মেঘে আসে ফেনে ।

সহসা একদা আপনা হইতে

ভরি দিবে তুমি তোমার অশ্রুতে

এই তরসার করি পদতলে

শূভ জন্ম দান ।

ইমন কল্যাণ—কাঁপতাল ।

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে

সেই ঘরে রব সকল হুংখ তুলিয়া ।

ককণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে

রাখিয়ো তাহার একটি হুয়ার খুলিয়া ।

মোর সব কাজে মোর সব অবসরে

সে হুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ তরে,

সেথা হতে বাবু বহিবে জন্ম পরে

চরণ হইতে জব পদখাল তুলিয়া ।

বত আশ্রয় তেড়ে তেড়ে বার খাটী

এক আশ্রয়ে রাহে মের চিত্ত লাগিয়া ;

যে অনল তাৎ কলি সহিষ্ণু আশ্রয়

এক নাম বুকে বার বার বৈয় লাগিয়া ।

যবে দুখদিনে শোক ভাপ আসে গোণে  
তোয়ারি আদেশ বহিরা যেন সে আসে,  
পরব বচন বড়ই আশাত হানে  
সকল আশাতে তব হ্র উঠে আগিয়া ।

রামকেলি—একতারা ।

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে  
পূর্ণ কর দিয়া মঙ্গল কিরণে ।  
নাথ বোরে তব কাজে  
নবীন কর এ জীবনে হে ।  
খুলি যোর গৃহদ্বার  
ভাক তোয়ারি ভবনে হে ।

ছায়ানট- -কীপতাল ।

মন তুমি নাথ লবে হরে  
বসে আছি সেই আশা ধরে ।  
নীলাকাশে ওই তারা কাসে,  
নীরব নিম্নে নদী হাসে,  
হু'নরনে যারি আসে তরে'  
বসে আছি .আমি আশা ধরে ॥

হলে কলে তব ধূলিতলে  
 তরলতা তব কলে কলে  
 নরনারীদের ঐশ্বভোরে—  
 নানা দিকে দিকে, নানা কালে,  
 নানা জ্বরে জ্বরে নানা ভালে  
 নানা মতে তুমি লবে মোবে—  
 বসে আছি সেই আশা ধরে ॥

কাফি—ভেওরা ।

যে কেহ মোরে দিয়েছ হৃথ,  
 দিয়েছ তাঁরি পরিচর  
 সবারে আমি নমি ।  
 যে কেহ মোরে দিয়েছ হৃথ  
 দিয়েছ তাঁবি পরিচর  
 সবারে আমি নমি ।  
 যে কেহ মোরে বেসেছ ভালো  
 ছেলেছ বরে তাঁহারি আলো,  
 তাঁহারি নাখে সবাবি আঁজি

পেরেছি আমি পরিচর,  
 সবারে আমি নহি ।  
 বা কিছু কাছে এসেছে, আছে,  
 এনেছে তাঁরে প্রাণে  
 সব্বারে আমি নহি ।  
 বা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে  
 টেনেছে তাঁরি পানে,  
 সব্বারে আমি নহি' ।  
 জানি বা আমি নাহি বা জানি  
 মানি বা আমি নাহি বা মানি  
 নরন মেলি নিখিলে আমি  
 পেরেছি তাঁরি পরিচর  
 সব্বারে আমি নহি ॥

দেশ মল্লার—ভেঙরা ।

গরব মন হরেছ প্রভু  
 বিয়েছ বহু লাগি !  
 কেরনে হুখ সব্বথে তব  
 জুগির আমি আজ ।

তোমারে আমি পেয়েছি বলি  
 মনে মনে যে মনেয়ে ছলি  
 ধরা পড়িছ সংসারেতে  
 করিতে তব কাজ—  
 কেমনে সুখ সমুখে তব  
 তুলিব আমি আজ ।

জানিনে নাথ আমার করে  
 ঠাঁই কোথা যে তোমারি তরে,  
 নিচ্ছে তব চরণ পরে  
 সঁপিনি রাজ রাজ !  
 তোমারে চেয়ে দিবসরাতী  
 আমারি পানে তাকাই আমি,  
 তোমারে জোখে দেখিনে স্বামী  
 তব বহিরা দাখ,—  
 কেমনে সুখ সমুখে তব  
 তুলিব আমি আজ ॥

ভূপ নারায়ণ—একতারা ।

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিবহে ।  
 সবার মাঝারে তোমারে-ছবনে বসিবহে ।

তুই আগনার মনে নহ,  
 আগন ছরের কোণে নহ,  
 তুই আগনার রক্তনার মাঝে নহে ;  
 তোমার মহিমা বেথা উজ্জল রহে,  
 সেই সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিবহে !  
 দূলোকে ভুলোকে তোমারে ছদয়ে বসিবহে ॥

সকলি ভোগি তোমারে স্বীকার করিবহে !  
 সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বসিবহে ।

কেবলি তোমার স্তবে নহ,  
 তুই সন্নীত হবে নহ,  
 তুই নির্জনে ধ্যানের আগনে নহে,  
 তব সংসার বেথা আগ্রস্ত রহে  
 কর্ণে সেবার তোমারে স্বীকার করিবহে !  
 প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে ছদয়ে বসিবহে ॥

জানিনা বলিয়া তোমারে স্বীকার করিবহে,  
 জানি বলে মাথ তোমারে ছদয়ে বসিবহে ।

তুই জীবনের স্তবে নহ,  
 তুই প্রকৃত স্তবে নহ, <sup>৭</sup>  
 তুই সৃষ্টিনের সহজ স্রবোপে নহে—

হৃথ শোক বেধা আঁধার করিয়া রাখে  
নত হয়ে সেখা-ভোমারে স্বীকার করিবহে—  
নয়নের জলে ভোমারে ধুয়ে বসিবহে ॥

বেছাগ । তেওরা ।

দাঁড়াও আমার আঁধার আগে !  
ভোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে !  
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে  
এই অপরূপ আকুল আলোকে  
দাঁড়াও হে !  
আমার পরাণ পলকে পলকে  
চোখে চোখে ক্ষয় দরশ যোগে !

এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে  
ইহার মাথুরী বাড়াও হে !  
খুলার বিছানো ভ্রাম অকলে  
দাঁড়াও হে নাথ দাঁড়াও হে !  
বাহা কিছু আছে সকলি বাঁপিরা  
ভুবন ছাপিরা জীবন ব্যাপিরা -  
দাঁড়াও হে !

‘ড়াও বেথানে বিহুই এ হিরা  
তোমারি লাগিরা একেলা ভাগে !

সুম—কাওরালি ।

আজি বত তারা তব আকাশে,  
সবে মোর ঐশ তরি প্রকাশে ।  
নিখিল তোমার এসছে ছুটিয়া,  
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,  
তব নিকুঞ্জের বঙ্গরী বত  
আমারি অঙ্গে বিকাশে ।

দিকে দিগন্তে বত আমল  
লাভিয়াছে এক গরীর গন্ধ হে,  
আমার চিত্তে মিলি একজ্ঞে  
তোমার বন্ধিরে উছাসে ।

আজি কোমোথানে কারেও না জানি,  
তবিত্তে না পাই আজি করো বাণী হে,  
অখিল নিবাস আজি এ বন্ধে  
বাপরীস নুরে বিলাসে ।

### ভুপালী কাওয়ালি ।

তুমি যে আমারে চাও  
আমি সে জানি ।  
কেন যে মোটে কাঁদাও  
আমি সে জানি ।

এ আলোকে এ আঁধারে  
কেন তুমি আপনাবে  
ছায়াখানি দিয়ে ছাও  
আমি সে জানি ।

সায়ের দিন নানাভাবে  
কেন তুমি বাতাসাঝে  
কত সুরে ডাক দাও  
আমি সে জানি ।

সারা হ'লে বের'-নেরা  
দিনান্তের শেব বেরা  
কোন-বিক-পানে বাও  
আমি সে জানি ।

## শিল্প ।

কি জ্বর বাজে আমার প্রাণে  
 আমিই জানি মনই জানে !  
 কিসের আগি মদাই আগি,  
 কাহার কাছে কি ধন আগি,  
 তাকাই কেন পথের পানে,  
 আমিই জানি মনই জানে ।

হারের পাশে প্রত্যন্ত অঙ্গ  
 সন্ধ্যা নামে বনের বাসে ।  
 সকাল-সাঁঝে বংশী বাজে,  
 বিকল করে সকল কাজে,  
 বাজার কে যে কিসের জানে  
 আমিই জানি মনই জানে ।

---

## অনুষ্ঠান ।

রাগিণী ঝাম্বাজ—তাল একতাল।

জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগৎ মাঝারে  
এক চার একেরে পাইতে, হুই চার এক হইবারে ।  
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অরণে উবার,  
মেঘ মেঘে মেঘ ছুটে আসে, তারাটি তারার পালে চার ।  
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম, ওতু হে ! তোমারি হল জয়,  
তোমার কৃপার এক হল, আমি এই যুগল জন্ম ।  
বে হাতে ধিরেছ তুমি বেঁধে, শশধরে ধরার প্রণয়ে,  
সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি, এই ছটি ক্ষমরে ক্ষমরে ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—কাঁপতাল ।

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর ।  
যত কর বিস্তরণ অকর তোমার কর ।  
হৃ'জনের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো করে,  
তা'হলে আঁধারে আর বলহে কিসের ভর !

দে'খো একু চিরদিন, আঁখি পরে থেকে ভেঙ্গে,  
তোমারি আলোকে বসি উজ্জ্বল আনন-শশী  
উভরে উভরে হেরে পুলকিত কলেবর ।

রাগিনী সাহানা—কাঁপতাল ।

হুই হৃদয়ের নদী, একজু মিলিল যদি  
বল দেব ! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায় ।  
সদ্বশে রয়েছ তার,      তুমি প্রেম পারাবার,  
তোমারি অনন্ত হৃদে ছুটিতে মিলিতে চায় ।  
সেই এক আশা করি হুইকনে মিলিয়াছে,  
সেই এক লক্ষ্য ধবি হুইকনে চলিয়াছে,  
পথে বাধা শত শত,      পারাণ পরিত কত,  
হুই বলে এক হয়ে, ভাঙ্গিয়া কেলিবে তার ।  
অবশেষে জীবনের মহাবাজা ফুটাইলে,  
তোমারি মেহের কোলে যেনগো আশ্রয় মিলে ।  
হুটি হৃদয়ের সুখ,      হুটি হৃদয়ের দুখ,  
হুটি হৃদয়ের আশা, মিশার তোমার পাশ ।

মিশ্র ছায়ানট—কাঁপতাল ।

হুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমিত এনেছ ডাকি,  
তডকার্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি ।

এ অগত চরাচরে      বেঁচেছে যে প্রেমভোরে  
 সে প্রেমে বাধিয়া ঘোঁরে বেঁহুয়ে রাখ ঢাকি ।  
 তোমারি আদেশ লয়ে      সংসারে পশিবে দৌঁছে,  
 তোমারি আশীষ বলে এড়াইবে মারা মোহে ।  
 সাধিতে তোমার কাজ      হুজনে চলিবে আক,  
 হৃদয়ে শিলাবে স্থাধি তোমারে হৃদয়ে রাখি ।

### প্রভাতি—কর্ণিগতাল ।

বাগের অনন্ত ধামে মোহনরা পাসরি  
 হুঃখ আধার বেথা কিছুই নাহি ।  
 জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,  
 কেবলি আনন্দ প্রোক্ত চলেছে এবাহি ॥  
 বাগের অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে,  
 অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে ।  
 দেবঋষি, রাজঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে  
 ধ্যানভরে গান করে একতানে ।  
 বাগের অনন্তধামে জ্যোতিময় আলরে  
 শুভ্র সেই চির বিমল পূর্ণ্যকরণে  
 বায় বেথা সত্যব্রত, পুণ্যবান,  
 বাও বৎস, বাও সেই দেব সধনে !

## বেহাগ।

শুভদিনে এগেছে ধৌহ চরণে ভৌষারি,  
 শিখাও প্রেমের শিকি, কোথা বাধে আর !  
 যে প্রেম স্থখেতে কত, মিলন না প্রভু,  
 যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জল আকার।  
 যে প্রেম সমান ভাবে হবে চিরদিন,  
 নিষেধে নিষেধে বাহা হইবে নবীন,  
 যে প্রেমের শুভ্রহাসি, প্রভাত কিরণ রাশি,  
 যে প্রেমের অঙ্গুল শিল্পি উবারি।  
 যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সম্মে,  
 সে প্রেম দেখারে দাঁড় পথিক দুজনে,  
 যদি কতু ভ্রান্ত হই, কোলে নিয়ো পরামর্শ,  
 যদি কতু পথ ভোলে দেখায়ো আবার।

## রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

শুভদিনে শুভকণে, পূর্বধন্য আনন্দ বনে,  
 হৃদি কনয়ের কুল উপহার মিলি আনন্দ।  
 এই চরণের কাছে, দেবগো পড়িয়া আছে,  
 তোমার দক্ষিণ-হস্তে কুল লও রাজ-রাজ।

এক হৃদয় দিয়ে, দেব, গৌণ রাখ এক সাথে ;  
 টুটেনা ছিঁড়েনা বেন, থাকে বেন ওই হাতে ।  
 তোমার শিশির দিয়ে      রাখ তারে বাঁচাইয়ে,  
 কি জানি শুকায় পাছে      সংসার রোজের মাঝ ।

### বাহার—কাওরালি ।

হৃদে থাক আর সুখী কর সবে  
 তোমাদের প্রেম খত হোক তবে ।  
 মল্লের পথে খেকো নিরস্তর,  
 মহত্বের পথে রাখিও নির্ভর,  
 ধব সত্য তাঁরে অবতারা কর  
 সংগর নিশ্চিথে সংসার অর্পবে ।  
 চিরস্থায়ী প্রেমের মিলন  
 মধুর করিয়া রাখুক জীবন,  
 হৃদনাব বলে সঞ্চল হৃদন  
 জীবনের কাজ সাধিও নীরবে ।  
 কত হৃৎ আছে, কত অশ্রুজল,  
 প্রেমবলে তবু থাকিও অটল,  
 তাঁহারি ইচ্ছা হউক সকল  
 বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে ।

সিন্ধু তৈরবী : একতরঙ্গা

ছলনে বেখার মিলিছে সেখার  
 তুমি থাক প্রভু তুমি থাক !  
 ছলনে বাহার চলিছে, তাদের  
 তুমি রাখ প্রভু সাথে রাখ !  
 মেখা-দুর্কনের মিলিছে দৃষ্টি সেখা হোক তব জুবার বৃষ্টি  
 ধৌহে বারা ডাক ধৌহারে, তাদের  
 তুমি ডাক প্রভু তুমি ডাক ॥  
 ছলনে মিলিয়া পুহের ঐকীপে  
 জালাইছে যে আলোক  
 তাহাতে হে দেব, হে বিশ্বদেব,  
 তোমারি আরাতি হোক !  
 যধুর মিলনে মিলি ছুটি-ছিন্না প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিতা,  
 সকল অন্তত ইহাতে তাহারে  
 তুমি ঢাক প্রভু তুমি ঢাক ॥

ভূগালী কাওয়ালী ।

যে তরঙ্গী খানি ভাসালে ছলনে  
 জালি হে নবীন সংসারী

কাতারী কোয়ো জীহারে জীহার  
 বিনি এ ভবের কাতারী !  
 কালপারাবার বিনি চিরদিন করিছেন পায় বিরাটবিহীন,  
 শুভ বাজার আজি তিনি বিন্  
 প্রসাদপবন সকারি' ॥  
 নিরো নিরো চিরজীবনপাথের  
 ভরি নিরো ভরী কল্যাণে !  
 হুখে হুখে শোকে জীহারে আলোক  
 যেরো অস্ত্রের সন্ধানে !  
 বাধা নাহি খেকো আলসে আবশে, ঝড়ে ঝড়ায় চলে যেরো হেসে  
 তোমাদের প্রেম দিরো ঘেণে ঘেণে  
 বিশ্বের নাকে বিস্তারি ॥



## কাল্য-প্রব

### ৮ম ভাগের সূচী ।

| বিষয়            | পৃষ্ঠা  |
|------------------|---------|
| বিবিধ সঙ্গীত     | ৩—১১৫   |
| বাল্মীকি প্রতিভা | ১১৬—১৪০ |
| জাতীয় সঙ্গীত    | ১৪১—১৭১ |
| ব্রহ্মসঙ্গীত     | ১৭২—২০৮ |

### বর্ণাশ্রমের সূচী ।

| বিষয়                   | পৃষ্ঠা |
|-------------------------|--------|
| অনন্ত সাগর বাবে         | ৩১     |
| অহো আশ্রম এ কি          | ১৩০    |
| অসি ভুবন বনমোহিনী       | ১৩৫    |
| অন্তরে বাগিছা অন্তরবাগি | ১৭৫    |

| বিষয়                     | পৃষ্ঠা |
|---------------------------|--------|
| অন্ধ জনে বেহ আলো          | ১৭৬    |
| অসীম আকাশে অক্ষয়         | ১৭৭    |
| অন্ন নইয়া থাকি ভাই       | ২০৬    |
| আবার প্রাণের পরে          | ৮      |
| আজি শরত তপনে              | ১৩     |
| আজ আসবে ভায় গোকুলে       | ১৬     |
| আমি চাহিতে এসেছি          | ২২     |
| আমার পরাণ লয়ে            | ২৩     |
| আমার মন যানে না           | ২৬     |
| আজি যে রজনী বার           | ২৯     |
| আমি নিশি নিশি কত          | ৩৭     |
| (আহা) আগি পোহাল বিভাবরী   | ৩৯     |
| আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন | ৪৫     |
| আমরা লক্ষীছাড়ার দল       | ৪৬     |
| আমারে কে নিবি ভাই         | ৬৭     |
| আকুল কেনে আসে             | ৭৪     |
| আমি চিনি গো চিনি          | ৭৪     |
| আমারে কই ভোমার বীণা       | ৭৭     |
| আম তবে সহচর               | ৮৫     |

| ବିଷୟ                  | ପୃଷ୍ଠା |
|-----------------------|--------|
| ଆଳାଦେଇ ନଥିଲେ କେ ନିରେ  | ୮୭     |
| ଆଜ ତୋହାରେ ଦେଖିଲେ ଏଣା  | ୯୫     |
| ଆସିବି ଶୁଖୁ ରହିବି ବାକି | ୯୫     |
| ଆସିବି ଆମି ଛାଡ଼ିବ ତୋରେ | ୯୫     |
| ଆସାର ବାବାର ସମୟ ହଲ     | ୯୫     |
| ଆମି ନିଶି ଦିନ ତୋହାର    | ୧୦୫    |
| ଆମି ଏକଲା ଚଳେଛି        | ୧୦୫    |
| ଆଜୁ ସବି ବୁଝୁଛୁ        | ୧୧୨    |
| ଆ: ବୈଚେଛି ଏବନ         | ୧୧୨    |
| ଆଜକେ ତବେ ମିଳେ ନବେ     | ୧୧୮    |
| ଆରେ, କି ତାବନା         | ୧୨୭    |
| ଆଛେ ତୋହାର ବିଡେ        | ୧୨୮    |
| ଆ: କାଜକି ମୋଲମାଲେ      | ୧୨୯    |
| ଆର ନା ଆହାର ମାଣେ       | ୧୩୧    |
| ଆରନା ଆରନା ଏହାଲେ       | ୧୩୮    |
| ଆମେ ଚଲୁ ଆମେ ଚଲୁ ତାହି  | ୧୪୨    |
| ଆମଲ ଧରି ଜାଗାଓ ମମଲେ    | ୧୪୭    |
| ଆହାର ବୋଲୋନା ମାହିଡେ    | ୧୫୮    |
| ଆହାରା ମିଲେଛି ଆଜ       | ୧୬୨    |

| ବିଷୟ                      | ପୃଷ୍ଠା |
|---------------------------|--------|
| ଆଜି ଏ ତାରତ ଗଞ୍ଜିତ ହେ      | ୧୭୦    |
| ଆଇଲ ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ           | ୧୭୮    |
| ଆଜ୍ଞ ଅନ୍ତରେ ଚିରଦିନ        | ୧୭୮    |
| ଆଜ୍ଞ ବୁଦ୍ଧି ଆଇଲ ଶ୍ରିମତୀ   | ୧୭୯    |
| ଆଜି ଏନେହେ ଶ୍ରୀମତୀ         | ୧୭୯    |
| ଆଜି ବହିରେ ବସନ୍ତମଣି        | ୧୭୯    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ               | ୧୮୦    |
| ଆଜି ହେଉଁ ମଂସାର            | ୧୮୧    |
| ଆନନ୍ଦଧାରା ବହିରେ ଭୁବନେ     | ୧୮୧    |
| ଆନନ୍ଦ ରହେ ଆଜି             | ୧୮୨    |
| ଆନନ୍ଦଲୋକେ ଶ୍ରୀମତୀ         | ୧୮୩    |
| ଆନନ୍ଦେର ଶ୍ରୀ ବାଞ୍ଛନା      | ୧୮୪    |
| ଆନନ୍ଦ ବା ଆଜି ଆଜି          | ୧୮୫    |
| ( ଆନନ୍ଦ ) ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ | ୧୮୬    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୮୭    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୮୮    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୮୯    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୯୦    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୯୧    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୯୨    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୯୩    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୯୪    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୯୫    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୯୬    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୯୭    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୯୮    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୧୯୯    |
| ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ       | ୨୦୦    |

| বিষয়                   | পৃষ্ঠা |
|-------------------------|--------|
| আমার সত্য মিথ্যা সকলি   | ২৬৩    |
| আজি শুভ শুভ গাতে        | ২৬৪    |
| ( আজি ) প্রণমি তোমায়ে  | ২৬৪    |
| আজি কোন্ ধন হতে         | ২৬৪    |
| আজি মম মন চাহে          | ২৬৬    |
| আজি এ ভারত লক্ষিত হে    | ২৬৬    |
| আমি সকলি দিচ্ছি তোমায়ে | ২৬৭    |
| আমি সংসাবে মন দিয়েছিছি | ২৬৮    |
| আছে ছঃখ আছে মৃত্যু      | ২৭৭    |
| আনন্দ তুমি সারী         | ২৭৮    |
| আমার বিচার তুমি কর      | ২৭৮    |
| আমায়ে কর জীবনদান       | ২৭৯    |
| আমি কি বলে করিব         | ৩০০    |
| আমি জেনে শুনে তবু       | ৩০১    |
| আজি বত তারা শুব         | ৩২২    |
| ইচ্ছা ববে হবে           | ২৬৯    |
| উঠরে মলিনমুখ, চল এইবার  | ৮০     |
| উলদিনী নাচে রণরঙ্গে     | ১০৫    |

| বিষয়                      | পৃষ্ঠা |
|----------------------------|--------|
| ( উঠিয়া ) কালি কালি বল    | ১২১    |
| উঠি চল সুদিন আইল           | ২৬৯    |
| এখনো তোরে চখে দেখিনি       | ১৬     |
| এখন দিনে তোরে বলা যায়     | ৪২     |
| এবার চলিছ হবে !            | ৬২     |
| এস এস কিরে এস,             | ৬৮     |
| এস গো নূতন জীবন !          | ৭৮     |
| একি আকুলতা তুবনে           | ৮১     |
| এ কেন ভালবাসা জানাতে       | ৮৩     |
| এত ফুল কে ফুটালে ( কাননে ) | ৮৬     |
| এবার সখি সোণার মৃগ         | ৯০     |
| এনেছি মোরা এনেছি           | ১১৭    |
| এক ডোরে বাধা আছি           | ১১৯    |
| এখন কক্স' কি বল            | ১১৯    |
| একি এ ঘোর বন !             | ১২২    |
| এ কেমন হ'ল মন আমার !       | ১২৫    |
| এত রক্ত শিখেছ কোথা         | ১৩০    |
| এই বেলা সবে বিলে           | ১৩৩    |
| একি এ, একি এ, স্থির চপলা   | ১৪১    |

| বিবরণ                          | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------|--------|
| এই যে হেরি গো দেবী আবারি ...   | ১৪৫    |
| একি অককার এ ভারত ভূমি ...      | ১৫৩    |
| একবার তোরা যা বঙ্গিয়া ডাক ... | ১৬১    |
| এ ভারতে রাধ নিত্য প্রভু ...    | ১৬৮    |
| একি এ হৃদয় শোভা ...           | ১৮৯    |
| একি ভুলে রয়েছে মন ...         | ১৯০    |
| একি অগুরু হিলোল বহিল ...       | ১৯০    |
| একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ ...    | ১৯১    |
| অথনো আঁধার রয়েছে ...          | ১৯১    |
| এত আনন্দ ধনি ...               | ১৯২    |
| এ পরবাসে হবে কে হার । ...      | ১৯২    |
| এ মোহ আবরণ খুলে দাও ...        | ১৯২    |
| এস হে গৃহ দেবতা ...            | ১৯৩    |
| এমেছে সকলে কত আশে ...          | ১৯৪    |
| এ ভারতে রাধ নিত্য ...          | ৩০২    |
| ঐ আঁধি রে ...                  | ১০১    |
| ঐ বুকি বাঁশ বাজে ...           | ১০২    |
| ঐ মেঘ করে বুকি গগনে ...        | ১২১    |
| ঐ গোহাইল তিমির ...             | ১৯৪    |

| বিবরণ                              | পৃষ্ঠা |
|------------------------------------|--------|
| ঐ যে দেখা যায় কানন্দধাম ... ..    | ১২৫    |
| ওই জানালার কাছে বসে আছে ... ..     | ২      |
| ওগো শোন কে বাজায় ... ..           | ১২     |
| (ওগো) কে বায় বাঁশরী বাজারে ... .. | ১৪     |
| ওলো নই, ওলো নই ... ..              | ১৫     |
| ওগো এত প্রেম আশা ... ..            | ৩৫     |
| ওগো ভাগ্যদেবী শিভামহী ... ..       | ৪৭     |
| ওগো তোরা কে বাবি পায়ে ... ..      | ৬১     |
| ওগো-কাঙাল আমারে ... ..             | ৭০     |
| ওহে স্নানর, মম গৃহে ... ..         | ৭৩     |
| ও কেন চুপ করে চায় ... ..          | ৮৯     |
| ওগো হৃদয় বনের শিকারী ... ..       | ১২     |
| ওগো দরামদী চোর! এত ... ..          | ২৩     |
| ওগো পুস্বাসী ... ..                | ১০৬    |
| ওঠ ওঠরে--বিকলে ... ..              | ১২৬    |
| ওহে জীবন বরষ ... ..                | ১২৬    |
| ওহে জীবন বরষ ... ..                | ২৭০    |
| কি হল আমার ... ..                  | ৩      |
| কখন বসন্ত গেল ... ..               | ১১     |

| বিষয়                            | পৃষ্ঠা |
|----------------------------------|--------|
| কেন বাজাও কনকন ...               | ১৮     |
| কেন কারো মন বোঝেনা ...           | ২১     |
| কেন ধরে রাখা ওবে বাবে চলে ...    | ৩২     |
| কতবার ভেবেছিলাম আপনা কুলিরা ...  | ৩২     |
| কেন নরন আপনি ভেসে যায় জলে ...   | ৩৩     |
| কে গঠে ডাকি ...                  | ৭২     |
| কথা ভারে ছিল বলিতে ...           | ৭৬     |
| কে দিল আবার আবার আমার হৃদয়ে ... | ৭৭     |
| কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে ...      | ৮০     |
| কেনরে চাস কিরে কিরে ...          | ৮৪     |
| কোথা ছিলি সজনি লো ...            | ৮৭     |
| কেউ বা কিছু দহন করে ...          | ৯২     |
| কার হাতে যে ধরা দেব হার ! ...    | ৯২     |
| কেন সারাদিন ধীরে ধীরে ...        | ৯৩     |
| কি দোবে বাধিলে আমার ...          | ১২৫    |
| কোথার কুড়াতে আছে ঠাই ...        | ১৩২    |
| কেন রাখা ডাকিস কেন ...           | ১৩২    |
| কে এস আছি এ ঘর নিশীথে ...        | ১৩৫    |
| কি বলিলাম আমি ...                | ১৪১    |

| বিষয়                              | পৃষ্ঠা |
|------------------------------------|--------|
| কোথা লুকাইলে ...                   | ১৪৩    |
| কেমন গো আপন মনে ...                | ১৪৩    |
| কোথায় সে উবামরী ...               | ১৪৭    |
| কেন চেয়ে আছি গো ...               | ১৫৭    |
| কে এসে যায় কিরে কিরে ...          | ১৫৯    |
| কি করিলি মোহের ছলনে ...            | ১৬৮    |
| কি তর অতর ধামে ...                 | ১৮৯    |
| কেন জাগেনা জাগেনা ...              | ২০০    |
| কেন বাণী তব নাহি ...               | ২০১    |
| কেমন কিরির বাও ...                 | ২০১    |
| কেরে ওই ডাকিছে ...                 | ২০২    |
| কোথা আছি প্রভু ...                 | ২০২    |
| কে অনিত্য তুমি ডাকিবে ...          | ২৭২    |
| কে বলিলে আজি হৃদাসনে ...           | ২৭৪    |
| কেমনে রাখিবি তোরা ...              | ২৭৪    |
| কি সুর বাজে আমার প্রাণে ...        | ৩৩১    |
| কাণ্ডারী কোরে উঁহায়ে ...          | ৩৩৮    |
| বাঁচার পানী ছিল সোনার বাঁচাটিতে... | ৪৭     |
| পহল ঘন ছাইল পগন ঘনাইরা ...         | ৫৪     |

| বিষয়                          | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------|--------|
| যেহ গেল নিয়ে গেল এ প্রের যোতে | ২০০    |
| গহন কুহব কুহবাবে               | ১১১    |
| গহনে গহনে ঘারে তোরা            | ১৩৩    |
| গাও বীণা, বীণা গাওয়ে          | ২০৩    |
| গভীর রজনী নাশিল                | ৩০৩    |
| গরব মন হয়েছে প্রকু            | ৩২৫    |
| ঘোর রজনী এ                     | ২০৪    |
| ঘাটে বসে আছি আনমনা             | ৩০৪    |
| চিত্ত পিপাসিত ভরে              | ৮০     |
| চল চল তাই ঘরা করে              | ১৩৪    |
| চলেছে তরণী                     | ২০৫    |
| চাহিনা স্নেহে থাকিতে হে        | ২০৬    |
| ভিন্ন দিবস নব মাধুরী           | ২০৭    |
| ভিন্নবস্ত্র, চিরনির্ভর         | ২০৭    |
| ভিন্নসখা ছেড়োনা               | ২৪৬    |
| হৃদয় না তাই                   | ১২৭    |
| জীবনের কিছু হলনা               | ১৩৭    |
| জমিনীর ঘারে আমি ওই             | ২০৪    |
| জগতের তুমি বাজা                | ২০৮    |

| বিবরণ                          | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------|--------|
| কর রাজরাজেশ্বর                 | ২০৮    |
| জাপিতে হবে                     | ২০৮    |
| জাপিত বিখ্যাতলাহল              | ২০৯    |
| জানিহে হবে প্রভাত              | ২১৫    |
| জগদেব পুরোহিত ভূমি             | ৩৩২    |
| কর কর করিবে বারিধারা           | ৩৪     |
| ডাকি তোমারে কাওরে              | ২০৯    |
| ভূমি অমৃত পাথারে               | ২১১    |
| ডেকেছেন প্রিয়তম               | ২১২    |
| ডাক মোরে আজি                   | ৩৪৫    |
| ভূমি কোল কাননের ফুল            | ১৭     |
| তবে শেষে করে দাও শেষ গান       | ৩৩     |
| তবু মনে রেখো যদি দূরে বাই চলে  | ৩৩     |
| তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়        | ৩৩     |
| জোয়া বলে গাঁথিল মালা          | ৫৪     |
| জোয়ারা হাসিরা বহিরা চলিরা বাও | ৫৪     |
| ভূমি সন্ধ্যার বেশ শান্ত স্নগ্ধ | ৩৩     |
| ভূমি বেওলা এখনি                | ৭৩     |
| ভূমি হবে নীরবে জগদেব           | ১২     |

| বিবরণ                     | পৃষ্ঠা |
|---------------------------|--------|
| ভোমরা মধাই ভাল            | ১১৩    |
| জিকুবন মাঝে আমরা          | ১২০    |
| তোমরা দশা রাআ ভাল ত নয়   | ১৩৯    |
| (ভবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ | ১৪১    |
| ভোমরা তরে বা সঁপিছু মেহ   | ১৪২    |
| কবে প্রেম হুথারসে         | ১৪২    |
| তবে কি কিরিব স্নানযুগে    | ১৪২    |
| তার তার হরি দীনজনে        | ১৪৩    |
| তাঁহার আনন্দ ধারা         | ১৪৪    |
| তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে | ১৪৪    |
| তুমি আপনি লাগাও যোরে      | ১৪৫    |
| তুমি কি গো পিতা           | ১৪৫    |
| তুমি ছেড়ে ছিলে           | ১৪৫    |
| তুমি ধন্য ধন্য হে         | ১৪৬    |
| তুমি বহু তুমি নাথ         | ১৪৭    |
| ভোমারেই করিরাছি           | ১৪৭    |
| ভোমারেই প্রাণের আশা       | ১৪৮    |
| ভোমার বক্তনে রাখিবে হে    | ১৪৮    |
| ভোমা লাগি নাথ             | ১৪৯    |

| বিবরণ                    | পৃষ্ঠা |
|--------------------------|--------|
| তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ   | ২১৯    |
| তোমারে জানিনে হে         | ২২০    |
| তোমার কথা হেথা           | ২২১    |
| তোমার দেখা পাব বলে       | ২২২    |
| তোমারি মধুর রূপে         | ২২২    |
| তুমি কাছে মাই            | ২৭৩    |
| তোমারি নামে নরম          | ২৭৭    |
| তোমারি গেছে পাগিছ        | ২৭৮    |
| তোমারি সেবক করছে         | ২৭৯    |
| তোমারি রাগিনী জীবনকুঞ্জে | ২৭৯    |
| তোমার পতাকা বারে দাঁড়   | ৩০৩    |
| তোমার অসীমে গ্রাণ বন     | ৩০৭    |
| তুমি যে আমারে চাও        | ৩৩০    |
| তুমি হে স্নেহের রবি      | ৩৩২    |
| থাকতে আর ত পারিনি না     | ১০৬    |
| থাম্ থাম্ কি করিবি বধি   | ১৪৭    |
| হৃদয়ে দেখা হলো          | ৩১     |
| দেখ ঐ কে এসেছে,          | ৮৩     |
| দেখছে ঠাকুর              | ১২৪    |

| বিষয়                     | পৃষ্ঠা |
|---------------------------|--------|
| দেখ দেখ ভট্টো পাখী        | ১৪০    |
| দেশে দেশে বসি             | ১৪৫    |
| শীত হৈ ফুল ফল             | ২২৩    |
| দিন ত চলি গেল প্রভু       | ২২৩    |
| দিন বর্জনশি করিয়া বতন    | ২২৫    |
| দীর্ঘ জীবন পথ             | ২২৫    |
| দুখ দিয়েচ দিয়েছ         | ২২৬    |
| দুখ দূর করিলে             | ২২৭    |
| দুখের কথা তোমার           | ২২৭    |
| দুয়ারে বসে আছি প্রভু     | ২২৯    |
| দেখ দেখে দেখে তোরা        | ২২৯    |
| দেখা যদি মিলে ছেড়োনা     | ২৩০    |
| দেবদ্বিদের মহাদেব         | ২৩০    |
| দিন কুরালে হে সংসারী      | ২৮০    |
| দিন যাররে দিন যায়        | ২৮০    |
| দুয়ারে দাঁও মোরে রাখিয়া | ৩০৮    |
| দুঃখ রাতে হে নাথ          | ৩০৯    |
| দুঃখ ও আনার আঁখির আগে     | ৩২৮    |
| তাই কদমের নদী             | ৩৩০    |

| বিষয়                     | পৃষ্ঠা: |
|---------------------------|---------|
| চুটিপ্রাণ এক ঠাই          | ৩৩৩     |
| তখনে যেখান নিলিছে         | ৩৩৭     |
| ধরি ধরি প্রাণে আমার এসেছে | ৩৪০     |
| নিম্নে আর কপাল            | ১২১     |
| নমি নমি ভারতী তব          | ১৪২     |
| নব বসন্তে করিলাম পূর্ণ    | ১৪৬     |
| নয়ন তোমারে পায় না       | ২৩১     |
| নব আনন্দ লাগে: আজি        | ২৩২     |
| নিকট দেখিব তোমারে         | ১৩১     |
| মিতা নব সত্য তব           | ২৩৩     |
| মিলি দিন চাহরে            | ২৩৪     |
| নূতন প্রাণ লাগে প্রণয়না  | ২৩৫     |
| নয়ন তোমারে পায় না       | ২৩১     |
| মিতা সত্য চিন্তন          | ১৩৩     |
| নিবিড় বন আঁধারে          | ৩১১     |
| পুরাণে সে দিনের কথা       | ২৩      |
| পুষ্পবনে পুষ্প না'হ,      | ৭৩      |
| প্রমোদে গালিয়া দিহু মন   | ৮১      |
| পথ কুলেছিদ সজ্জা বটে      | ১২২     |

| বিবরণ                       | পৃষ্ঠা |
|-----------------------------|--------|
| প্রাণ নিয়ে ও সটকেছিরে      | ১৩৬    |
| পলকাক্ষে রাখ সেবকে          | ২৩৪    |
| পিতার চরণে পাড়াইয়া        | ২৩৫    |
| পেরেছি অভয় পল              | ২৩৭    |
| পেরেছি সন্ধান তব            | ২৩৭    |
| পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে | ২৩৮    |
| প্রভাতে বিমল আনন্দে         | ২৩৯    |
| লিপাসা হায় নাহি মিটল       | ২৪০    |
| একু ধোলেছি অনেক খেলা        | ২৪১    |
| প্রতিদিন তব গাথা            | ২৪৪    |
| প্রাণদিন আমি হে             | ২৪৫    |
| প্রেমদানকে রাখ পূর্ণ        | ২৪৬    |
| পাই এখন কেন অলসিত           | ২৪৭    |
| ফুলে ফুলে তলে তলে           | ২৪৮    |
| কিরোনা কিরোনা আঁক           | ২৪৯    |
| ভালবেসে নগী নিদ্রাতে বতনে   | ২৫০    |
| ভাল বাসিলে যদি সে ভাল       | ২৫১    |
| ভিকে দেগো ভিকে দে           | ২৫২    |
| তব কোলাহল ছাড়িয়ে          | ২৫৩    |

| বিবরণ                    | পৃষ্ঠা |
|--------------------------|--------|
| ভয় হয় পাছে তব নামে     | ২৩৫    |
| ভয় হতে তব অভয় মাঝে     | ২৩৬    |
| ভক্ত জন্মবিকাশ           | ২৩৮    |
| ভুবন হইতে ভুবনবাসী       | ২৩৯    |
| মম শোবন নিকটে গায়ে পাখী | ২৪০    |
| মধুর মধুর ধ্বনি মাঝে     | ২৪১    |
| মনে রয়ে গেল মনের কথা    | ২৪২    |
| মধুর মিলন                | ২৪৩    |
| না একবার দাঁড়াগো        | ২৪৪    |
| নবিলো মরি                | ২৪৫    |
| মেঘেরা ঢলে ঢলে যায়      | ২৪৬    |
| মদি ও কাহার বাড়া        | ২৪৭    |
| মহাবিরে মহাকালে          | ২৪৮    |
| মহা সিংহাসনে বসি         | ২৪৯    |
| মাঝে মাঝে তব দেখা পাই    | ২৫০    |
| মিটিল সব কথা             | ২৫১    |
| মহাবিরে মহাকালে          | ২৫২    |
| মহানন্দে হের গো          | ২৫৩    |
| মাঝে মাঝে তব দেখা পাই    | ২৫৪    |

[illegible]

কিছু

কিন্তু আমি যখন দেখলাম তখন

যা যা যা যা যা যা যা যা

যে মন কে জয়িত হই

যা যা

যখন যখন

যখন যখন যখন

যখন যখন যখন যখন

যখন যখন যখন যখন

যখন

যখন যখন যখন

যখন যখন

যখন যখন যখন যখন যখন

যখন যখন যখন যখন যখন

যখন যখন যখন যখন যখন

যখন যখন যখন

যখন যখন যখন

যখন যখন যখন

যখন যখন যখন

যখন যখন যখন যখন

যখন যখন যখন

যখন যখন যখন

যখন যখন যখন

যখন যখন যখন



# বিশয়

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| শোন শোন আরাধের বাণী   | ... | ... |
| শান্তি সবুজ ভূমি গভীর | ... | ... |
| ভনেছে তোমার নাম       | ... | ... |
| শুভ প্রাণ কীদে সবা    | ... | ... |
| শোন তাঁর সুধা বাণী    | ... | ... |
| শান্ত কেন ওশে পাছ     | ... | ... |
| শান্ত হয়ে সমা চিত্ত  | ... | ... |
| শান্তি কর বরিসন       | ... | ... |
| শান্তি হাতে কিরিছে    | ... | ... |
| জুত দিনে এসেছে ধৌছে   | ... | ... |
| জুতদিনে প্রভক্ষণে     | ... | ... |
| সখি প্রাণতিন হায়     | ... | ... |
| সখি আমারি ছায়ে       | ... | ... |
| সে আসে বীরে           | ... | ... |
| জন্মের জ্বরিরজন ভূমি  | ... | ... |
| সারা বরষ দেখিনে       | ... | ... |
| সজনি সজনি রাধিকাগো    | ... | ... |
| সজনি গো               | ... | ... |
| সহেনা সহেনা কীদে পরাণ | ... | ... |

|                        |     |     |
|------------------------|-----|-----|
|                        |     | ০৫৫ |
|                        | ... | ১৩৭ |
|                        | ... | ২৫১ |
|                        | ... | ২৫২ |
|                        | ... | ২৫৩ |
|                        | ... | ২৫৩ |
| সংসারেতে চোরখার        | ... | ২৫৪ |
| সত্য নগর প্রেমময় ভূমি | ... | ২৫৫ |
| সবে আনন্দ করে।         | ... | ২৫৫ |
| সবে মিলি গাওবে         | ... | ২৫৬ |
| সুমধুর স্ত্রী আজ       | ... | ২৫৬ |
| স্বামী তুমি এস আজ      | ... | ২৫৬ |
| সদা থাক আনন্দে         | ... | ২৫৭ |
| সুখ হীন নিশি দিন       | ... | ২৫৭ |
| সুখের বহর আনন্দ        | ... | ২৫৮ |
| সংসারে সব কাজে         | ... | ২৫৮ |
| সফল করছে প্রভু         | ... | ৩২০ |
| সংসার হবে মন কেড়ে লয় | ... | ৩২১ |
| সংসারের ভূমি রাখিলে    | ... | ৩২২ |
| স্বপন যদি ভাঙিলে       | ... | ৩২৩ |

# বিবরণ

|                     |     |     |    |
|---------------------|-----|-----|----|
| ১. 'স্বদেশ' প্রকাশ  | ... | ... | ৪৫ |
| ২. 'স্বদেশ' প্রকাশ  | ... | ... | ৪৫ |
| ৩. 'স্বদেশ' প্রকাশ  | ... | ... | ৪৫ |
| ৪. 'স্বদেশ' প্রকাশ  | ... | ... | ৪৫ |
| ৫. 'স্বদেশ' প্রকাশ  | ... | ... | ৪৫ |
| ৬. 'স্বদেশ' প্রকাশ  | ... | ... | ৪৫ |
| ৭. 'স্বদেশ' প্রকাশ  | ... | ... | ৪৫ |
| ৮. 'স্বদেশ' প্রকাশ  | ... | ... | ৪৫ |
| ৯. 'স্বদেশ' প্রকাশ  | ... | ... | ৪৫ |
| ১০. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |
| ১১. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |
| ১২. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |
| ১৩. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |
| ১৪. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |
| ১৫. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |
| ১৬. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |
| ১৭. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |
| ১৮. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |
| ১৯. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |
| ২০. 'স্বদেশ' প্রকাশ | ... | ... | ৪৫ |